প্রেম।

ঘুমায় সরসীবক্ষে নলিনী যেমন;
প্রেমজলধিতে আত্মা জুড়ায় তেমন।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ, প্রণীত।

১৩০২।

মূল্য এক টাকা।

৪৪/১ নং রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীরবীন্দ্রনাথ সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১৩।৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
কলিকাতা।

উৎসর্গ।

পূজ্যপাদ

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয়ের

পবিত্র চরণ-কমলে,

তাঁহার সানুগ্রহ অনুমত্যনুসারে,

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক,

গভীর ভক্তি, প্রীতি এবং কৃতজ্ঞতার সহিত,

'প্রেম'

বিনীত ভাবে

উৎসর্গীকৃত

হইল।

ভূমিকা।

"And what is writ, is writ—
Would it were worthier."—Byron.

"আমার সে আনন্দধাম, ছোট-খাট পল্লীগ্রাম। সেথা নাই হেথাকার (নগরের) বিলাস সভ্যতা।" আমার গ্রাম্য পর্ণকুটীরে বড় মানুষদিগকে ঢুকাইতে সাহস হয় না। যাঁহারা সাহিত্য-রাজ্যে বরফযুক্ত আনারের সরবৎ পান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট আমার গ্রাম্য ভবনের ভগ্নপ্রায় প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী পঙ্কময় ক্ষুদ্র পুষ্করিণীটীর দুই এক অঞ্জলি জল কখনই তৃপ্তিকর হইবে না। জ্ঞানী ব্যক্তির মার্জ্জিত রুচি পরিতৃপ্ত করিবার সাধ্য এ দীন লেখকের একেবারেই নাই। তবে, যাঁহারা আমার ন্যায় বিপদ্‌বেষ্টিত হইয়া, একাকী, অবসন্ন-প্রায় দেহ মন লইয়া, সংসার-কান্তারে পর্য্যটন করিতে করিতে, অকস্মাৎ আমার গ্রাম্য কুটীরের নিকটবর্ত্তী হইবেন, তাঁহারা আমার ক্ষুদ্র পঙ্কময় পুষ্করিণীটীর এক অঞ্জলি জল পান করিয়া, এক মুহূর্ত্তের জন্যও, কিঞ্চিৎ পরিমাণে, তৃপ্তি লাভ করিলে, সর্ব্ব শ্রম এবং ব্যয় সফল জ্ঞান করিব।

ভাব এবং ভাষার দারিদ্র্য ব্যতীত এ গ্রন্থে, ক্ষুদ্র এবং স্পন্দনহীন-প্রায় হৃদয়ের মত ও বিশ্বাস, আশা এবং ভরসার কথা পাঠ করিয়া, যে সহৃদয় পাঠক অবকাশকাল অতিবাহিত করিতে

অভিলাষ করেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন না।

কোনও স্বর্গীয় বন্ধুর অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া, প্রেম সম্বন্ধে যাহা মনে উদিত হইয়াছে, অসঙ্কোচে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। প্রেম সম্বন্ধে আমার হৃদ্‌গত ভাব প্রকাশ করিতে কতদূর সক্ষম হইয়াছি, বলিতে পারি না। ঐ প্রসঙ্গে অন্য ব্যক্তিরও যখন যে মিষ্ট কথা স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে, তাহাও এই প্রবন্ধ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। বিদেশীয় ভাষা হইতে গৃহীত অংশের তাৎপর্য্য, অধিকাংশ স্থলেই যথাসাধ্য বঙ্গভাষায় অনূদিত করিয়াছি। অধিকাংশ স্থলেই, ফুট্‌-নোট্‌ দিবার সময় উদ্ধৃতাংশগুলি মূল গ্রন্থের সহিত মিলাইয়াছি। নানা কারণে, কোন কোনও স্থলে, মূলগ্রন্থে খুজিয়া না পাওয়াতে এবং স্থল বিশেষে, তাহা করা সুবিধাজনক না হওয়াতে, দুর্ব্বল স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করিয়াই, মূল গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছি। যদি দুই এক স্থলে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়া থাকে, তাহাতে অর্থবোধের কোনই ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া, সে বিষয়ের জন্য, আর অধিক কাল অপেক্ষা করি নাই। কোন কোনও স্থলে উদ্ধৃতাংশের মূলের, আমার সুবিধাজনক কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনও করিয়াছি। সর্ব্বত্রই মূলের তাৎপর্য্য রক্ষা না করিয়া, মূলের ভাবাতে, স্থল বিশেষে স্বীয় ভাব ব্যক্ত করিয়াছি। পরিবর্ত্তিত অংশগুলি উদ্ধৃতাংশের মধ্যে ' ' এইরূপে চিহ্নিত করিয়াছি। কোন কোনও স্থলে ফুট্‌-নোটে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। কোন পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতাংশের মূলের নাম (১) চিহ্নিত নোটে একবার উল্লিখিত হইলে, ঐ পৃষ্ঠায় সমুদায় ১ চিহ্নিত অংশগুলি, ঐ নোটেই দ্রষ্টব্য। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন জ্ঞানেই তাহা করিয়াছি।

এই প্রবন্ধের কোনও কোনও অংশ তত্ত্ব-বোধিনী প্রভৃতি পত্রিকাতে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পত্রিকাসমূহের ভক্তিভাজন সম্পাদক মহাশয়গণ, এই পুস্তকে ঐ সমুদায় অংশ সন্নিবেশিত করিতে অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনুমতি প্রদান করিয়া, আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে উপকৃত করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট আমি ঋণী রহিলাম।

রামায়ণের সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক ভক্তিভাজন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বহু ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়া এবং স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিতে উপদেশ দিয়া, বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। অন্যান্য দুই একটী বন্ধুও নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম।

যে সমুদায় আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব এবং সাধু মহাত্মা-গণের চিন্তা, কার্য্য, ব্যবহার এবং জীবন আলোচনা করিয়া, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের স্থলে স্থলে বিষয়সংগ্রহ করিয়াছি, তাঁহাদিগের নিকট বিশিষ্ট ভাবে ঋণী রহিলাম।

এই সংস্করণে, নানা কারণবশতঃ, স্থানে স্থানে,মুদ্রাকর-প্রমাদ এবং অন্যান্য ত্রুটী রহিয়া গেল। উহা এক প্রকার অনিবার্য্য। সহৃদয় পাঠক মহাশয় তজ্জন্য অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।

যদি কখনও 'প্রেম' দ্বিজত্ব লাভ করে, তবে সেই সুদুর্লভ পুনর্জ্জন্মকালে, ইহার যথোচিত সংস্কার করিতে সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটী করিব না।

রাইপুর, রাইপুর পোঃ,
বীরভূম।
১লা আষাঢ়। ১৩০২ সাল।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

প্রেম।

"পাখীক পাখ, মীনক পানি,
জীবক জীবন, হাম তুহু জানি।"—বিদ্যাপতি।

"Amor vincit omnia."—Quoted by Chaucer.
Troilus and Creseide.

"Love is my religion—I could die for that."—
John Keats. Letters.

ভিক্টার্ হিউগো জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "প্রেম কি?"—"Ah! what is love?[১]" প্রেম কি, বুঝান যায় না, অনুভব করা যায়।

"যত যত রসিক জন, রস অনুগমন,
অনুভব কহে, না পেখে।[২]"

মধু যিনি পান করিয়াছেন, তিনিই জানেন মধু কি রূপ। মধু পান না করিলে, যে রূপ, উহার আস্বাদন, উহার মধুরতার উপলব্ধি হয় না; সেই রূপ, হৃদয়ে প্রেমরসের

(১) By silence she the battle won. (২) বিদ্যাপতি।

আস্বাদন বোধ না থাকিলে, উহার স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় না। সন্তানহীনা নারী কি কখনও সম্যক্ প্রকারে বাৎসল্যভাব বুঝিতে পারেন?

"কভো যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥১"

মনের চিন্তা শব্দের দ্বারা পরিস্ফুট করা যায়। হৃদয়ের ভাব বাক্যের দ্বারা অভিব্যক্ত করা যায় না। স্পষ্টরূপে ভাব বর্ণন করা অসম্ভব। উহা ইঙ্গিতে বুঝিতে হইবে।

"ভাবের পরম কাষ্ঠা তারে বলি 'প্রেম'।২" ইহার অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে নিমগ্ন হওয়া সহজ নহে।

"অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত;"

এবং

"সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিশাল।১"

মানবাত্মার যে সমুদায় ভাব আছে, তন্মধ্যে এই ভাবটীর প্রসার, উচ্চতা, ও গভীরতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই ভাবের সহিত হর্ষ বিষাদ, আনন্দ

---

(১) চৈতন্যচরিতামৃত। (২) ঐ। পরিবর্ত্তিত আকারে।

নিরানন্দ, কামনা ও নিষ্কামভাব ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত রহিয়াছে। ইহার প্রকৃতি বিরুদ্ধধর্ম্মময়।

"প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্ম্মময়।(১)"

শৈত্য ও দাহিকা শক্তি একাধারে বর্ত্তমান।

আধার ও অবস্থাভেদে ইহার রূপের ও কার্য্যের পরিবর্ত্তন হয়, প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না।

যাহা আনন্দ প্রদান করে, তাহার প্রতি হৃদয় ধাবিত হয়। তাহা লাভ করিতে হৃদয়ে প্রবল ইচ্ছা জন্মে। সেই বস্তুর প্রতি হৃদয়ের যে ভাব, তাহাই প্রেম।

যে ভাব দুইটী বিভিন্ন, স্বতন্ত্র হৃদয়কে পরস্পরের দিকে আকর্ষণ করে, উভয়কে একত্র করে, মিলিত করে, তাহাই প্রেম। "Love is that which brings together and unites the lover with the beloved.(২)"

ভাবের বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই মানস-চক্ষের সম্মুখে তিনটী বস্তু উদিত হয়,—ভাব, ভাবুক ও ভাবের কারণ। ইহাদের মধ্যে একটীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যটীর আলোচনা করা সম্ভব নহে।

---

(১) চৈতন্যচরিতামৃত। (২) Dante. The Banquet.

মানব হৃদয়কানন আলোকিত করিয়া যে সমুদায় ভাবমুকুল প্রস্ফুটিত হয়, তন্মধ্যে প্রেমই গোলাব্-কলিকা,—

"Rose! of all in Flora's kingdom
Dear to eye, and heart, and feeling.১"

ইহার সৌরভে চতুর্দ্দিক আকুলিত হয়। ইহাই সেই ভাব, "যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।২"

তারা যেমন তারার পানে আকৃষ্ট হইয়া চাহে; তেমনি, একটী আত্মা অন্যের পানে চাহে, একটী প্রাণ আর একটী প্রাণের দিকে ধাবিত হয়, ইহাই প্রেম। প্রাণে প্রাণে গাঁথাগাঁথি, হৃদয়ে হৃদয়ে জড়াজড়ি, আত্মাতে আত্মাতে মিশামিশি, ইহাই প্রেম। এক সত্তা অন্য সত্তায় মিশে, "In one another's being mingle,৩" "আপনা ভুলিয়া, পরেতে মিশিতে পারে,৪" ইহাই প্রেম।

এক ব্যক্তি অপরকে দেখিতে চাহে, দেখিতে ভাল বাসে,তাহার নিকটে থাকিতে ভাল বাসে,তাহার

(১) Goethe. Faust. (২) চৈতন্যচরিতামৃত।

(৩) Shelley. Love's Philosophy. (৪) চণ্ডীদাস।

সেবা, মনস্তুষ্টি, ও সুখবিধান করিতে ইচ্ছা করে, ইহাই প্রেম। যাহাকে দেখিলে সুখ হয়, তাহার প্রতি হৃদয়ের যে ভাব জন্মে, তাহাই প্রেম। এক ব্যক্তিকে না দেখিলে, না সুখী করিতে পারিলে দুঃখ হয়, ইহার কারণই প্রেম।

দুইটী আত্মাতে এক মন, "One mind in all things,[১]" এক প্রাণ, এক ইচ্ছা হওয়াই প্রেম। একে অন্যের সুখে সুখী, অন্যের দুঃখে দুঃখী হয়, ইহারই মূলে প্রেম। অন্যের মঙ্গলের জন্য দেহ, মন, প্রাণ, ধন, জন উৎসর্গ করা, অন্যের কার্য্যের জন্য জীবন পর্য্যন্ত নিয়োগ করা, ইহাই প্রেমের কার্য্য। প্রেমিক বলেন, "আমিও প্রাণ উৎসর্গ করিব, যাহা হয় হউক।[২]" আত্মোৎসর্গই প্রেমের অভিব্যক্তির পরাকাষ্ঠা। প্রেম উহাপেক্ষা অধিক দূর গমন করিতে অক্ষম,—"Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.[৩]" জ্যোতিতে মুগ্ধ পতঙ্গের ন্যায় নিঃশব্দে

---

(১) Tennyson. The Princess. (২) হাফেজ।

(৩) St. John. XV. 13.

প্রেমানলে আত্মবিসর্জ্জন করাই প্রেমের ধর্ম্ম। যেখানে প্রেম, সেখানে কেবল আত্মাহুতি, স্বার্থবলি, "তাঁহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ।১"

প্রেম স্বর্গের ভাষা। "এ তিন আঁখর যাহার মরমে, সেই সে বলিতে পারে।২" তিনিই জানেন "প্রেমক যৈছন ছন্দ।৩" আমরা উহার অনুবাদ করিতে অক্ষম। দেবগণই উহা জানেন এবং বুঝেন। বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ ছুরিকা ক্ষীণ সূর্য্যরশ্মির সূক্ষ্ম সত্তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবচ্ছেদ করিতে সক্ষম, কিন্তু প্রেমের রহস্য ভেদ করিতে অক্ষম।

সাধু ব্যক্তিগণ ইহার রসে সিক্ত। কবিগণ ইহার রূপ-মাধুর্য্যে বিভোর, মাতোয়ারা। ধন্য সেই রচয়িতা যিনি আত্মা-পুস্তকের হৃদয়-পত্রে এই বিচিত্র ভাষা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন!

জ্ঞান আত্মার শোভা। প্রেম আত্মার সৌরভ। জ্ঞান স্বর্গীয় আলোক। প্রেম স্বর্গের সোপান। জ্ঞান পথ-প্রদর্শক। প্রেমই পথ। জ্ঞান অন্ন। প্রেম রস। জ্ঞান পল্লব। প্রেম পুষ্প।

---

(১) চৈতন্যচরিতামৃত। (২) চণ্ডীদাস। (৩) গোবিন্দদাস।

সৌন্দর্য্য প্রীতির জনক। প্রীতি ভক্তির দুহিতা। "শুদ্ধ ভক্তি হইতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।[১]"

"সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হইলে, তার প্রেম নাম কয়॥[১]"

আশা প্রীতির জ্যেষ্ঠা ভগিনী, "Hope Love's elder sister.[২]" কল্পনা প্রীতির সখী।

প্রেম অনন্তের দ্বার। প্রেম-বিন্দুর মধ্যে প্রবেশ কর, অনন্তের ছায়া দেখিতে পাইবে। বিন্দুর অন্তরালে সিন্ধুর আভাস পাইবে। সিন্ধু ও বিন্দুর একতার তাৎপর্য্য প্রেমের অভিধানেই মিলে।

বারি-বিন্দুর মধ্যে, যেমন, ইন্দ্রধনু থাকে, কিন্তু উহা সূর্য্যকিরণসম্ভূত, সূর্য্যকিরণেরই এক অবস্থান্তর মাত্র; সেইরূপ, প্রেমস্বরূপেরই প্রেম মানব-হৃদয়ে পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যার আত্মার ভিতর দিয়া ক্ষরিত হয় বলিয়া, উহা তাহাদেরই প্রেম বলিয়া গৃহীত হয়। সূর্য্য-রশ্মি, যেমন, সপ্তধা হইয়া ইন্দ্রধনুতে শোভা পায়; তেমনি, ঈশ্বরেরই প্রেম মানব-হৃদয়ফলকে পতিত, প্রবিষ্ট ও প্রতিফলিত হইয়া বাৎসল্যাদি বিবিধ বর্ণে শোভা পায়।

---

(১) চৈতন্যচরিতামৃত। (২) S. T. Coleridge.

"তোমারি প্রীতি হইয়ে শতধা, বিরচয়ে সতীর প্রেম,
জননী-হৃদয়ে করে বসতি।[১]"

'বহুরূপী', যেমন, প্রাতে হরিৎ, সায়ংকালে আরক্তিমাদি বর্ণ ধারণ করে; লীলারসময় ভগবানই, সেইরূপ, কখনও স্নেহময়ী জননীর ভিতর দিয়া আমাদিগকে স্নেহ-চুম্বনে ভাসাইতেছেন, আবার কখনও বা শৈশবে ভগিনীর অন্তরে থাকিয়া আমাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। তাঁহারই প্রেম শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর আকারে আত্মা-রঙ্গভূমে নিরন্তর নানা অভিনব অভিনয় করিতেছে। জীবের প্রেম, "সেই প্রেম-জলধির" এক একটী বুদ্‌বুদ্। নিষ্প্রভ চন্দ্র, যেমন, তেজোময় সূর্য্য হইতেই জ্যোতি লাভ করে, তেমনি জীব তাঁহারই প্রেম-রশ্মি-রেখা প্রাণের ভিতর লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হয়।

বৎসের প্রতি গাভীর হম্বারবে ভগবানের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করা যায়। শিশুর প্রতি জননীর শুচিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার প্রেম পাঠ করা যায়। মৃদঙ্গের মধুর-গম্ভীর, দ্রুত ও বিলম্বলয়যুক্ত, সুখময় অথচ হৃৎকম্প-জনক নাদের ন্যায় বজ্ররাবী নবজলধরসমূহের ঘন

(১) শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সজ্বট্টের ভীম সৌন্দর্য্যের মধ্যে এবং ক্ষণপ্রভা বিদ্যু-ল্লতার চৈকুরের ভিতর প্রেমময়ের তিমিরহারিণী দন্তরুচিকৌমুদীর আভাস লাভ করা যায়। অনাদি গগনের প্রতি বিন্দু পরিমাণ আকাশ হইতে অনন্ত ও অজস্রধারে তাঁহারই প্রেমের ফোয়ারা ছুটিতেছে এবং সেই একই প্রেম-জলধির নিত্যনবক্রীড়াশীলা লহরী নৃত্য করিতেছে। প্রতি কুসুমে, প্রতি খদ্যোতে, প্রতি জ্যোতিষ্কে তাঁহারই সেই সুবিমল প্রেমমুখের মঙ্গল হাসি বিকসিত রহিয়াছে।

প্রেম-জলধির গর্ভে সত্য সত্যই অগণ্য মণিমুক্তা থাকে। 'সাত রাজার ধন' যদি কোথাও পাওয়া যায়, তবে উহা "হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।[১]"

রজত কাঞ্চন সংসারের ধন। প্রেম স্বর্গের ঐশ্বর্য্য। প্রেম অমূল্য নিধি। অর্থের বিনিময়ে উহা লাভ করা যায় না। পার্থিব প্রজা ভূস্বামীকে ধনরত্ন কর দেন। স্বর্গের প্রজা হৃদয়নাথকে প্রেম কর অর্পণ করেন। স্বর্গরাজ্যে যিনি যত বড় প্রজা, তাঁহাকে ততই অধিক প্রেম-কর প্রদান করিতে হয়। যিনি যতই উহা

(১) রামপ্রসাদ সেন।

দান করেন, তিনি ততই উহা লাভ করেন। প্রথমে যাঁহার এই ধন অল্প থাকে, তিনি ধন বিতরণ করিতে করিতেই ধনবান্ হইয়া উঠেন। প্রেমধনের বিশেষত্ব এই যে, উহা যতই বিতরণ করিবে, উত্তরোত্তর উহা ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে ;—

"লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুণ বাড়ে ॥১"

প্রেম স্বর্গ মর্ত্ত্যের মধ্যে সেতু-যোজক। প্রেমই সেই কৌশেয় রজ্জু, যাহা স্বর্গকে মর্ত্ত্যের দিকে এবং মর্ত্ত্যকে স্বর্গের দিকে আকর্ষণ করে। প্রেম সান্ত হইতে নির্গত হইয়া অনন্তকে ছুটিয়া ধরে। সসীমের প্রেমের ফাঁদে অসীমও জড়িত ও আবদ্ধ হয়েন। প্রেম সসীমকে অনন্তের সহিত মিলিত করে। সান্ত অনন্তকে বলেন, "তুমি আমাতে এবং আমি তোমাতে। তুমি আমার এবং আমি তোমার।" কীটানুকীটও প্রীতি এবং প্রিয়-কার্য্য-সাধন দ্বারা পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হয়।

প্রেমরাজ্য চিরবসন্ত, চিরপূর্ণিমা, চিরযৌবন এবং চিরনূতনের দেশ। প্রেমের বাজারে পুরাতন বস্তু

(১) চৈতন্যচরিতামৃত।

মিলে না। পুরাতন সামগ্রী সংসারের বিপণিতেই মিলে।

প্রেমের চক্ষে প্রিয় বস্তু চির-নূতন আনন্দের প্রস্রবণ, "Ever new delight.[১]" উহার "মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।[২]" প্রেমের নয়নে উহার রূপ ফুরায় না, উহার সৌন্দর্য্য পুরাতন হইয়া যায় না। তাই কবি প্রেমাস্পদকে সম্বোধন করিয়া গাহিয়াছেন,—
"To me, fair friend, you never can be old.[৩]"
রূপ-রসজ্ঞ কবি সুন্দর বস্তুকে নিত্যানন্দপ্রদ, "A joy for ever,[৪]" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রিয়তমের রূপ-জালে জড়িত, প্রেমরসে সিক্ত বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন,—

"জনম অবধি হাম্ রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

প্রিয়তমই সেই বস্তু, "সর্ব্ব সৌন্দর্য্য কান্তি বৈসয়ে যাহাতে।[২]" প্রেমিক প্রিয়জনের অশেষ রূপ-মাধুরী অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া অতুল আনন্দরস-সাগরে ভাসমান হইয়া "অগেয়ান[২]" হয়েন।

(১) Milton. Paradise Lost. (২) চৈতন্যচরিতামৃত।
(৩) Shakespeare. Sonnets. (৪) Keats. Endymion.

প্রিয়জনের অমিয়া-পাথার রূপের এমনই মোহিনী শক্তি! তাহার এমনই মন-ভুলান বেশ! প্রেমের নয়নে প্রিয় বস্তু সর্ব্বময়। সর্ব্ব বস্তুরই সহিত প্রিয় জনের স্মৃতি বিজড়িত। গোরা-অনুরাগে প্রেমিক বাসুদেব ঘোষ গাহিয়াছেন,—

মরমে লেগেছে গোরা, না যায় পাসরা,
জলের ভিতরে ডুবি, সেথা দেখি গোরা।"

আমরা জগৎকে যে চক্ষে দেখি, প্রেমিক উহা সে চক্ষে, সে ভাবে দেখেন না। তাঁহার নয়নে জগৎ অতি সুশোভন, মনোরম। তাঁহার হৃদয়ের সুষমা, "The light that never was on sea or land,[১]" যে জ্যোতি কখনও জলে বা স্থলে ছিল না, শারদীয়া পৌর্ণমাসীর বিমল শুভ্র জ্যোৎস্নালোকের ন্যায় জগতের মুখের উপর ছড়াইয়া পড়ে।

প্রেমিক কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরও মধ্যে কি দেখেন, তিনিই জানেন। প্রেমিক নিমাই তাহাকে 'প্রিয়দর্শন!' বলিয়া সম্বোধন করেন, এবং তাহাকে প্রেমভরে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করেন। প্রেম-চক্ষু কদর্য্যতারও মধ্যে সুগুপ্ত সৌন্দর্য্য-রেখা নিরীক্ষণ করে। মহর্ষি

(১) Wordsworth. Peele castle in a storm.

ঈশাই ঘৃণিতা সমাজপদদলিতা পাপীয়সীর হৃদয়ের নৈতিক পঙ্কিলতার মধ্যেও ভাবী পঙ্কজের ঘ্রাণলাভ ও শোভানুভব করিতে সমর্থ। আমরা যাহাকে অতীব কদর্য্য জ্ঞান করি, প্রেম সত্য সত্যই তাহার রূপ-রাশিতে বিমোহিত, তাহাকে সহস্র তারকার জ্যোতিতে মণ্ডিত, "Clad in the beauty of a thousand stars,১" দেখে। মানব-চরিত্রজ্ঞ কবি বলিয়াছেন যে, প্রেমিক রূপহীনেরও রূপের নেশাতে বিভোর, "Sees Helen's beauty in a brow of Egypt.২" প্রিয় বস্তুর "রূপের নাহিক ওর।৩" তৃষিত নয়নচকোর প্রিয় বস্তুর বদনেন্দুর জ্যোৎস্না-সেবনলালসায় এত উৎকণ্ঠিত হয় কেন?

প্রিয়তমের ভ্রূমধ্যে বা কপোলদেশে কোথায়ই বা "থির বিজুরির" মনোহারিত্ব ক্রীড়া করে? কৃষ্ণ ত্বকের কোন অংশেই বা "সুধাছানিয়া" বা "চাঁদ নিঙ্গাড়ি" রূপ-রাশি সঞ্চিত?

প্রেমের চক্ষে প্রিয় বস্তু অনুপম, অতুলন, "Blooms without a peer.৪" প্রিয় বস্তু আপনিই

(১) Marlowe. Dr. Faustus. (২) Shakespeare. M. N. D.
(৩) চণ্ডীদাস। (৪) Robert Burns. O Luve will venture in.

আপনার উপমান। জগতের মধ্যে এমন সুন্দর, এমন স্বর্গীয়, এমন মধুর ও এমন আপনার আর কিই বা আছে? প্রেম হৃদয়ের দ্বারা দেখে। হৃদয়ই উহার দর্শনেন্দ্রিয়। প্রণয়ীর চক্ষে প্রিয় বস্তু দেখ, উহা কতই রমণীয়! প্রণয়ী কবি প্রিয়জনের রূপ এই প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন,—

"O, my luve's like a red, red rose,
That's newly sprung in June :
O, my luve's like the melodie
That's sweetly play'd in tune.১"

—জুন মাসের সদ্যোজাত রক্তাভ গোলাব্-প্রসূনের ন্যায় সে মনোরম, এবং তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত-লহরীর ন্যায় সে চিত্তহারী। কবি অন্যত্র গাহিয়াছেন,—

"But to see her, was to love her ;
Love but her, and love for ever.২"

—তাহাকে দেখা ও তাহাকে ভাল বাসা একই কথা, কারণ তাহাতে একবার চক্ষু অর্পিত হইলে, উহা আর অন্য দিকে ফিরান যায় না, "নিমিখ নেহারি রহল

(১) Robert Burns. A red, red rose.
(২) Robert Burns. Ae fond kiss.

ধুয় নয়না,১" এবং তৎপ্রতি গভীর অনুরাগও কস্মিন্ কালে হৃদয় হইতে বিদূরিত হয় না। প্রেম-চক্ষু ব্যভিচারী নহে। উহা পরকীয়া ভূমিতে বিচরণ করে না। প্রিয় বস্তু প্রণয়ীর চক্ষে এমনই সুন্দর, এমনই মিষ্ট! তাহাই যদি না হইবে, তবে উহা বল-পূর্ব্বক চিত্ত অপহরণ করিবে কি প্রকারে? হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার রূপরাশির সম্মুখে নতজানু হইয়া প্রেমিক স্তুতি পূর্ব্বক বলেন,"হে প্রাণারাম! তোমাকে অর্চ্চনা করা আমার কর্ত্তব্য, আমার ধর্ম্ম।"

সৌন্দর্য্য-পিপাসু বিদ্যাপতি প্রিয়তমের সর্ব্বকান্তি-নির্যাস রূপলাবণ্য ও অঙ্গসৌষ্ঠব কি অমৃতময়ী মধুরকোমলকান্তপদাবলীতেই সুচিত্রিত করিয়াছেন!

"যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই।
তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই॥
যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি তরঙ্গ॥

* * *

যাঁহা যাঁহা নয়ন বিকাশ।
তাঁহি কমল পরকাশ॥

(১) বিদ্যাপতি।

যাঁহা লহু হাস সঞ্চার।
তাঁহা তাঁহা অমিয়া বিকার॥”

প্রেম প্রিয়বস্তুকে মধুময় দর্শন করে; তাহার চতুষ্পার্শ্বে এক দিব্য সুষমা, এক অপূর্ব্ব সুধাংশুজাল, এক বর্ণনাতীত মধুরিমা বিস্তার করে। প্রেমের অনুবীক্ষণ দ্বারা যাহা কিছু দেখ না, উহা সাতিশয় মনোরম বলিয়া প্রতিভাত হইবে। সাধারণ চক্ষু যথায় সৌন্দর্য্য-রেখা সন্দর্শন করিতে অক্ষম, প্রেম তন্মধ্যে সূক্ষ্মদৃষ্টি-পাত করিয়া সৌন্দর্য্য-রেখা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ। প্রেম কৃষ্ণ মেঘখণ্ডেরও চারিধারে রজতময়ী ও হিরণ্ময়ী ছটা বর্ষণ করে। উহার কিরণচুম্বনে নগ্ন অভ্রভেদী অচলশিখরও দীপ্তিমণ্ডিত হইয়া উঠে।

প্রেম বৈষম্য নাশ করে। প্রেম ভেদাভেদ দূর করে। ক্ষুদ্র বৃহৎ, ধনী নির্ধন, জ্ঞানী অজ্ঞান, এই সমুদায় শব্দ অপ্রেমের অভিধানেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রিয়জনের কণ্ঠধ্বনি, “সোই মধুর বোল,” শ্রবণকে স্পর্শ করিলে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-স্রোত ধমনীতে ধমনীতে তাড়িতবেগে প্রবাহিত হয়, তখন কি এক অমৃতধারা প্রাণকে পুলকিত করে। সে হর্ষ-জ্যোতি নয়নের বিমল স্নিগ্ধতা ও আননের সুন্দর

স্নায়ুকুঞ্চনের ভিতর দিয়া ক্ষরিত হয়। শিশুর সেই অর্দ্ধস্ফুট "পিক জিনি অমিয়া বাণী," সেই "বচন অমিয়া মিঠ" সর্ব্বদা জনকজননীর "হিয়ার মাঝারে জাগে।১" প্রিয়কণ্ঠসঙ্গীতের তুলনায় বিহঙ্গ কাকলী অসহ্য কর্কশতাপূর্ণা, যান্ত্র-সঙ্গীত-লহরী অমার্জ্জনীয়া বাচালতা। রসজ্ঞ শ্রবণ ব্যতীত কে উহার মাধুর্য্য-রস অনুভব করিতে পারে?

প্রিয়সঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তবিনোদন। উহা কতই সুমধুর! প্রেম অন্য কিছুই চাহে না, অন্য কিছুই ভাল বাসে না, কেবল যাহাকে হৃদয় অর্পিত হইয়াছে, তাহা-কেই চাহে। যে "বল করি চিত চোরায়ল,১" যে হৃদয় অপহরণ করিয়াছে, তাহারই সঙ্গ প্রেমের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সুখপ্রদ ও মধুময়। যাহাকে "হেরি হেরি না পূরল আশা," যাহাকে ছাড়িয়া "চলইতে চাহি চরণ নাহি যাব," তাহার সঙ্গ বিনা আর কিসেই বা জীবন জুড়াইবে? তাহার সহবাসে নরকও স্বর্গতুল্য হয়, দুঃখভারও আনন্দের সহিত বহন করা যায়।

স্কট্‌লণ্ডীয় কৃষক-সন্তান হৃদয়ের সংস্কৃত ভাষাতে বলিয়াছেন যে, প্রিয়তমের সঙ্গে সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা,

---

(১) বিদ্যাপতি।

ভয় ভাবনা আনন্দ মনে ও হাস্যমুখে বহন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করা যায়,—

"The warld's wrack we share o't,
The warstle and the care o't ;
Wi' her I'll blithely bear it,
And think my lot divine.১"

যাহা প্রিয় বস্তুর সহিত মিলিত করে, তাহাই সুখ, শান্তি, অমৃত ও জীবন। তাহা হইতে যাহা বিচ্ছিন্ন করে, তাহাই অসুখ, অশান্তি, গরল ও মৃত্যু। প্রিয়সঙ্গলাভে বিপদই সম্পদ, আবার প্রিয়-বিচ্ছেদ-জনক সম্পদই বিপদ। "সর্ব্ব সম্পদ তাহে মিলে, যখন থাকি তাঁর সাথ।২"

মানব যতক্ষণ ধর্ম্মের নিম্ন ভূমিতে, সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করে, ততক্ষণই পর্ণকুটীর ও রাজপ্রাসাদে স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ দেখিতে পায়। প্রেমরূপ বেলুনযোগে ধর্ম্মগিরির কিঞ্চিৎ উচ্চদেশে আরোহণ করিলেই, নিম্ন-ভূমির রাজমন্দির বল, অথবা দীন কাঙ্গালের কুটীর বল, সকল বস্তুই তাহার চক্ষে সমতুল্য হইয়া উঠে।

(১) Robert Burns. The winsome wee thing.

(২) শ্রীনরহরি [illegible]

প্রেম অবিনশ্বর। উহা অক্ষয়, অজর, অমর,
"পাষাণে জনু রেহা।[১]"

"টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদ্ভুত।
যৈছন বাঢ়ত মৃণালক সূত॥[১]"

উহাই সেই প্রাচীন বৈদিক গৃহস্থগণ কর্তৃক নিত্য-রক্ষিত হোমাগ্নি, উহাই সেই রোমীয়া কুমারীগণ কর্তৃক ভেষ্টামন্দিরে যত্ন-সংরক্ষিত পবিত্র বহ্নি। উহার পবিত্র শিখা নির্ব্বাপিত হয় না। "They sin who tell us Love can die.[২]"—প্রেম বিনষ্ট হইতে পারে ইহা মনে করাই পাপ। ভগবানের নিকট হইতে উহা আসিয়াছে, তাঁহারই দিকে উহার গতি, "From Heaven it came, to Heaven returneth.[২]" তরুলতাদির সূর্য্যালোকপ্রতি ধাবিত বিক্রমের ন্যায় সেই সবিতারই দিকে হৃদয়ের ভাব-মঞ্জরীর প্রসারণ।

প্রেম-সাগরে তরঙ্গ নাই, চঞ্চলতা নাই। উহা প্রশান্ত, গম্ভীর, নিস্তরঙ্গ, অমৃতসিন্ধু। যে প্রেম কখন আছে, কখনও নাই, যাহা জুয়ার ভাটার মত আইসে

(১) বিদ্যাপতি।

(২) Robert Southey. The curse of Kehama.

ও যায়, তাহা প্রেম নামেরই যোগ্য নহে। যিনি এই অমিয়-সাগরে অবগাহন করিয়াছেন, তিনিই জানেন উহার লহরীর 'কৈছন রীতি'। পূর্ণ প্রেমে জুয়ারই আছে, ভাটা নাই। প্রেম অতল গভীর, স্থিরা সৌদামিনী, অবাতকম্পিতা দীপ-শিখা। জগতের পরিবর্ত্তন আছে, কিন্তু প্রেমিক স্থির,—

"The world uncertain comes and goes,
The lover rooted stays.১"

প্রিয়বস্তুর উদ্দেশে কৃষক কবি বার্ণস্ গাহিয়াছেন,

"Till a' the seas gang dry, my dear,
And the rocks melt wi' the sun:
I will luve thee still, my dear,
While the sands o' life shall run.২"

—অর্থাৎ আজীবন তোমার প্রতি আমার প্রণয় অটুট রহিবে, এবং যাবৎ সমুদায় সাগর নীরশূন্য না হয়, এবং অরুণতেজে তুষারোষ্ণীষপরিহিত পর্ব্বত সমূহ দ্রবীভূত না হয়, তাবৎ আমি তোমাকে ভাল বাসিব ও তোমার প্রতি আমার অনুরাগও নিঃশেষিত হইবে না।

(১) R. W. Emerson. (২) Robert Burns. A red, red rose.

"পূরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদয়।
সুজনক 'প্রীতি' কবহুঁ দূর নয়॥১"

অশনিপাতে গিরিশৃঙ্গেরও বিচ্ছেদ হয় বটে, কিন্তু কোন বিপৎপাতে প্রেম-মিলিত দুইটী আত্মার যোগ ভগ্ন হয় না।

প্রেমে এক প্রাণ অন্য প্রাণকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করে। দুইটী বিভিন্ন বর্ণ মিলিয়া, যেমন, এক বর্ণ হয়, তেমনি দুইটী হৃদয়ের হরিহর সংযোগে এক অভিন্ন হৃদয় উৎপন্ন হয়। শরীর স্বতন্ত্র থাকে বটে, কিন্তু আত্মা স্বতন্ত্র থাকে না। "একই পরাণ বিহি কৈল ভিন ভিন দেহা।১" উভয়ের অস্তিত্ব একীভূত। "এক আত্মা দুই দেহ ধরি।২" প্রেমে বিয়োগে যোগ, "An union in partition,৩" এবং ভেদে অভেদ জন্মায়,—"দুই বস্তু ভেদ নাহি।২"

প্রেম-বিজ্ঞান অতীব বিচিত্র। রাসায়নিক উপকরণ সমষ্টির সঙ্গমে, যেমন, নানা নৈসর্গিক নয়নরঞ্জন ব্যাপার পরিদৃষ্ট হয়; সেইরূপ, দুইটী আত্মার একীকরণেও অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক শোভা পরিলক্ষিত হয়।

---

(১) বিদ্যাপতি। (২) কবিরাজ গোস্বামী।
(৩) Shakespeare. M. N. D.

একটী হৃদয় অন্য আর একটী হৃদয়ে ঢালিয়া দিলে, সৌরভ, সৌন্দর্য্য ও জ্যোতির্ম্ময় এক মিশ্র জীবন প্রস্তুত হয়। প্রেম-রসায়নে মিলন ও মিশ্রণেই সুখ ও সৌরভ উৎপন্ন হয়। বিচ্ছেদ ও অ-মিশ্রণেই দুঃখ ও দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়।

ব্যবধান থাকিলে যেমন দুইটী ভূতের রাসায়নিক সংমিশ্রণ হয় না, তেমনি উভয় হৃদয়ের মধ্যে তিল পরিমাণ ব্যবধান থাকিলে, দূর দূর ভাব থাকিলে, দুইটী হৃদয়ের সংযোগ হয় না। বারি ও তৈল বহুকাল একত্র অবস্থান করিলেও পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হয় না। বারি বারির সহিত ও তৈল তৈলের সহিত মিশে। সমস্বভাবাপন্ন ব্যক্তির সহিত হৃদয়ের যোগ হওয়া সহজ। প্রকৃতিগত ঐক্য পরস্পরকে পরস্পরের দিকে আকর্ষণ করে। এক ব্যক্তি যতই গুণবান্ হউন না কেন, তিনি যতবারই অন্য আর এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎকার ও তাহার নিকট প্রীতিদান প্রেরণাদির দ্বারা সখ্য সংস্থাপনের চেষ্টা ও যত্ন করুন না কেন, যদি তাঁহাদের প্রকৃতি সদৃশী না হয়, বা, উভয় আত্মার মধ্যে কোন রূপ

আধ্যাত্মিক নৈকট্য বা সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে কদাচই তাঁহাদের হৃদয়ের যোগ হইবে না।

তোমার ও আমার প্রকৃতি এক প্রকার হইলে, একবার দর্শনমাত্রেই তুমি আমাকে চিনিবে, এবং আমি তোমাকে চিনিব; তোমার হৃদয় দ্বার আমার নিকট খুলিবে এবং আমার হৃদয় দ্বার তোমার নিকট উৎঘাটিত হইবে। তখন তুমি আমার দর্পণ হইবে, এবং আমি তোমার দর্পণ হইব; তুমি আমাতে তোমার ছায়া দেখিবে, এবং আমি তোমাতে আমার ছায়া দেখিব। তুমি আমার ধ্যানেতে সুখ অনুভব করিবে, এবং আমি "তোহারি সমাধি" সুখে নিমগ্ন রহিব। ব্যথার ব্যথী না হইলে কেই বা ব্যথা বুঝিবে, কেই বা, এবং কেনই বা একে অন্যকে ব্যথা দেখাইবে? পূর্ব্বে অপরিচিত থাকিলেও মুহূর্ত্ত মধ্যে আমরা পরস্পরের পুরাতন ও সুপরিচিত বন্ধু হইয়া উঠিব এবং পরস্পরের দরদ্ বুঝিব।

সর্ব্বত্রই যে দুইটী হৃদয় সম্পূর্ণরূপে এক প্রকার না হইলে প্রেম জন্মে না, তাহা নহে। দুইটী হৃদয়ের মধ্যে অভাবাত্মক সম্বন্ধ থাকিলেও অনেক স্থলে প্রেম জন্মে। সাধু পাপীর প্রতি মমতাপন্ন। দুর্ব্বল

সবলকে ভাল বাসে। লতিকা বৃক্ষকেই জড়াইয়া ধরে। প্রকৃতি পুরুষে এবং পুরুষ প্রকৃতিতে প্রীত হয়েন। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনের সহিত সংযুক্ত হয়। গান্ধার মধ্যমেরও সত্তাতে মিশিয়া যায়। যখন একের অভাব অন্যের দ্বারা বিদূরিত হয়, যখন দুইটী স্বতন্ত্র স্বভাব মিল খায়, তখন অন্য মিলন হার মানিয়া যায়,—"None closer, elm and vine.১"

এইরূপেই সহজ প্রেম জন্মে। একবার দেখা-তেই দেখা হইল ও প্রেমাঙ্কুর জন্মিল। সাধারণতঃ প্রথম দর্শনেই হৃদয় আকৃষ্ট না হইলে, প্রথম পরিচয়েই অধ্যাত্ম সম্বন্ধ অনুভূত না হইলে, কখনই বা হয়? "Who ever loved that loved not at first sight.২" বিচারলব্ধ অনুরাগের জীবন বিচারেরই উপর নির্ভর করে।

বিভিন্ন যন্ত্রের বিভিন্ন তন্ত্রীর ঐকতান ঝঙ্কারে ব্রহ্মাণ্ড স্তব্ধ, জগৎ বিমোহিত। ভেদের মধ্যে ঐক্য, "'Likeness' in difference,১" এইরূপই মনোহারী!

---

(১) Tennyson. The Princess.

(২) Marlowe. Hero and Leander.

প্রেমের অঙ্কশাস্ত্র স্বতন্ত্র। এক একের সহিত সংযুক্ত হইয়া, দুই না হইয়া, একই হয়। বহু সম্মিলিত হইয়া একেই পরিণত হয়। এই প্রেম-গণিতের বিশেষত্ব এই যে, ইহার প্রারম্ভেই ভাগ, হরণ; শেষে যোগ, পূরণ। আত্মা হইতে আমিত্বের হরণই প্রেম। এই হরণই ইহার গুণন। একেরই উপর এই গণিতের ভিত্তি। একেতেই ইহার পরি-সমাপ্তি। একই ইহার যাবতীয় সংখ্যার গুণন ফল। ইহার সমীকরণ প্রক্রিয়া বড়ই কৌতূহলজনক। ইহা একেকে শূন্য দ্বারা ভাগ করে, বা, অহঙ্কার ও স্বার্থ-শূন্যতা দ্বারা অনন্ত ফল উৎপাদন করে।

যিনি আপনার জন্য কিছু রাখিতে চাহেন, তিনি শূন্যই লাভ করেন। যিনি আপনার জন্য কিছুই রাখিতে চাহেন না, তিনি অনন্ত ফল লাভ করেন। যিনি বড়, গুরু হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ছোট, হাল্‌কা হয়েন। যিনি ছোট হইতে পারেন, "আপনি নিরভিমানী, অন্যে 'দিয়ে' মান,[১]" তিনিই বড় হয়েন। ত্যাগের এমনই মহিমা!

প্রেম নিঃস্বার্থ। প্রেমের মধ্যে স্বার্থপরতার

(১) চৈতন্যচরিতামৃত। পরিবর্তিত আকারে।

পূতিময় দুর্গন্ধ নাই। একে অন্যকে দিতে চাহে, অন্যের নিকট কিছুই লইতে চাহে না। প্রেম নিজস্ব সমুদায় অন্যকে দিয়াই সুখী, দিতে পারিলেই সুখী। প্রেমিক প্রেম ভিন্ন অন্য কিছুরই প্রত্যাশা করেন না। এমন কি প্রেমের পরিবর্ত্তে অপ্রেম, সুখের বিনিময়ে দুঃখ পাইলেও তাঁহার অনুরাগ খর্ব্বিত হয় না। প্রেমিক দেউলিয়া। তাঁহার নিজের কিছুই নাই। তিনি প্রিয়তমকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করেন। বস্তুতঃ দুঃখ ব্যতীত প্রিয়জনকে তাঁহার অদেয় আর কিছুই নাই। হৃদয়ের যাতনা ব্যতীত প্রিয়তমের নিকট গোপন করিবার কিই বা তাঁহার আছে? প্রেমিক প্রিয়জনকে বলেন,—

"Thou knowest my mirth, but not my moan.[১]"

—তুমি আমার হাস্য দেখিতে পাও—আমার দীর্ঘ নিশ্বাস শুনিতে পাও না—কারণ, আমি তাহা তোমাকে শুনিতে দি না। তিনি প্রাণাৎ প্রিয়তরকে বলেন,—

(১) Gascoigne. A strange passion of a lover.

"Having given
So much, what is there for me to refuse ?[১]"
—হে প্রিয়তম! এত দিয়াও তোমাকে আর আমার অদেয় কিই বা আছে, বল ?

প্রেমিকের হৃদয়টুকু পর্য্যন্ত যে তাঁহার প্রিয়তমের! তথায় আর অপর কোন প্রাকৃত জনের দাঁড়াইবার স্থান নাই। প্রেমিকই সন্ন্যাসী। তাঁহার ধন জন, দেহ মন, হৃদয় ও আত্মা সকলই যে তাঁহার প্রিয়তমের হস্তে চিরদিনের তরে ন্যস্ত! প্রিয়তমই যে তাঁহার সমগ্র হৃদয় ব্যাপিয়া রহিয়াছেন!

"আমি" প্রেমের কেন্দ্র নহে। "তুমি" প্রেমের কেন্দ্র। প্রেমের অভিধানে "আমি, আমার," এ সমুদায় শব্দ নাই। কেবল "তুমি, তোমার" ব্যতীত অন্য কোন শব্দই খুজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাতে কেবল "তুমি" শব্দটীরই যত অর্থ, যত ভাব, ও যত রূপান্তর ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

প্রেম ভিন্ন "নির্ব্বাণ" কোথায় ? মহাপ্রাণ শাক্যসিংহ প্রেম-নির্ব্বাণ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি কেবল নির্ব্বাণ প্রচার করেন নাই। তিনি কেবল

(১) Goethe. Faust.

প্রেমও প্রচার করেন নাই। প্রেমেতে আত্ম-সুখেচ্ছার নির্ব্বাণ ব্যতীত অসুখ, অতৃপ্তি ও অশান্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। তদ্ভিন্ন অমৃতত্ব লাভের আর কিই বা উপায় আছে? প্রেম আত্মার "অহং" নষ্ট করে। "আমিত্ব" "তোমাতে" মিশিয়া যায়। গভীর প্রেম-কাননে বিচরণ করিতে গিয়া আত্মা আপনাকে হারাইয়া ফেলে।

প্রেমের নিকট কখনও দুঃখই সুখ, আবার সুখই দুঃখ। প্রেমিক প্রিয়তমের জন্য মরিতে হইলেও বাঁচেন। মৃত্যুর মধ্যে তিনি জীবনই দেখিতে পান। অন্যে দুঃখ, ক্লেশ ও মৃত্যুকে কালসর্প জ্ঞানে দূরে পরিহার করিতে অভিলাষ করে। তিনি তাহাকে কণ্ঠের প্রিয় হার ও মস্তকের মুকুট করেন।

প্রেমিকের স্বভাব সূর্য্যমুখী পুষ্পের ন্যায়। প্রিয় বস্তু যে দিকে, তাঁহার প্রাণও সেই দিকে। যতক্ষণ তাঁহার অন্তরাকাশে সেই প্রেমের সূর্য্য উদিত থাকেন, ততক্ষণই তাঁহার দিবস। প্রিয়তমের মুখজ্যোতি নয়নের অন্তরাল হইলেই, জগৎ তাঁহার চক্ষে অনন্ত ও নিবিড় তমোজালে সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়। তখনই তাঁহার রজনী। "তা বিনে রাতি, দিবস নাহি

ভাবই।[১]" তখনই তাঁহার প্রফুল্লতা ও উৎসাহ অস্তমিত হয়। তখনই তপনবিরহবিধুরা অবনতবৃন্তা সূর্য্যমুখীর ন্যায় তাঁহার মুখারবিন্দ ম্লান ও অবনত হয়।

প্রেমের চক্ষে একই সর্ব্ব, একই অনন্ত; অন্য সমুদায়, যেন, শূন্য, নাস্তি। "The many are naught, the one is all.[২]" প্রেমিকের নয়নে সমগ্র জগৎ প্রিয়বস্তু অপেক্ষা ওজনে হাল্‌কা।

প্রেমিক এক ব্যতীত দুই বস্তু জানেন না। সেই এক বস্তুই তাঁহার হৃদয়ের ধন, তাঁহার "সরবস নয়নেরি তারা,[৩]" তাঁহার—

"হাতক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥[১]"

একমাত্র তিনিই কেবল "একমেবাদ্বিতীয়ং" বলিতে পারেন। "ব্যভিচারিণী দুনিয়ার[৪]" সে অধিকার কোথায়? প্রেমিক নানকই গাহিতে পারেন,—

(১) বিদ্যাপতি। (২) Parmenides?
(৩) হরিদাস। (৪) কবীর।

"যাঁহা ম্যয়্ দেখা, তুহি নজর্ আয্যা,
যো কুছ্ হেয়্, সো তুহি হেয়্।"

প্রেমিকই প্রকৃত অদ্বৈতবাদী! তিনিই যথার্থ পরমহংস। তিনিই প্রকৃত 'আনল্ হক্'। আর কেই বা অদ্বৈতবাদী হইতে পারেন, দ্বৈতভাব নাশ করিতে পারেন? জ্ঞানীর অদ্বৈতবাদ ভ্রান্তিপূর্ণ। প্রেমিকের অদ্বৈত ভাবই অভ্রান্ত সত্য।

প্রেমরাজ্যে অধীনতাই স্বাধীনতা। যিনি প্রেমের অধীন, তিনিই স্বাধীন। অন্য কে আর তাঁহার উপর আধিপত্য করিতে সক্ষম? যিনি তাঁহার হৃদয়ে রাজত্ব করেন, তিনি যে তাঁহারই সত্বাংশ, উভয়ই এক অভেদ বস্তু। প্রেমের দেশে,—

"যাঁহা চন্দ্ সূরজ নহি ভাঁওবে,
দুঃখ তাপ নহি পাঁওবে,
যাঁহা নহি জমিন্ আস্মানা,[১]"

—সে রাজ্যে স্বাধীনতাতে সুখ নাই, অধীনতাতেই সুখ। সে মহোচ্চ দেশে রাজতন্ত্রই প্রজাতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্রই রাজতন্ত্র; প্রজা রাজার অধীন এবং রাজা প্রজার অধীন, "দোঁহে দোঁহার সখা, প্রেমে মাখা মাখা।[২]"

---

(১) গুরু নানক। (২) শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

সেখানে দাসত্ব ও প্রভুত্ব. প্রভুত্ব ও দাসত্ব একই কথা। দেওয়ান্ হাফেজের প্রার্থনা শ্রবণ করুন,—

"সেই কুঞ্চিত কুন্তল হইতে হাফেজ যেন মুক্ত না হয় ; যেহেতু, তোমার ফাঁদে যাহারা বদ্ধ, তাহারাই মুক্ত।"

প্রেমদান করিবার ক্ষমতাই আত্মার শ্রেষ্ঠ ও প্রধান অধিকার। যিনি প্রকৃতরূপে অপরকে ভাল বাসিতে পারেন, তিনিই আপনাকে যথার্থরূপে ভাল বাসিতে জানেন। যিনি প্রকৃতরূপে অন্য কাহাকেও ভালবাসিতে পারেন না, তিনি যথার্থ ভাবে আপনাকেও ভালবাসেন না।

প্রেমই আত্মার পরম ঐশ্বর্য্য। এই মূল ধনের উন্নতির দিকে দৃষ্টি ও যত্ন থাকিলে, কোনও কালেই আত্মার দারিদ্র্য উপস্থিত হয় না।

প্রেমই আত্মার পরিমাপক। কাঁহারও আত্মার ওজন কত দেখিতে হইলে, দেখিব তাঁহার কতটুকু প্রেম আছে, কতটুকু সহানুভূতি আছে। তাঁহার ব্যাঙ্কের খাতায় মোট্ কত জমা আছে, বা সমাজে কত সম্ভ্রম প্রতিপত্তি আছে, বা কত সহস্র গ্রন্থের বিদ্যা উদরস্থ করিয়াছেন, তাহা দেখিব না ; তাঁহার

রূপ যৌবন, বা অন্য কিছুই দেখিব না—দেখিতে প্রবৃত্তিও হয় না—কেবল দেখিব যে, তাঁহার হৃদয়ে কতটুকু মিষ্টতা, কতটুকু অকপটতা আছে। আমরা প্লেটোর মস্তিষ্ক, নেপোলিয়নের গৌরব ভুলিব, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের মিষ্টতা ভুলিতে পারিব না। আমরা স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যা প্রভৃতি সমুদায় বিষয় অনায়াসে বিস্মৃত হইব—বিস্মৃত হইতে পারিব,—কিন্তু তাঁহার সেই প্রেমোজ্জ্বল সস্মিত মুখারবিন্দ ইহকালে বিস্মৃত হইব না,—হৃদয়পটের সে দিব্যোজ্জ্বল ছবি কখনও ম্লান হইবে না, হইতে পারেও না।

প্রেমই মহত্বের পরিমাপক। কোনও ব্যক্তির মানসিক প্রভৃতি যত প্রকারই ঐশ্বর্য্য থাকুক না, প্রেমধনে ধনী না হইলে, তিনি নিতান্তই কৃপার পাত্র। তাঁহার বড় বড় নাম, বড় বড় কথা দূরে রাখিয়া দিব। যদি প্রেমাভাব থাকে, তবে তাঁহার ন্যায় দারিদ্র্য, তাঁহার ন্যায় পদার্থহীনতা, আর কাহারই বা আছে? প্রেমই একমাত্র পদার্থ, একমাত্র সার বস্তু—জীবনে, সংসারে, পৃথিবীতে, ব্রহ্মাণ্ডে, পরলোকে। ইহা যদি না থাকিল, তবে মানবের সকল গুণই বৃথা।

এবং সে অসার—অপদার্থ। আমরা তাহার "ভেক-কোলাহল[১]" শুনিতে চাহি না। প্রেম ব্যতীত সকলই বৃথা। আমরা ইতিহাসের সমুদায় ঘটনাবলী ভুলিব, দুর্ধর্ষ ভারতবিজেতা সম্রাটকে ভুলিব, কিন্তু তৎকর্ত্তৃক মৃগয়াকৃত হরিণ-শিশুর স্বীয় জননীর প্রতি তৃষ্ণাপূর্ণ সকরুণ নেত্রপাত ও অহ্বানধ্বনি এবং তদীয় জননীর সন্তানবিচ্ছেদজনিত-ব্যাকুলতাপূর্ণ অধীরতা ও মুহুর্মুহু সজল কটাক্ষপাত[২] বিস্মৃত হইতে পারিব না। আমরা বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদ, ও চৈতন্যের হৃদয় ব্যতীত তাঁহাদের বিষয় আর সকলি ভুলিব। হৃদয়েই বুদ্ধের বুদ্ধত্ব, ঈশার ঈশাত্ব, মহাদেবের মহাদেবত্ব। হৃদয়ের মহত্ত্বের বৃত্তান্ত, প্রেমের গৌরবের ইতিহাস হীর-কাক্ষরে হিরন্ময়পত্রে অঙ্কিত হইয়া হইয়া জগদীশ্বরের হিরণ্ময় মন্দিরে অতীব যত্ন ও আদর সহকারে মহোচ্চপদারূঢ় দেবগণ কর্ত্তৃক মহামূল্য নিদর্শনপত্র-রূপে সংরক্ষিত হইবে।

প্রেমই জীবনের পরিমাপক। কেশের ধবলতা বা চিন্তার আধিক্য জীবনের তত পরিচায়ক নহে।

(১) চৈতন্যচরিতামৃত। (২) Elphinstone. History of India. p 320. Foot-note.

প্রেম ও হৃদয় দ্বারা পরমেশ্বর ধর্ম্মের ও জীবনের পরি-মাণ করেন। সরোরুহের পক্ষে সৌরভ যাহা, সুধাকরের পক্ষে চন্দ্রিকা যাহা, ধর্ম্ম ও জীবনের পক্ষে প্রেমই তাহা। দীন, হীন, অসহায়, ও দুঃখভারে নিষ্পেষিত অনাথ ব্যক্তিগণের জন্য যে হৃদয় অতি গোপনে অকৃত্রিম অশ্রুকণা বিসর্জ্জন করিয়াছে, যে নয়ন আজন্মকৃত পাপপুঞ্জের জন্য একটী মাত্রও অকৃত্রিম অশ্রুবিন্দুতে সুশোভিত হইয়াছে, প্রেমবন্দী জগৎ-পাতা কখনও তাঁহার সেই প্রিয় ও দুর্লভ বিলাস-ভবন পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয়েন না। প্রেমবিহ্বল ঈশা ও চৈতন্য প্রভৃতি সাধুগণের জীবনের এক দিবসের কতই মূল্য, কতই গুরুত্ব? তাহার সহিত আমাদের জীবনের শত সহস্র বর্ষেরও তুলনা হয় না।

যেখানে প্রেম, সেইখানেই বিয়োগের মৃত্যু, এবং যোগ, শক্তি ও জীবনের প্রারম্ভ। যেখানে অপ্রেম সেইস্থানেই যোগের অভাব, ও দুর্ব্বলতা এবং মৃত্যু। চূর্ণ, যে প্রকার, বালুকাকণাসমূহকে মিলিত করিয়া প্রস্তরবৎ দৃঢ় করে, প্রেম, সেই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিসমূহকে সংশ্লিষ্ট করিয়া মহাশক্তিপুঞ্জ উৎপন্ন করে। ইতিহাসের প্রতি পত্রেই এই সত্যের

ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে—সমাজের প্রাত্যহিক ঘটনাবলী এই সত্যেরই জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

মহাত্মা মহম্মদ্ প্রেম ও বিশ্বাসে মিলিত করিয়া কাননচারী ও মরুবিহারী অসভ্য আরব্জাতিকে কি এক অদম্য শক্তিই প্রদান করিয়াছিলেন! তাহার প্রতাপে রোমীয়া কেপিটোলাইন্-পর্ব্বতমালা কম্পিতা হইয়াছিল, ফরাশিস্ সম্রাটের মুকুট খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল এবং আব্রহ্ম-ভারতবর্ষ চূর্ণীকৃত হইয়াছিল। এখনও পর্য্যস্ত ভারতভূমি সেই বিনাশ-মন্ত্র-সাধনকারী সমাজকম্পের হস্ত এড়াইতে পারে নাই। সহসা এ শক্তি আরব্গণের মধ্যে কোথা হইতে আসিল? প্রেম ও বিশ্বাস হইতে! এমনই "তার বিক্রম!"

যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর তমোরাশি ভেদ করতঃ কুসংস্কার-ঘনাবলীর সহিত সংগ্রাম পূর্ব্বক আধুনিক সভ্যতা ও বিজ্ঞানের প্রাতঃরশ্মি য়ুরোপখণ্ডে ক্ষীণ আভা বিকিরণ করিতে লাগিল, তখন সেই পাশ্চাত্ত্য সমাজরঙ্গভূমিতে আর এক অভূতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব অভিনয় মানবজাতির নয়নগোচর হইল। ফরাশিস্‌জাতি

প্রেমরজ্জুতে ও একতা-বন্ধনে সম্বদ্ধ হইয়া কি এক অমানুষিক শক্তি প্রকাশ করতঃ কত ক্রীড়াই করিল! সমাজে কি এক তরঙ্গ উঠিল, যাহার ঢেউ এখনও আমাদিগের দ্বারে ঘাত ও প্রতিঘাত করিতেছে!

গ্রীক ও রোমক জাতি এক কালে স্বদেশ-প্রেমের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ইতিহাসে কি অক্ষয় কীর্ত্তিই রাখিয়া গিয়াছেন! কিন্তু আবার সেই মৃতসঞ্জীবনী প্রীতিরই অভাবে উহাদের একদিন কি হীন দশাই না ঘটিয়াছিল!

যে দিন শাক্য সিংহ বাসনার নির্ব্বাণকামনায় ও জরা মৃত্যু প্রভৃতির গ্রাস হইতে নিষ্কৃতিলাভেচ্ছায় পতিপ্রাণা গোপাকে পরিত্যাগ করতঃ রাজৈশ্বর্য্যে নিস্পৃহ হইয়া মুক্ত অনাদি গগনতলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং মনোরাজ্যের অন্তরতম প্রদেশে আত্মার নির্জ্জন কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞান ও প্রেম যোগে উপবিষ্ট হইলেন এবং গভীর সমাধি-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, সেই শুভদিনে ভারতসমাজগর্ভে এক অলৌকিক শক্তিবীজের সঞ্চার হইল। ভারতের ভাগ্যে পূর্ব্বে কখনও সে দিন আইসে নাই, ভবিষ্যতে যে আর শীঘ্র তাহা আসিবে, তাহারও কোন লক্ষণ বা

আশা নাই। সেই দিন সহসা প্রলয়মেঘের অবগুণ্ঠন অপসৃত করিয়া ভারতাকাশে বিদ্যুল্লতা চমকিয়া উঠিল এবং বজ্রহাস্যে সমগ্র প্রাণি-জগৎকে জানাইল যে, “তোমরা আর হাহাকার করিও না। ধৃতবুদ্ধশরীর প্রেম মহীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অচিরেই নির্ব্বাণ ও অহিংসাধর্ম্ম প্রচারিত হইবে এবং তোমাদের শোক তাপের জ্বালার নির্ব্বাণ হইবে।” আকাশের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত, এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত এই ধ্বনি ও ইহার প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। সম্বোধিত শাক্যসিংহ এই গ্রীষ্মপ্রধানদেশে যে স্নেহ-ময়ী প্রেমলতিকা প্রতিষ্ঠিত করিলেন, সেই নিত্যনব-কুসুমিতা প্রেমবল্লরীর সুখদা ছায়াতে আজ কতই অগণ্য নরনারীর ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত আত্মা বিশ্রাম-লাভ করিতেছে! সেই প্রেমমঞ্জরীর পল্লব এবং উপ-পল্লবের আশ্রয়ে “চীন হইতে পেরু” পর্য্যন্ত সমুদায় মানব আজ সুখে বিশ্রাম করিতেছে!

গৌরাঙ্গ প্রভৃতি প্রেমিকগণ যেন আজ বঙ্গীয় সমাজে উপস্থিত থাকিয়া এই সত্যেরই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন!

—যে পরিবারে সকলেই বিশুদ্ধ প্রেম-ডোরে বাঁধা,

তাহা কতই সুখের স্থান। উহাই মর্ত্ত্যে স্বর্গধাম। সেখানে বিবাদ বিসংবাদ নাই,—দ্বেষাদ্বেষি নাই,—অমঙ্গল কামনা নাই,—কেবলই আনন্দ, হাসিখুসি, মঙ্গল-ইচ্ছা ও শুভানুষ্ঠান। সেখানে কেবল দেব-ভাবেরই স্ফূর্ত্তি।

প্রেম দূরত্বহারী। উহা দূরকে নিকট করে। প্রেমের পরিমাণে বহু যোজন অতি নিকট। আবার প্রেমের অভাবে, এক হস্তই শত যোজন।

প্রেম-মিলিত দুইটী ব্যক্তি পরস্পর হইতে দূরে অবস্থান করিলেও পরস্পরের অতি সমীপস্থ। প্রেম-মিলিত না হইলে, একত্রে থাকিয়াও মানুষ পরস্পর হইতে বহু দূরে অবস্থান করে। প্রেমাভাব বশতঃ মানবাত্মা অন্তরস্থ পরমাত্মাকেও জানিতে বা তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না।

প্রেমের গণনায় বিংশতি বৎসর এক মুহূর্ত্ত,—আবার এক মুহূর্ত্তই এক যুগ।

প্রেম দেশকালকে নাশ করে। কে বলিল যে, আত্মা দেশ ও কালের প্রাচীরে আবদ্ধ? যেখানে প্রেম বর্ত্তমান, সেখানে দেশ নাই, কাল নাই। যেখানে প্রেম নাই, সেইখানেই দেশ ও কাল। দেশ ও কাল মনকে

সীমাবদ্ধ করিতে পারে, হৃদয়কে পারে না। মিলনের সময় অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল প্রেম-তুফানে ডুবিয়া যায়,—"Was, and is, and will be, are but is;[১]" এবং অনন্ত আকাশও প্রেম-মগ্ন হয়। আত্মা সে সময় দেশ ও কালকে ছাড়াইয়া উঠে। যে হৃদয় অনন্ত পরমাত্মার আধার,—বিলাসপ্রকোষ্ঠ,—তাহার কি সীমা আছে? না, তাহার সীমা হইতেই পারে? আকাশ ও হৃদয়ের অসীমতার সীমা কে নির্দ্দেশ করিবে? সে অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে কে তলাইবে?

প্রেম বিজন স্থানকে সজন করে এবং সজন স্থানকে বিজন করে।

প্রেম-পথ কণ্টকাকীর্ণ। উহা পুষ্পাচ্ছাদিত নহে—মক্‌মলের ন্যায় মসৃণ নহে। "The course of true love never did run smooth.[২]" যিনি কেবল সুখ-শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রার সুকোমল ও সুশীতল ক্রোড়ে আরাম করিতে চাহেন, তিনি এই ক্ষুর-ধার-নিহিত দুর্গম পথের পথিক হইতে পারেন না। বিন্দু-মাত্র প্রেমবারি পান করিলে, সিন্ধু-পরিমাণ অশ্রুপাত করিতে হয়।

(১) Tennyson. The Princess. (২) Shakespeare. M. N. D.

যিনি সুখাভিল[illegible] সুখ-লাভে বঞ্চিত। যিনি প্রেমাভিলাষী, প্রেম[illegible]রী, তিনি সুখকে তুচ্ছ করেন, কিন্তু সুখ তাঁহাকে অন্বেষণ করে,—আলিঙ্গন করে।

প্রেম-সরোজ কণ্টক-বিজড়িত। প্রেমিক ঈশা কণ্টক-মুকুটে বিভূষিত। যিনি প্রেম-কলিকা আহরণ করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু উহার কণ্টকাঘাত সহ্য করিতে অভিলাষ করেন না, তিনি প্রেমের রহস্য কিছুই জানেন না, বুঝেন না। যিনি সর্ব্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করিতে ও প্রিয়জনের ইচ্ছায় স্বীয় ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত নহেন, তিনি প্রেমিক বলিয়া অভিহিত হইবারই যোগ্য নহেন,—"Whosoever is not ready to suffer all and to stand resigned to the will of his beloved, is not worthy to be called a lover.১" যিনি প্রেমকে "মরণ অধিক শেল" বলিয়াছেন, তিনি প্রেমের চোটে আহত হইয়া জানিয়াছিলেন যে, সুখের জন্য যিনি প্রেম অন্বেষণ করেন, "দুখ যায় তার ঠাঁঞি।২" রাঢ়গৌরব চণ্ডীদাস সুখ-মরীচিকা-অন্বেষণকারী প্রণয়ীর আক্ষেপোক্তি কি সুমিষ্ট ভাষাতেই বর্ণন করিয়াছেন,—

(১) Thomas-a-kempis. (২) চণ্ডীদাস।

"সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু,
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল ॥

* * * *

শীতল বলিয়া, ও চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি ॥
উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, দারিদ্র্য বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে ॥
নগর বসালেম, সাগর বাঁধিলেম,
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল,
অভাগীর করম দোষে ॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু,
বজর পড়িয়া গেল ॥"

প্রেম আত্মমেধ। প্রেম অতি কৃচ্ছ্রসাধন। প্রেমিক অগ্নি-উপাসক। প্রেমিক অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত, অগ্নিতে স্নাত, অভিষিক্ত। প্রেমময় তাঁহার অভিষেককারী।

তিনি ব্রহ্ম-দীক্ষা লাভ করিয়াছেন। তিনি কাপালিক। মহামাংস বলিদানেই তাঁহার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। প্রিয়তমের প্রেমের হস্তে আহত হইয়া তিনি রুধির-স্রোতে স্নাত হয়েন। বিন্দু বিন্দু করিয়া সেই উষ্ণ হৃদয়-শোণিত প্রেমাগ্নিতে আহুতি দিয়া তিনি স্বীয় ইষ্ট দেবতার পূজা করেন।

প্রেম না জন্মিলে আত্মার বিকাশই হয় না। উহার অঙ্কুর হইবামাত্র, আত্মার যৌবনের আরম্ভ হয়। এই যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমিকের বহিরঙ্গেরও শোভা ফুটিয়া উঠে।

প্রেম বৃদ্ধকে নবীন করে। যিনি প্রেমেতে প্রবীণ, তিনি নিত্যনবীন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার যৌবন বর্দ্ধিত হয়; তিনি আর বার্দ্ধক্যের অধিত্যকায়, "Into the vale of years,[১]" অবতরণ করেন না। কাল তাঁহার ললাটে রেখা অঙ্কিত করিতে পারে না। নবীন প্রেমিকের প্রেম-গুঞ্জন বড়ই মধুর, কিন্তু প্রেম-প্রবীণ হৃদয়ের নীরবতা আরও গম্ভীর অথচ সুমধুর। আত্মা-ভৃঙ্গ প্রেম-পীযূষ পানে যতই রত হয়, ততই উহার গুঞ্জন ক্রমশঃই হ্রাস পাইতে থাকে, এবং সে অবশেষে

(১) Shakespeare. Othello.

সেই মধুর নেশাতে বেহুঁস ও নীরব হইয়া পড়ে। নবীন প্রেমে মত্ততার উল্লাস আছে। প্রবীণের সে যৌবন-সুলভ উল্লাস কোথায়? তাঁহার আত্মাতে কোন নিকৃষ্ট ধাতু নাই। উহা খাঁটি, নিখুঁৎ। "প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।[১]" অমরগণ আত্মার ঘনতা, গভীরতা ভালবাসেন; তরলতা, মত্ততা ভালবাসেন না,—

"The Gods approve
The depth, and not the tumult, of the soul.[২]"

নবীন প্রেমিকের চক্ষে প্রেম প্রথমে সহজ বোধ হয়, কিন্তু তাঁহার কেশ যতই ধবলতা প্রাপ্ত হয়, তিনি ততই বুঝিতে পারেন যে, মক্ষিকার দংশন ব্যতীত মধু আহরণ করা যায় না। প্রেমিক হাফেজ এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন যে, "প্রেম প্রথমে সহজ বোধ হইয়াছিল, কিন্তু পরে বহু সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে।"

প্রেম আত্মা-তরুর পারিজাত কুসুম। উহা নিরতিশয় সুন্দর, কোমল ও সৌরভময়। পুষ্পিত বৃক্ষলতা কুসুম-দামে সুশোভিত হইলে, যেমন তাহার সৌরভ ও শোভাতে জগৎ বিমোহিত হয়, তেমনি প্রেম-বসন্তের

(১) কবিরাজ গোস্বামী। (২) Wordsworth. Laodamia.

সমাগমে মানব-হৃদয় পুষ্পিত হইলে, তাহার শোভা ও ঘ্রাণে সংসার পরিপূরিত হয়, ভব-মরুও আমোদিত হয়।

প্রেমে সকলেই সুখী। কি পশু, কি মানব, কি শিশু, কি প্রৌঢ়, সকলেই প্রেমের ভিখারী। উত্তপ্তা ধরণী, যে প্রকার, বারিধারার জন্য লালায়িতা থাকে, সেইরূপ জীবকুল প্রেম-তৃষ্ণাতে ব্যাকুল। তৃষ্ণাতুর মৃগকুল যেমন নির্ঝরের অন্বেষণে ঊর্দ্ধশ্বাসে লোল-জিহ্ব হইয়া মরুপ্রদেশে ছুটিয়া বেড়ায়, তেমনি প্রেম-পিপাসু জীব ঘনবিক্রমসমাচ্ছাদিত প্রস্তরভেদী দুর্নিরীক্ষ্য প্রেম-প্রস্রবণের উদ্দেশে ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়ায়।

ভৌতিক জগতে আকর্ষণী শক্তি যেমন একটী তারকাকে অপর একটী তারকার সহিত বিনা সূত্রে গ্রথিত করিয়া গ্রহশশীতারকামালা শূন্যে নিরালম্ব রাখিয়াছে, প্রেম তেমনি একটী হৃদয়কে অন্য একটী হৃদয়ের সহিত অদৃশ্য রজ্জুতে বাঁধিয়া আমাদিগকে সংসারশূন্যে স্থিরভাবে অবস্থান করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

প্রেমবারি উৎসারিত হইয়া মানব-হৃদয়-মরুর কিয়ৎ অংশকে তরুলতার শ্যামল স্নেহ ও সুশীতল ছায়া দ্বারা

আচ্ছাদিত না করিলে, সংসার কি উত্তপ্ত ও ভীষণ স্থানই হইত! সংসার-মরুর মাঝে প্রেমই একমাত্র ছায়াপ্রদ বৃক্ষ, "A sheltering tree.১" প্রেমহীন জীবন ছায়াশূন্য মরুর সদৃশ। (সন্তানের জন্য জননী-হৃদয়ে সুধাময় স্নেহনীরের উৎস ছুটিতেছে, তাই জীব-প্রবাহ রক্ষা পাইতেছে, মানুষ মানুষ আছে, সমাজ টিকিয়া রহিয়াছে। রোগ শোকের জ্বালাতে জীব ছট্‌ফট্ করিয়া বিনষ্ট হইত, যদি অমৃতময় প্রেম-সলিল সব দাহ জ্বালা ধৌত করিয়া না দিত। মনুষ্যত্ব হইতে প্রেম বাদ দিলে, মানব পশু অপেক্ষাও হিংস্র ও জঘন্য, "Than the brute beast a beastlier brute,২" হইত।

প্রেমে ব্রহ্মাণ্ড নিমগ্ন রহিয়াছে, "প্রেমে নিমগন নিখিল নীরব,৩" বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, চন্দ্র সূর্য্য ছুটিতেছে। এক প্রেম-সূত্রেই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে।

প্রেম সুবৈদ্য। উহার প্রলেপ আশ্চর্য্যরূপে দেহ মনের উপর কার্য্য করে। উহার হস্ত দেহ স্পর্শ করিলে গাত্র-দাহের উপশম হয়। প্রিয়জনের আলাপে রুগ্ন দেহ মনও কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হয়। প্রেম ঔষধের সাহায্য

(১) S. T. Coleridge. Youth and age. (২) Goethe. Faust.
(৩) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

করে। ঔষধ অপেক্ষা সুচিকিৎসকের প্রফুল্ল বদন ও সস্নেহ ব্যবহার রোগীর পক্ষে অধিকতর উপকারী।

প্রেম দুঃখ জ্বালাকে ভাগ করে, এবং সুখ সম্পদকে গুণ করে।

"Mighty love would cleave in twain
The lading of a single pain.[১]"

অংশীদার না থাকিলে প্রকৃত সুখভোগ হয় না। সুখের অংশীদার আছে,—"Happiness was born a twin.[২]" কবি সুখের অংশীদার না পাইয়া এইরূপে হৃদয়ের শূন্যতা প্রকাশ করিয়াছেন,—

"Often have I sighed to measure
By myself a lonely pleasure,
Sighed to think I read a book,
Only read, perhaps, by me.[৩]"

প্রেম অন্ধ। প্রেমিক তাঁহার প্রিয়জনের ত্রুটি দেখিতে পান না।

কে বলিবে যে, মিলন-সুখ অধিক, না, বিরহ বিচ্ছেদের যন্ত্রণা অধিক? "প্রিয়-বিরহ-যন্ত্রণা এরূপ

(১) Tennyson. In Memoriam. (২) Byron. Don Juan.
(৩) Wordsworth. To the Small Celandine.

এক যন্ত্রণা যে, তাহার চিকিৎসায় যতই যত্ন করিবে, ততই উহা বৃদ্ধি পাইবে।[১]" বিচ্ছেদ প্রেমকে বৰ্দ্ধিত করে, এবং প্রেমিক "মিলন-অমৃত-ধারে" "সব বিরহ বিচ্ছেদ[২]" ভুলিয়া যান। কলহান্তরিত প্রণয়িগণের মিলন বড়ই সুখকর। ইংরাজ কবি প্রেম-ঘনতাবৰ্দ্ধন-কারী কলহের মহিমা এইরূপে কীৰ্ত্তন করিয়াছেন,—

"And blessings on the fallings out
That all the more endears.[৩]"

বিরহ-যন্ত্রণায় জৰ্জ্জরিত হৃদয়ের মৰ্ম্মস্পর্শী বিরহ-সঙ্গীত শ্রবণ করিলে কাহার না চিত্ত আর্দ্র ও করুণ-রসে আপ্লুত হয়? যখন সহসা নিঃসঙ্গিনী বিরহ-বিধুরা পাপিয়া-বধূ বন উপবন, নগর প্রান্তর কম্পিত করিয়া বাপী-তট, তড়াগ-প্রান্ত ও নদী-সৈকত মাধুৰ্য্য-রস-বর্ষণে প্লাবিত করিয়া, থাকিয়া থাকিয়া প্লুত ও নিকষা-শ্রুত মৰ্ম্মভেদী যাতনাময় পিপাসাপূর্ণ বিলাপ-সঙ্গীত গাহিয়া উঠে, তখন তন্দ্রাভিভূতা চকিতা প্রতিধ্বনি-সুন্দরী শৈবালময় পর্য্যঙ্ক ব্যস্তভাবে পরিত্যাগ করতঃ সহানুভূতি পূৰ্ব্বক তাহার বিলাপধ্বনিতে যোগদান

(১) হাফেজ। (২) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(৩) Tennyson. The Princess.

করে, ও গগন মেদিনী সেই তীব্র-মধুর সঙ্গীত-ধারাতে আচ্ছন্ন, প্লাবিত এবং পরিপূরিত করে। তড়িল্লতার ন্যায় তাহা শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইলে কাহার না প্রাণ শিহরিয়া উঠে ও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বাহ্য প্রকৃতির উপরেও বিরহীর হৃদয়ের শোকঘনাবলীর ছায়া পতিত হয়। বিরহীর প্রতি সমবেদনা অনুভব করিয়া,—

"কুসুম ত্যজি অলি, ভূমিতলে লুঠত,
তরুগণ মলিন সমান।
শারী শুক পিক, ময়ূরী না নাচত,
কোকিল না করহি গান॥[১]"

বিরহীর যাতনার সময় প্রকৃতি হৃদয়হীন ভাবে উল্লাস করিলে, কে না তাহার অস্বাভাবিকতা অনুভব করেন? হাস্যময়ী প্রকৃতির হৃদয়হীনতা অনুভব করিয়া "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে![২]" বলিয়া কে না সুকণ্ঠ কোমল-হৃদয় বঙ্গীয় কবির সহিত তাঁহার যাতনার সময় লঘুচিত্ত শীতকরকে মৃদু তিরস্কার করিবেন?

বিরহের অবস্থা জীবন্মৃতের অবস্থা, "Death in

(১) গোবিন্দদাস। (২) শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

life,[১]" "মরমে মরিয়া থাকার[২]" অবস্থা। ভুক্তভোগী প্রেম-বৈদ্য হাফেজ বলিয়াছেন যে, সহিষ্ণুতা ও বাসনাবর্জ্জনই বিরহানলের দাহ হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়,—"দীপের ন্যায় আত্ম-নির্ব্বাণ ভিন্ন তোমার হস্তে আমার অন্য উপায় নাই।" অগ্নিতে ঘৃতাহুতি ও বৃন্ত-সঞ্চালনের ন্যায় সান্ত্বনাবাক্য এই শোকশিখা কেবল বর্দ্ধিত করে।

(অদর্শনের অবস্থা কি মর্ম্মান্তিক ক্লেশকর! যাহাকে "তিল আধ না হেরিলে মরমে মরিয়া[২]" থাকিতে হয়, যাহাকে নিকটে পাইলেও সদা হারাই হারাই বলিয়া হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হয়, সেই "নয়নেরি তারা" চক্ষের অন্তরাল হইলে হৃদয়ে কতই যাতনা অনুভূত হয়। দর্শন-সুধা ব্যতীত এ দরদ্ কিছুতেই দূর হয় না।

চক্ষের অন্তরাল হইলেই প্রিয়বস্তু মনের বাহির হয় না। বীণা নীরব হইলে, তাহার ঝঙ্কার অনাদি-গগন-ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়ে বটে, কিন্তু উহা "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া[৩]" প্রাণকে অবশ করিলে, উহার

---

(১) Tennyson. The Princess. (২) [illegible]। (৩) চণ্ডীদাস।

সুজাগ্রত স্মৃতি হৃদয়ের স্তরে স্তরে উহার কম্পনকে জাগাইয়া রাখে; সেইরূপ, প্রেম-নয়নে যাহাকে দেখা যায়, সেই প্রিয়তমের মূর্ত্তি মরমে অঙ্কিত রহে,—কাল তাহাকে ক্ষয় করিতে পারে না।—"No lapse of moon can canker Love.[১]" উহা নিমিষের জন্যও পাসরান যায় না। চক্ষের অন্তরাল হইলেই মনের বাহির যাহাতে হয়,—

"Yes ! out of sight, soon out of mind ![২]"

—তাহা প্রেম নহে। প্রেম সর্ব্বদাই দেখে—"সেই নয়ন অনিমেষ।[৩]"

প্রেম স্মৃতির উপর আশ্চর্য্যরূপে কার্য্য করে। প্রিয়তমের সম্বন্ধীয় এমন কোন কথাই নাই, এমন কোন ঘটনাই নাই, যাহা প্রেমিকের স্মৃতিতে গভীর ভাবে অঙ্কিত না থাকে। প্রেমস্মৃতির বিশেষত্ব এই যে, উহা প্রিয়জনের সম্বন্ধে কোন অপ্রিয় বিষয় স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে না। প্রেম আত্মবিস্মৃতি ঘটায়। উহা প্রিয়বস্তু ভিন্ন আর সকলি ভুলিতে পারে,—

"Forgetting every-thing but thee.[২]"

---

(১) Tennyson. In Memoriam. (২) Goethe. Faust.

স্মৃতিই প্রেমের প্রাণ। স্মৃতিই জীবন, বিস্মৃতিই মৃত্যু,—"আঁখা জীবা, বিসরে মর্‌জানা।[১]" সর্ব্বদা প্রিয়-জনের গুণাবলী স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন এবং শ্রবণ ও কীর্ত্তনেই প্রেমের আনন্দ। যাহা সমুদায় আত্মা ও জীবনকে মধুরতায় বিভোর করে, তাহা কি বিস্মৃত হওয়া যায়, না, তাহা বিস্মৃত হইবার বস্তু? রূপ রসা-দির মাধুর্য্যই যখন বিস্মৃত হওয়া যায় না,—

"Music, when soft voices die,
Vibrates in the memory,—
Odours, when sweet violets sicken,
Live in the sense they quicken.[২]"

—তখন রূপের নির্ঝর, সৌন্দর্য্যের আকর এবং সর্ব্ববিধ মধুরতার ঘনসার-সমাবেশ স্বরূপ প্রিয় বস্তু কিরূপে বিস্মৃত হওয়া যায়?

প্রেম নীরবতার রাজ্য। গভীর বারিধির অন্তরে যেমন তরঙ্গ আস্ফালন নাই, তেমনি গভীর ভাবের ভিতর বাগাড়ম্বর নাই। নীরবতাই প্রেমের ভাষা। নীরবতাই প্রেমের বাগ্মিতা। কবি প্রেমিকগণের নীরব বাগ্মিতা-বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন,—

(১) নানক। (২) Shelley. Poems written in 1821.

"Speech in their dumbness, language in their gestures.[১]"

তাঁহাদের নীরবতার মধ্যে বাক্য ও হাবভাবের মধ্যে ভাষা আছে। প্রেম-বিদ্যুৎ হৃদয়ে হৃদয়ে তাড়িত-বার্ত্তা বহন করিয়া নীরবতার মধ্যে উত্তর প্রত্যুত্তর জ্ঞাপন করে। ইঙ্গিতের ভিতর যে কি সংবাদ, কি লিপি আছে, কাহার সাধ্য যে তাহা পাঠ করে? কাহার না ইচ্ছা হয় যে, দুইটী আত্মার গোপন ও নির্জ্জন নীরব প্রেমালাপ শ্রবণ ও দর্শন করে? শ্রবণ করিলেই বা সে বচনাতীত ভাব কে বুঝিয়া উঠিতে বা ব্যক্ত করিতে পারে? মহাকবিগণও স্বীকার করিয়াছেন যে, নীরব প্রেমালাপ বর্ণন করিতে যাইয়া তাঁহাদের ভাষা পরাস্ত হয়,—

"Fails to tell all I hear in Love's discourse.[২]"

ভাব-চিত্রকর তূলিকার সুকোমল স্পর্শ দ্বারা প্রেম-মিলিত দুইটী নীরব হৃদয়ের বিদায়গ্রহণকালীন কথোপ-কথনের যে আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার তুলনা কোথায়?—

(১) Shakespeare. Winter's Tales.

(২) Dante. The Banquet.

"When we two parted
In silence and tears,
Half broken-hearted
To sever for years.[১]"

এই বিদায়কালে কোন শব্দই উচ্চারিত হইল না বটে, কিন্তু হৃদয়ের কোন্ কথাই বা তখন অপ্রকাশ রহিল? বিদায়গ্রহণকালে ত এইরূপ নীরবতার ভাষাতেই আলাপ হইল, কিন্তু পুনঃ সেই বিরহ-নিশির অবসানে, যখন মিলন হইবে, তখন, এতকালের, এত সুখ দুঃখের, এত আশা নিরাশার কথাসমূহ এক্‌কালে কি প্রকারেই বা হইবে? কবিই তদুত্তরে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন,—

"How should I greet thee?
In silence and tears.[১]"

—সেই পূর্ব্ব আলাপেরই মত, অশ্রু ও নীরবতার মধ্যে কথাবার্ত্তা হইবে,—কোন কথাই অব্যক্ত থাকিবে না। প্রেমিকগণের মিলন এইরূপই হইয়া থাকে। নয়নে নয়নে মিলন হইল, করে করে স্পর্শ হইল এবং সেই সঙ্গে

(১) Byron. When we two parted.

সঙ্গেই যাহা বক্তব্য, তাহাও বলা হইল, যাহা শ্রোতব্য, তাহাও শ্রুত হইল। তাই কবি বলিয়াছেন,—

"These lovers parled by the touch of hands.[১]"

—প্রণয়িদ্বয় করস্পর্শ দ্বারা বাক্যালাপ করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার কার্লাইল্ এবং এমার্সন পরস্পরের নীরব মিলন ও আলাপে উভয়েই বিশেষ মুগ্ধ এবং উপকৃত হইয়াছিলেন।

প্রেমের নীরব বাগ্মিতার নিকট অন্য বাগ্মিতা পরাস্ত। একটী নিরক্ষর ব্যক্তির হৃদয়ের নিঃশব্দ বাগ্মিতায় কোটী কোটী নরনারী মুগ্ধ ও বশীভূত হয়,— "His silence more eloquent than words.[২]" খাঁটি প্রেম নীরব,—মুখই উহার বাসস্থান নহে।

বিহঙ্গমের আনন্দ-কূজনে, হরিণীর বিমল স্নিগ্ধোজ্জ্বল নয়নপ্রান্তে, প্রণয়িনীর বিষাদমাখা মুখমণ্ডলে, বিরহীর উর্দ্ধদৃষ্টি এবং দীর্ঘনিশ্বাসে, অভিমানিনীর চরণনখাগ্রসংলগ্না অধোদৃষ্টিতে, ক্রোধীর ভ্রূকুটীতে, পরসুখকাতর ব্যক্তির ললাটকুঞ্চনে, লোভীর সতৃষ্ণ সফরী-

(১) Marlowe. Fragments.

(২) Carlyle. Heroes and Hero-worship.

চঞ্চল নয়নপাতে, মোহান্ধের মলিন চক্ষে, মদগর্ব্বিতের স্ফীতবক্ষে, বিরাগীর লক্ষ্যহীন চাহনীতে, ভক্তের নন্দনকানজাত স্বুবর্ণবৃক্ষের মুক্তাফলের ন্যায় সুন্দর সুগোল স্ফটিকস্বচ্ছ অশ্রুকণায়, যোগীর আনন্দরসমগ্ন শান্তভাবে, যে সমুদায় ভাব, যে সকল কথা প্রকাশিত হয়, তাহা কি বাক্যের দ্বারা অভিব্যক্ত করা যায়? এই কারণেই ফরাশিষ গ্রন্থকার ভল্‌টেয়ার্ বলিয়াছিলেন যে, ভাব প্রকাশ না করিয়া গোপন করিবার জন্যই মানবকে ভাষা প্রদত্ত হইয়াছে। ভাষা যদি হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতেই না পারে, তবে উহা কি করে? কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ ও কিয়ৎ পরিমাণে গোপন করে,—

"For words, like Nature, half reveal
And half conceal the Soul within.[১]"

সুতরাং হৃদয়ের ভাব প্রকাশবিষয়ে নীরবতাই ভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর! জর্ম্মাণ প্রবচন আছে যে, "Speech is silvern—silence is golden,"—বাণী রজতময়ী, নীরবতা স্বুবর্ণময়ী। তজ্জন্যই চিন্‌দেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মবীর কংফুচ বলিয়াছিলেন, "Does Heaven

(১) Tennyson. In Memoriam.

speak ?[১]"—ঈশ্বর কি কথা কহেন ? অথচ তিনি বাক্যের বাক্য। তিনি অশব্দ হইলেও তাঁহার নাদে ব্রহ্মাণ্ড নিনাদিত।

সাধকগণ বলেন যে, আত্মার অন্তরতম প্রকোষ্ঠে, "হিরণ্ময়ে পরে কোষে",—পরমাত্মার "দর্‌বার খাশেতে",—যথায় পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার সর্ব্বোত্তম প্রেমযোগ ও প্রেমালাপ হয়, তথায় বাক্য প্রবেশ করিতে পারে না; তথা হইতে, "বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ,[২]" কিন্তু সেই নীরবতার মধ্য দিয়াই কেমন সুস্পষ্টরূপে আলাপ হয়! নীরবতায় ধ্বনি ডুবিয়া যায়। নানক বলিয়াছেন যে, এই শব্দহীন রাজ্যে "অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী" শ্রবণ করা যায়। সাধকগণ কহিয়াছেন যে, পরমাত্মার শব্দহীন বাক্য বংশীধ্বনি অপেক্ষাও সুমধুর। এই অনাহত রবাব্‌যন্ত্রের ধ্বনি বা 'আওয়াজ্‌' শুনিবার জন্যই যোগিগণের শ্রবণ-বিবর পিপাসিত! এই নীরব রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া "অতুল জ্যোতির জ্যোতির[৩]" সমীপে মানব-আত্মা

(১) Legge's Translation of Confucius' works.

(২) শ্রুতি। (৩) শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্তব্ধভাবে অবস্থান করে। সে নির্জ্জন প্রদেশে উপস্থিত হইয়া মানব-আত্মা সংসারকে বলেন,—

"Farewell! 'I lose myself' in light.(১)"

সে বড় পবিত্র দেশ। উহা অক্ষয়-আনন্দধাম। সে দেশে নীরবতা মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজিতা। বাক্য সে পবিত্র রাজ্যের বাহিরে অবস্থান করে।

স্বার্থ-রঞ্জিত প্রেম হৃদয়ের এক কলুষিত অবস্থা। রূপজ মোহ অতি নিকৃষ্ট বস্তু। উহা ইন্দ্রিয়-লালসার সহায়। উহা স্বর্গীয় প্রেমের প্রার্থিব নকল। উহা কৃত্রিম হেম, কৃত্রিম হীরক। মানব কাঞ্চন-মূল্যে এই কল্পিত বস্তু ক্রয় করে। স্বার্থগত আকর্ষণ, "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা,(২)" ও প্রেম বিভিন্ন বস্তু। মোহ মানবকে কেবল নীচ ও জঘন্য করে, "Wanton love corrupteth and embaseth it (mankind).(৩)"

আত্ম-সুখ-লালসা, এবং প্রেম পৃথক্ বস্তু। "শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম।(২)" প্রেম "জম্বু জাম্বুনদ হেম,(২)" নির্ম্মল; "নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম।(২)"

(১) Tennyson. In Memoriam. (২) কবিরাজ গোস্বামী।

(৩) Bacon.

কাম কাহাকে কহে? না,—"কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।[১]"

"কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ।

* * * *

অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥[১]"

প্রেম কাম-গন্ধ-হীন, "তাঁহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ।[১]" "'পর সুখ' তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত কেবল।[১]" যেখানে প্রেম, সেখানে "নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।[১]"

প্রেমের একটী বহিরঙ্গ আছে। মানব দেহী, কেবল একটী আত্মাই নহে। সে দেহ-আত্মা, বা আত্মা-দেহ। তাহার ভাব কেবল অন্তর্ম্মুখী নহে, বহির্ম্মুখীও বটে। দেহ মানবের আত্মীয়। আত্মীয় স্বীয় সুখ দুঃখের ন্যায্য ভাগ ছাড়িবে কেন? অতএব আত্মীয়ও প্রেমপ্রসূত সুখ দুঃখের যথোচিত অংশ লাভ এবং ভোগ করে, ইহাই যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক। প্রেমাবেশে দৈহিক পরিবর্ত্তন ঘটে। "প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত তনু ক্ষোভ।[১]" "স্বেদ, কম্প, পুলক, গদগদ, অশ্রুধার"

(১) কবিরাজ গোস্বামী।

প্রভৃতি প্রেমের বহিরঙ্গ। প্রেমাবেশে বদন প্রফুল্ল এবং চক্ষু স্নিগ্ধোজ্জ্বল হয়, এবং প্রেম-বিশুদ্ধ শোণিতপ্রবাহ সতেজে দ্রুতবেগে ধমনীতে ধমনীতে ছুটিতে থাকে।

মানবীয় প্রেম স্পর্শাদির দিকে স্বভাবতই অবনত। প্রবাসী ব্যক্তি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া বন্ধুগণের কর-মর্দ্দন বা দেহালিঙ্গন করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা অনুভব করেন। জননী স্বীয় শিশুর কপোল চুম্বন করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করেন। তিনি সন্তানের চিবুক স্পর্শ বা গাত্রে হস্ত প্রদান না করিয়া থাকিতে পারেন না। ভক্ত সন্তান জীবন্ত দেবতা পিতামাতার চরণস্পর্শ করিয়া পবিত্র ও কৃতার্থ হয়েন। পিতা পুত্রকে ক্রোড়দান এবং তাহার শির-স্পর্শ না করিলে সুখী হইতে পারেন না। পালিত পক্ষিগণ প্রেম-ভরে মানবের দেহে উপবেশন করিতে চাহে; নখায়ুধেরা চরণাদি লেহন করে; মৃগ-শিশু শরীর-ঘ্রাণ এবং গাত্র-কণ্ডূয়ন করিয়া হৃদয়ের অনুরাগ প্রকাশ করে; প্রভুভক্ত অশ্ব ঘন ঘন সজোর হ্রেষা, স্নিগ্ধ নয়নভঙ্গি এবং আনন্দে নৃত্য ও ক্ষুরদ্বারা সবলে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে প্রিয় প্রভুর প্রতি হৃদয়ের ভাব জ্ঞাপন করে। এইরূপ, দৈহিক প্রকাশের দিকেই ভাবের প্রবণতা; কিন্তু উহা

যতই স্বর্গীয় এবং উচ্চতর হয়, ততই উহা জড়ধর্ম্মের অতীত হইতে থাকে, এবং পঙ্কমগ্ন অম্ভোজের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকিয়া জড়ভাবে মধ্য হইতে সৌন্দর্য্য মাত্র আহরণ করে।

জ্ঞান মনুষ্যকে মহত্ব প্রদান করে। প্রেম—আত্মোৎসর্গ—তাহাকে দেবত্বে ভূষিত এবং দৈববলে বলীয়ান্ করে। জ্ঞানমার্গে যেরূপ বিশেষ হইতে সাধারণে উপনীত হইতে হয়, প্রেমেও সেইরূপ বিশেষকে না ধরিলে সাধারণে উপনীত হওয়া যায় না। প্রথমে বস্তু-বিশেষের প্রতি প্রেম অর্পিত না হইলে, উদার সর্ব্বজনীন প্রেম জন্মে না। প্রেম নিরালম্ব ভাবে শূন্যকে ধরিয়া থাকিতে পারে না। শূন্য যাহার আধার, সে প্রেম কাল্পনিক, আকাশকুসুমবৎ অলীক, স্বপ্নলব্ধরাজ্যবৎ অসত্য,—

"Friendship, like love, is but a name,
Unless to one you stint the flame.(১)"

শূন্যকে আশ্রয় করিলে প্রেমবৃত্তির প্রকৃত অনুশীলন হয় না। এই কারণেই কবি প্রথমতঃ একটী বস্তুকে সম্পূর্ণ হৃদয় দান করিতে উপদেশ দিয়াছেন,—

(১) John Gay. The hare with many friends.

"First learn to love one living man.[1]"

শূন্যকে ধরিলে বিশ্বজনীন ভাব আইসে না। সাধারণে উপনীত হইতে হইলে বিশেষকে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না,—"A definite point of observation and sympathy, not a vague no-where, has been assigned to each of us.[2]" বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া থাকিলে পরিমিত বারিরাশি তত গভীর হয় না। বিস্তৃতির হ্রাস ও ভাবের গভীরতা একই কথা। গভীর প্রেমই প্রয়োজন। প্রথমে একটি বস্তুকে অবলম্বন না করিলে প্রেম গভীর হয় না। চিরকালই যে উহা অল্প স্থানেই আবদ্ধ থাকে, তাহা নহে। প্রথম হইতেই বস্তু বিশেষে প্রেম আবদ্ধ না হইয়া জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে দেখিলেই, উহার গভীরতা অল্পই অনুমান করিতে হইবে। হৃদয়তত্ত্ববিৎ সেক্সপিয়ার্ এইরূপ কল্পিত অপ্রকৃত উদারতা ও বিশ্বজনীন প্রেমের পরিণাম আনদ ও বিশদরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার ঐন্দ্রজালিক-তূলিকা-স্পর্শে পরিস্ফুট টাইমন্ চরিত্রে এই প্রকার নকল বিশ্বপ্রেমের সুন্দর চিত্রপট সন্দর্শন করা যায়। পরীক্ষা-বায়ুর স্পর্শে টাইমনের কল্পনা-রচিত

(1) Wordsworth. A poet's Epitaph. (2) Dowden.

তন্তু-গৃহ উড়িয়া যাইল। বিশ্ব-প্রেমিক টাইমন্ অবশেষে সমগ্র মানব জাতির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "আমি নর-বিদ্বেষী। আমি মানবকে ঘৃণা করি।" মিথ্যা বিশ্বজনীনতা!

এক প্রকার বিশ্বপ্রেম মানব-জাতিকে অজ্ঞান, কুসংস্কার এবং দুর্দ্দশার হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য নিরতিশয় ব্যস্ত, কিন্তু স্বীয় গৃহে যে বৃদ্ধা অসহায়া জননী রহিয়াছেন, বা, যে ব্যক্তির ভার বিশেষ ভাবে তাঁহার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহার অশ্রুধারের প্রতি তাহার লক্ষ্য নাই। যাঁহার আত্মার মধ্যে প্রকৃত প্রেম আছে, তাঁহার হৃদয়ে এ প্রকার উদাসীনতা থাকা সম্ভব নহে।

প্রেম প্রথমতঃ সূচিকার ন্যায় সূক্ষ্ম আকারে হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু উহা এক বার মাত্র প্রবেশ লাভ করিলে, সমগ্র হৃদয়কে দখল্ করিয়া বইসে এবং বৃহদায়তন হইয়া হৃদয়কে বিস্ফারিত ও সুপ্রশস্ত করে। হৃদয়-রূপ "সোনার জমির" উপর প্রেমের একটীমাত্র ক্ষুদ্র বীজ রোপিত হইলে, উহা অঙ্কুরিত হইয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক প্রেমিকের সমগ্র জীবনের সর্ব্ব ভাগকে ছাইয়া ফেলে। প্রকৃতিরোপিত প্রেমবীজ পরিবারের

মধ্যে অঙ্কুরিত ও সম্বর্দ্ধিত হইয়া, ক্রমে সমাজের উপর, তৎপরে জগতের উপর শাখা প্রশাখা বিস্তার করে।

প্রশান্ত নির্ম্মল হ্রদের অচঞ্চল বক্ষে একটি প্রস্তর-খণ্ড নিক্ষেপ করিলে, প্রথমেই একটি ক্ষুদ্র ঢেউ উঠিবে; ক্রমে তাহার চতুষ্পার্শ্বে আরও একটি বৃহত্তর ঢেউ উঠিবে; পরে সেইটিরও চতুর্দ্দিকে তৃতীয় একটি ঢেউ উঠিবে। এইরূপে তরঙ্গমালা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। হৃদয়-সাগরেও এই প্রকার বীচিমালা উত্থিত হয়।

সাধারণ সংস্কার এই যে, বস্তু বিশেষের প্রতি অধিক প্রেম জন্মিলে, মানব সঙ্কীর্ণমনা হইয়া পড়ে, জগৎ তাহার হৃদয়ের সমুচিত-অংশলাভে বঞ্চিত হয়।

স্রোতস্বতীর জলরাশি যেমন প্রাবৃট্‌কালে স্ফীত ও উদ্বেলিত হইয়া উঠে এবং চতুর্দ্দিকের উষর ভূমিকেও উর্ব্বরা করিয়া তুলে, সেইরূপ বস্তুবিশেষের বা পরিবার-মণ্ডলীর প্রতি প্রেম পূর্ণতা লাভ করিলে, উহা বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া সমাজকে প্লাবিত, সরস এবং উর্ব্বর করে। প্রেম পরিবারেই সমাপ্ত হয় না। পরিবার সমাজেরই অঙ্গ। সমাজও অজ্ঞাতসারে তদ্দারা উপকৃত হয়। পারিবারিক প্রেম স্বাভাবিক। পরিবারই প্রেমের

জন্মভূমি। পরিবারই উহার বিদ্যালয়, উহার অনুশীলন এবং পরীক্ষা-ক্ষেত্র। উহার মধ্যে থাকিয়া পূর্ণাঙ্গ প্রেম সাধন করা সহজ ও সুবিধাজনক, কারণ ঐ স্থানে প্রকৃতি সে কার্য্যের অনুকূলতা করেন। মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে মাতৃশোণিতের সহিত ও শৈশবে মাতৃস্তন্যের সহিত যাহাদিগের প্রতি প্রেম বিধাতা কর্ত্তৃক মানব অন্তরে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহাদের দিকে হৃদয়ের স্রোত ধাবিত হইবে না, ত, ইহা কাহার দিকে ছুটিবে? শৈশব ও যৌবন কালে হৃদয়-গ্রন্থিসমূহ কোমল থাকে। সেই সময়ে যে প্রেম অন্তরস্থ হইয়াছে, তাহা বড়ই মধুর, নির্ম্মল এবং উদার! বসন্তের প্রাতঃসমীরণের ন্যায় উহা সুখকর এবং জীবনপ্রদ! উহা কেবল প্রাণেরই সহিত দেহ হইতে বিনির্গত হয়। উহা নষ্ট হইয়াও নষ্ট হয় না, চিরকাল ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায়, মনোমালিন্যের মধ্যেও, ধুক্ ধুক্ করিয়া জ্বলিতে থাকে। প্রেমের গতি অন্তর হইতে বাহিরের দিকে, এক হইতে বহুর দিকে, পরিবার হইতে সমাজের দিকে, স্বদেশ হইতে বিদেশের দিকে, এবং সান্ত হইতে অনন্তের দিকে ছুটে। উহা ক্ষুদ্র উৎস হইতে সঞ্জাত হইয়া মহাসিন্ধুর দিকেই ধাবিত হয়। অবশেষে,—

"মিশে নদী জলধিতে হয়ে একাকার,
তরঙ্গ-লহরী তাহে উঠে অনিবার।[১]"

পর্ব্বত শিখর হইতে বারি-ধারা স্রাবিত হইয়া সাগরগামিনী হয়, এবং পুনরায় সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া গিরিশিখরে বর্ষিত হয়; সেইরূপ, সঙ্গীতের অনুলোম ও বিলোমের ন্যায়, প্রেম হিরন্ময় কোষ হইতে নিস্যন্দিত হইয়া জীবাত্মার মধ্য দিয়া অন্নময় কোষের দিকে ধাবিত হয়। পুনরায় অন্নময় কোষে আরব্ধ হইয়া, ক্রমশঃই অন্তর্ম্মুখী হইয়া হিরন্ময় কোষেরই দিকে ছুটিতে থাকে। দ্রবময়ী গঙ্গার ন্যায় ভগবানেরই চরণে প্রীতির উদ্ভব। উহা মহেশচরণনিঃসৃত স্ফটিক-স্বচ্ছ জীবনপ্রবাহ,—"A pure river of the water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God.[২]" পরম সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির শিরোদেশে উহার ধারা পতিত হইয়া জনসমাজের মধ্য দিয়া সুখ শান্তি বিতরণ করিতে করিতে উহা অনন্ত-সাগরগামিনী হয়। পুনরায় অরুণ-কর-চুম্বনে আকৃষ্ট ও উর্দ্ধগামিনী হইয়া চিদাকাশের সবিতারই উদ্দেশে উহা উত্থিত হয়।

(১) ব্রহ্মসঙ্গীত। (২) St. John. Rev. Chapter XXII. I.

হৃদয় শূন্যতার বিরোধী। উহাকে কোন না কোন বিষয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত রাখিতেই হইবে; নচেৎ, লতিকামঞ্জরীর ন্যায়, উহা নিকটে যাহা পাইবে, তাহারই উপর হস্ত-প্রসারণ করিবে। উহা নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় থাকে না। উহা আধার চাহে, অবলম্বন করিবার বস্তু চাহে, নির্গত হইবার পথ চাহে। হৃদয়ে অন্য কোন বস্তুই স্থানলাভ না করিলে, হয় ত একটি পক্ষী বা একটি মার্জ্জার বা অন্য কোন নিম্ন শ্রেণীর একটি জীব বা কোন জড় বস্তু সমগ্র হৃদয়টুকু বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া বসিবে। হৃদয় নিষ্ক্রিয় থাকিলে, বসাশূন্য যন্ত্রের মল-যুক্ত চক্রের ন্যায়, স্বীয় ঘূর্ণন-প্রক্রিয়াদ্বারাই উহার আত্ম-ক্ষয় উৎপন্ন হইবে।

মানব প্রথমে মাংস-পিণ্ড থাকে। ক্রমে তাহার মনোবৃত্তি ফুটে। পরে সে ভাবক্ষম এবং ইচ্ছাক্ষম হয়। বুদ্ধি সহকারে আত্মশক্তির বিকাশ হয়। সেই প্রকার ক্রম অনুসারেই, প্রথমতঃ মানব-হৃদয়ে জড়সৌন্দর্য্য, তৎপরে মানসিক সৌন্দর্য্য, তাহার পরহৃদয় ও চরিত্রের সৌষ্ঠব এবং অবশেষে আধ্যাত্মিক শোভার অনুভূতি জন্মে।

বারি যেমন সর্ব্বত্রই সেই মেঘেরই জল, প্রীতি

তেমনি সর্ব্বত্রই সেই স্বর্গেরই মন্দাকিনী। স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যের শ্মশানের ভস্মরাশির মধ্যে অবতীর্ণ হইলেও, প্রীতি সেই পতিতপাবনী জাহ্নবীই থাকেন। মেঘ-বারি হিমালয়শিখরে বর্ষিত হইলে স্বচ্ছ ও পবিত্র আকার ধারণ করে, কিন্তু জনাকীর্ণ নগরের পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে পতিত হইলে পঙ্কিল হয়, তেমনি হৃদয়ের এই বৃত্তিটি প্রিয় বস্তুর প্রকৃতি ভেদে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের উপর পতিত হইলে সূর্য্যকিরণের উজ্জ্বলতা বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু মলিন কাচখণ্ডের উপর পতিত হইলে উহার স্বাভাবিক উজ্জ্বলতাও বিলুপ্ত হয়। পবিত্রতার আধার যিনি, তাঁহার দিকে উহার স্রোত প্রবাহিত হইলে, উহা নির্ম্মল, তৃপ্তিপ্রদ এবং শত সহস্র নরনারীর সুখের হেতু হয়। আবার, সংসারের ধূলীর উপর পড়িলে উহা মলিনতা প্রাপ্ত হয় এবং জনসমাজের স্বাস্থ্য নষ্ট করে। সমল বারির উপর সূর্য্যালোক উপযুক্ত পরিমাণে পতিত হইলে, যেমন উহা তত অনিষ্ট-কর হয় না, তেমনি অধোগামিনী প্রেমধারার উপর ধর্ম্মের জ্যোতি পড়িলে, উহা তত বিকৃত হইয়া যাইতে পায় না।

মোহবদ্ধ আত্মা জড়ের অধীন, ইন্দ্রিয়ের পরিচারক। আত্মা যতই বৰ্দ্ধিত এবং মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই উহার ভাবের জড়ীয় পঙ্কিলতা দূরীভূত হইতে থাকে,—উহা জড়ের অতীত হইতে থাকে,—জড়-ধর্ম্ম আর উহাকে পূর্ব্ববৎ অভিভূত করিতে পারে না। আত্মার বিকাশ এবং পরিণতির সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ের মলিনতা হ্রাস পাইতে থাকে। সরোবরের বারি-রাশি যতই স্বচ্ছ এবং নির্ম্মল হইবে, ততই স্পষ্টতররূপে যেমন গগনের অনন্ত শোভা তাহার বক্ষে প্রতিভাত হয়, তেমনি হৃদয় যতই পবিত্র ও প্রেম-সলিল-পূর্ণ হইবে,—যতই উহা বিধৌত, বিগত-ক্লেদ এবং পার্থিব-ভাব-শূন্য হইবে,—ততই মহোচ্চ স্বর্গের ছায়া সুস্পষ্ট এবং সুন্দররূপে তাহার ভিতর প্রতিবিম্বিত হইবে,—হৃদয়ের অভ্যন্তরে দ্যুলোকের প্রতিবিম্ব পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হইবে।

মানব আত্মা অবিনশ্বর। দেহের সহিত উহার ধ্বংস হয় না। উহা জড়ের ভরে অবনত হয় না। উহা অপূর্ণ, কিন্তু পূর্ণতার দিকেই উহার গতি। অপূর্ণ বস্তু উহাকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি প্রদান করিতে পারে না। সসীম এবং নশ্বর বস্তু লইয়াই উহা চিরকাল ক্রীড়া করিতে

চাহে না—পারে না। ক্ষুদ্র পিঞ্জরের মধ্যে উহা আবদ্ধ থাকে বটে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই উহা পলায়ন করিবে এবং অনাদি গগনতলে অনন্ত আকাশ মাঝে বালার্ককিরণ এবং প্রভাতসমীরণের ন্যায় উহা স্বেচ্ছায়, সানন্দে এবং মুক্তভাবে বিহার করিবে।

মানব আত্মা সসীম বটে, কিন্তু অসীমেতেই উহার স্থিতি। মানব আত্মা বিন্দুপ্রায়, কিন্তু অনন্তের বীজ, অনন্তের ভাব, অনন্ত সিন্ধু উহার অন্তরে নিহিত রহিয়াছে। সান্ত হইয়াও, অনন্তের সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মানব আত্মার যে একটী অজ্ঞাত পিপাসা আছে, একটী কি-জানি-কিসের প্রতি হৃদয়ের অদৃশ্য টান্ আছে,—সে "সজ্ঞানে অজ্ঞানে পরাণের ঠানে," যাহার পানে ছুটিয়া যাইতে চাহে,—তাহা পূর্ণ, অনন্ত এবং অবিনশ্বর বস্তু ব্যতীত আর কিছু-তেই দূর করিতে পারে না—মিটাইতে পারে না। যে বস্তুর ভিতরে তলান যায় না, যাহার অন্ত পাওয়া যায় না, তাহাই কেবল এ গভীর 'মধুর-পিয়াসা' দূর করিতে পারে। তাহারই প্রতি প্রেম চিরস্থায়ী এবং নিত্য-বর্দ্ধনশীল।

(১) শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

যতক্ষণ নশ্বর ও অপূর্ণ বস্তুর পূর্ণতা ও অবিনশ্বরত্বে, অন্ততঃ অজ্ঞাতসারে বা আংশিক ভাবে বিশ্বাস থাকিবে, ততক্ষণই তাহার প্রতি প্রেম অক্ষুণ্ণ থাকিবে। প্রিয় বস্তুর মধ্যে এমন কোন গুণ দেখা চাই, যাহাকে পূর্ণতা ও অনন্তের সহিত যোজনা করা যাইতে পারে, যাহার অন্ত পাওয়া যায় না, যাহাতে পূর্ণতা এবং অনন্তের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। যখনই প্রিয় বস্তুর অন্ত পাওয়া যাইবে, তখনই ভাব বিচলিত হইবে। অসত্যের উপর সত্য ভাব স্থায়ী হইতে পারে না। নিত্যা-নিত্যবিবেক, পূর্ণাপূর্ণজ্ঞান এইরূপে প্রেমের উপর কার্য্য করে।

কোন বস্তু, "সত্যং, শিবং, সুন্দরং," এই ত্রিগুণা-ত্মক না হইলে হৃদয়কে সম্যক্ প্রকারে আকর্ষণ করিতে পারে না। যাহাতে এই লক্ষণত্রয় বিদ্যমান দেখিব, তাহাই নিঃসংশয়িত ভাবে চিত্তকে অপহরণ করিবে। যাহাতে এই ত্রিবিধ উপকরণের সম্পূর্ণ অভাব আছে, তাহা কখনই নিত্য-প্রেমভাজন হইতে পারে না। অন্ততঃ কল্পনানেত্রেও এই তিনটি গুণ বিদ্যমান দেখিতে পাইলে, বস্তুবিশেষের প্রতি প্রেম সম্ভবে। যাহাতে এই গুণত্রয়ের যতই অভাব, তাহার প্রতি প্রেম

ততই অঙ্গহীন। প্রেমিকের হৃদয়-মন্দিরে সদা "সত্যং শিবং সুন্দরং রূপ ভাতি।[১]" সত্য শিব সুন্দর বস্তুর চরণে হৃদয়ের প্রেমফুলরাশি অর্পিত হইবে না, তবে আর কোথায় হইবে?

যে প্রেমলতিকা অজ্ঞানান্ধকারে বর্দ্ধিত হয়, জ্ঞানালোক সহ্য করিতে পারে না, তাহা কাল্পনিক এবং অস্বাভাবিক। প্রেম পূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বস্তু। এক দিন না এক দিন সত্য প্রকাশিত হইবেই হইবে। অতএব সত্যের সহিত, জ্ঞানের সহিত যে বস্তুর বিরোধিতা নাই, তাহাই প্রেমাধার হইবার স্থায়ী এবং উপযুক্ত পাত্র। অপূর্ণ বস্তু সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতার আধার হইতে পারে না। অপূর্ণ বস্তু পূর্ণতার পূর্ণ প্রতিদান দিতে পারে না। অতএব তৎপ্রতি ধাবিত ভাব, পরিশেষে শাখাভ্রষ্টা লতিকার ন্যায় ভূমিতলে পতিত হয়। পূর্ণ বস্তুর প্রতি প্রেমই স্থায়ী এবং বর্দ্ধনশীল। সত্য এবং জ্ঞানালোকে যে প্রেম বর্দ্ধিত হয়, তাহাই পূর্ণাঙ্গ, সুখকর, মঙ্গলকর। জ্ঞান ও প্রেমের মধ্যে সখ্যতা প্রয়োজন। সত্যালোকের স্পর্শে যে বস্তুর পূর্ণতার হ্রাস হয় না, তাহারই প্রতি প্রেম অবাধে স্ফূর্ত্তি পায়। সে

(১) শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

প্রেম কখনও প্রতিদানাভাবে নিরশন থাকিয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া বিনষ্ট হয় না। উহা সর্ব্বজীব-সুখকারী! উহা তৃপ্তির উৎস, মঙ্গলের আকর!

প্রিয় বস্তুই প্রেমিকের উপাধি। প্রেমিক প্রিয় বস্তুর উপহিত। জবাপুষ্প আপনার লোহিত্য যেমন নিকটস্থ স্ফটিকে আরোপিত করে, তেমনি প্রিয়বস্তু প্রেমিকের হৃদয়ে স্বকীয় দোষ গুণ আরোপিত করে, স্বীয় বর্ণের ছায়া পাতিত করে। মনুষ্যের সঙ্গ হইতে যেমন তাহার চরিত্রের ঘ্রাণ লাভ করা যায়, বহুরূপী কিরূপ বর্ণের বস্তুর উপর উপবেশন করিল জানিতে পারিলেই, যেমন, তাহার তাৎকালিক বর্ণের বিষয় অবগত হওয়া যায়, তেমনি মানব কোন বস্তুকে ভাল-বাসে জানিতে পারিলেই, তাহার আত্মার বর্ণ দেখা যায়,—তাহার আত্মার নাড়ী অনুভব করা যায়।

মহৎ বস্তুর প্রতি প্রেম জন্মিলে, আত্মাতে মহত্ত্বের আভা পড়ে, হৃদয়ে সদ্‌গুণের ছটা পতিত হয়। সর্ব্বদা সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব অবলোকন ও ধ্যান করিলে, চিত্ত উন্নত এবং পবিত্র হয়। সৌন্দর্য্যানুভূতি, সদ্‌-গুণস্মরণ এবং মহত্ত্বাবলোকন মানবকে ধর্ম্মের দিকে, উন্নতির দিকে, এবং উত্তরোত্তর মুক্তির দিকে লইয়া

যায়। মহৎ বস্তুর প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইলে, মহত্ত্বের প্রতি অনুরাগ জন্মে এবং উহার বিপরীত ও বিরুদ্ধ বিষয়ের প্রতি বিরাগ জন্মে।

সর্ব্বদা সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্য দর্শন, তন্মহিমা চিন্তন ও কীর্ত্তন করিতে করিতে আত্মাও তদ্ভাবেই অনুরঞ্জিত হয়। আরব্-দেশীয় প্রবচন আছে যে, "ডম্বুর বৃক্ষ (ফলবান্) ডম্বুর বৃক্ষকে দেখিতে দেখিতেই ফলবান্ হইয়া উঠে।"

সাধকগণ কহেন যে, ভগবানের নামের একটী অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য আছে, "তাঁর নাম পরশরতন পাপী-হৃদয়-তাপহরণ।(১)" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ণ সৌন্দর্য্য ও পূর্ণ পবিত্রতার আধারস্বরূপ পরমাত্মাকে অনুরাগের সহিত সর্ব্বদা স্মরণ ও অন্তরে ধারণা করিলে, মলিন হৃদয়ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হয়, অপবিত্র চিত্তও পবিত্র হয় এবং অসাধু আত্মাও সাধু হয়। সেই স্পার্শ-মণির স্পর্শে লৌহময় দেহ কাঞ্চন হয়।

প্রেমের চক্ষে প্রিয় বস্তু সর্ব্ব সদ্গুণের আকর এবং পূর্ণতার আধার। বৃত্তের কিয়দংশ দাও, গণিতবিদ্যা-

(১) ব্রহ্মসঙ্গীত।

রদ ব্যক্তি উহা হইতেই সমুদায় বৃত্তটী বাহির করিবেন, তেমনি প্রেমিককে অপূর্ণ বস্তু দাও, তিনি তাহাকে পূর্ণ করিবেন, তাহাতে যে যে উপকরণের অভাব আছে, তিনি তাহা স্বীয় কল্পনা দ্বারা, স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা যোগাইবেন। কল্পনা সে অপূর্ণ বস্তুর অভাব পূর্ণ করিবে, তাহাকে সুষমাজড়িত করিবে,—

"Fancy's rays the hills adorning.[১]"

প্রেমই শ্রেষ্ঠ কবিত্ব। প্রেমিকই কবি। তাঁহার হৃদয় আদি-কবি-বিরচিত একটী সুন্দর ও জীবন্ত কবিতা। তাঁহার হৃদয়-কবিতাটির অঙ্গ-সৌষ্ঠব, পদ-লালিত্য এবং অর্থ-গৌরব অলৌকিক! বাণ, মাঘ, ভারবী, কালিদাস এবং জয়দেব প্রভৃতি কবিকুল-তিলক মনস্বিগণ তৎসম্মুখে নতজানু, অবনতশির। তাঁহার জীবন একখানি মহাকাব্য। তাঁহার চিন্তা, তাঁহার কার্য্য কবিত্বমাখা। তাঁহার ভাবসমূহ স্বর্গীয় ছন্দে রচিত। তাঁহার চিত্ত আদর্শ পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের ভাবে পূর্ণ। তিনি সর্ব্বদাই সৌন্দর্য্যের আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া, কল্পনা-পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক অনন্তের

(১) Robert Burns. Epistle to James Smith.

পানে ভাসিয়া যান। তাঁহার চিদাকাশ নিত্য-সূর্য্যের জ্যোতিঃস্রোতে প্লাবিত।

প্রেম নিরাশা জানে না। প্রেম-চক্ষু পশ্চাতে চাহিয়া দেখে না; যদি কখনও দেখে, তবে সে কেবল আনন্দের ঘুমন্ত স্মৃতিকে জাগাইবার জন্য। উহার দৃষ্টি সম্মুখের দিকে, ভবিষ্যতের দিকে। অতীত যেরূপই হউক না, উজ্জ্বল ভবিষ্য-আকাশ প্রেম-নয়নের অগ্রে বিস্তৃত এবং আলোকময়!

প্রেম সন্দেহ বা অবিশ্বাস বুঝে না। প্রেমালোক-পূর্ণ হৃদয়াকাশে সন্দেহের ঘনরাজি কদাচ স্থায়ী হইতে পারে না। যদি কখনও উহা উদিত হয়, তবে গতি-শীল মেঘখণ্ডের ন্যায় নিমিষ মধ্যে তাহার অন্তর্দ্ধান হয়। সহসা যখনই হৃদয়াকাশে সন্দেহের মেঘ পুঞ্জীকৃত হয় এবং অশুভ-লক্ষণ অবিশ্বাস-শকুনী সেই ঘনঘটার মধ্যে পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক বিলম্বিত গতিতে শূন্য পথে বিচরণ করে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, প্রেম-বেশধারী ক্ষণভঙ্গুর সদ্ভাবের মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার উপক্রম হইতেছে। সন্দিগ্ধ চিত্ত প্রেমের নিকেতন নহে। প্রেমের নিলয় আশাময়, শান্তিময় এবং আনন্দময়।

প্রেম ভয়শূন্য। প্রেমিক বলেন,—"ভয় কি? আমি কখনও ত ভয় দেখি নাই!"—প্রেমিক জন্ বলিয়াছেন,—

"There is no fear in love; but perfect love casteth out fear. * * . He that feareth is not made perfect in love.[১]"

—প্রেমেতে ভীতি নাই। পূর্ণ প্রেম ভয়নাশী। ভয়শীল ব্যক্তি পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীন প্রেমের অধিকারী নহে। ক্ষীণপ্রাণা সরোজিনী শিশিরভারে অবনতা, অন্ধকারস্পর্শে ম্রিয়মাণা, মন্দ মারুতহিল্লোলে দোলায়মানা, কিন্তু প্রচণ্ড তেজোময় প্রভাকরের প্রখর কিরণায়ুধের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেও ভীত নহে। পাপী ব্যক্তি রাজদণ্ডধারী বিচারকের সম্মুখীন হইতে পরাঙ্মুখ, কিন্তু উদ্যতবজ্রমুষ্টি প্রেমময় বিশ্বপিতার সন্নিধানে যাইতেও ভীত নহে। মানব মৃত্যুর অস্পষ্ট ছায়া কল্পনানেত্রে দেখিয়াই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, কিন্তু পতিপ্রাণা সাবিত্রী সম্মুখস্থিত স্বয়ং যমরাজকেও অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, এই প্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। প্রেমপূর্ণ হৃদয় শার্দ্দূলভল্লুকসঙ্কুল বন উপবন, গিরি-

(১) I. John. IV. 18.

গুহায় বনদেবতাদিগের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে পর্য্যটন করেন, কোন প্রকার ভীতি বা বিপদের প্রতি দৃক্‌পাত করেন না। প্রেমিক সর্ব্বপ্রকার ভয়ানক বস্তুকে উপহাস করেন। এমনই তিনি অকুতোভয়! এই সংসারারণ্যে অগণ্যা বলহীনা অসহায়া রমণী প্রতি মুহূর্ত্তে এই প্রকার সাহস ও বীরত্বের কতই পরিচয় দিতেছেন, কে তাহার অজ্ঞাত ইতিহাস লিখিয়া রাখে?

যিনি প্রেমের প্রেরণায় কোন প্রকার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি পশ্চাতপদ হইবার পাত্র নহেন। যে সৈন্যগণের হৃদয়ে প্রেমের বন্ধন আছে এবং প্রেম যাহাদিগকে অধ্যক্ষ হইয়া প্রতি পদে পদে সমরক্ষেত্রে চালিত করে, তাহাদের বীরকীর্ত্তি অলৌকিক, বীরদর্প অদম্য, অসহ্য! গ্রীস্ এবং রাজপুতনার ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য!

প্রেমিক যেমন আপনার সম্বন্ধে ভয় ও আশঙ্কা শূন্য, প্রিয়বস্তু সম্বন্ধে তদ্রূপ নহেন। সতত তাঁহার এই আশঙ্কা যে, পাছে প্রিয়তমের কোন প্রকার দুঃখ, ক্লেশ বা ক্ষতি হয়। কি জানি তাহার একটি কেশ নষ্ট হয়, কি জানি তাহার হৃদয়ে কোনরূপ আঘাত লাগে, ইহাই তাঁহার ভাবনা। পাছে ঘটনাক্রমে প্রাণ হইতেও প্রিয়তর বস্তুটিকে হারাই, পাছে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন

হইতে হয়, পাছে তাহা নয়নের অন্তরাল হয়, ইহাই তাঁহার আর এক আতঙ্ক। প্রেমিক রামপ্রসাদ সেন গাহিয়াছেন,—

"আমি সাধে কি মুদিনে আঁখি,
পাছে তারা-হারা হয়ে থাকি।"

মিলনানন্দ-প্রবাহের মধ্যেও সদা এই "বঞ্চিতোস্মি, বঞ্চিতোস্মি" রূপ শঙ্কা বিরহ-যন্ত্রণার অধঃস্রোতের ন্যায় নিরন্তর বহিতে থাকে। উহা আনন্দ-জ্যোতিকে বিষাদ-ছায়া দ্বারা অংশতঃ আচ্ছন্ন করে, সুখভোগের সহিত অজ্ঞাত যন্ত্রণা মিশ্রিত করে, তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণাকে জাগাইয়া রাখে।

প্রেমের নিকট ধন রত্ন লোষ্ট্রবৎ। কিন্তু আবার এক বিন্দু অশ্রুকণা বা প্রিয়তম-প্রদত্ত পুষ্পের একটি মাত্র শুষ্ক দলই প্রেমের নয়নে অমূল্য। উহার দৃষ্টিতে পর্ণকুটীরই সুবর্ণময় প্রাসাদ এবং সুবর্ণময় প্রাসাদই তৃণাচ্ছাদিত কুটীর সদৃশ।

প্রেম সর্ব্ব বস্তুরই মূল্য-বৃদ্ধি করে। যে বস্তুর সহিত উহার যত সম্বন্ধ, প্রেমের নয়নে তাহার মূল্য ততই অধিক। যে বস্তু প্রেমের সহিত প্রদত্ত হয়, তাহার উপযুক্ত মূল্য গোলকপ্রাপ্ত হীরকখনির ভিতরেও নাই।

বিদুরের খুদের মূল্য কিসে? নেজারেথ্‌বাসী মহাত্মার নয়নে দীন বিধবার কপর্দ্দকদ্বয় এত আদরণীয় কেন?[১] ধনবানগণের সমুদায় দুর্মূল্য দান অপেক্ষা কি কারণে তাঁহার নয়নে উহার এত অধিক মূল্য হইল?[১] উপহারের সহিত যতটুকু হৃদয় প্রদত্ত হয়, যত মূল্য তাহারই। ভাবের ভাবুক বলিয়াছেন,—

"Rich gifts wax poor, when givers prove unkind."[২]

দাতার প্রেমের হ্রাস হইলে মূল্যবান উপঢৌকনও হেয় এবং অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠে। সহস্র মুদ্রার মূল্য অপেক্ষা একটি কথার মূল্য, একটী অশ্রুবিন্দুর শক্তি অধিক।

প্রেম সংক্রামক। স্পর্শ মাত্রেই যেমন তড়িদ্বৎ শরীর হইতে শরীরান্তরে তাড়িত-প্রবাহ বহিতে থাকে, তেমনি হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে প্রেমতাড়িত সঞ্চারিত হয়। অনন্ত তাড়িতাধার প্রেমময়ের সহিত যে হৃদয়ের নিত্য যোগ, সে হৃদয়ের প্রেম লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে সংক্রামিত হয়। এক জন মহাদেব, এক জন বুদ্ধ, এক জন ঈশা, এক জন

(১) Luke xxi, 1-4; Mark xii, 41-44.

(২) Shakespeare. Hamlet.

হাফেজ এবং এক জন চৈতন্য অগণ্য নরনারীকে প্রেমোন্মত্ত করিয়াছেন। চৈতন্যের অভ্যুদয়কালে বঙ্গদেশে যে প্রেম-তুফান বহিয়াছিল, কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃত গ্রন্থে তাহার প্রতিবিম্ব সুচিত্রিত রহিয়াছে,—

"পাঁচে মেলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ ॥
পুনঃ পুনঃ পিয়ে পিয়াইয়া হয়ে মত্ত।
নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদমত্ত ॥
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাহা পায় তাহা করে প্রেম দান ॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুণ বাড়ে ॥
উথলিল প্রেম-বন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী বৃদ্ধ বাল আদি সকলে ডুবায় ॥
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ।
প্রেম-বন্যায় ডুবাইল জগতের মন ॥"

সুদক্ষ বাদক যেমন বীণাতন্ত্রীশায়ী ঘুমন্ত নীরব অদিয়সমান ঝঙ্কারকে জাগরিত করেন, তেমনি প্রেম-রসাভিজ্ঞ মহাত্মাগণ শুষ্ক হৃদয়ের মৃতপ্রায় ভাবগুলিকে সঞ্জীবিত করেন। অঙ্গের স্পর্শে যে তন্ত্রী হইতে শ্রুতি-

কটু পরস্পর বিসংবাদী ধ্বনি উত্থিত হইবে, পারদর্শী বাদকের সুকোমল অঙ্গুলিস্পর্শে তথা হইতে তানলয়-বিশুদ্ধ সঙ্গীতধারা ও মধুর রস অজস্র ধারে বর্ষিত হইবে। সুহৃদয় ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন,—

"The soul of music slumbers in the shell,
Till waked and kindled by the master's spell,
And feeling hearts, touch them but rightly, pour
A thousand melodies unheard before.[1]"

প্রেম আঁধারের আলোক, গ্রীষ্মের ছাতি, শীতের আতপ। প্রিয়তম কতই সুখদ, কতই শ্রান্তিদূরকারী। বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন,—

"শীতের ওঢ়নী পিয়া, গিরিষীর বা।
বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না।[2]"

প্রাণী-জগতের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, সঙ্কোচ এবং সম্প্রসারণ ক্রিয়া সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, অনুভব করা যায় যে, এই সংসারের মহাপ্রাণের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া একটী গভীর হায়্ হায়্ ধ্বনি, সূর্য্যমণ্ডলের বহ্নি-জিহ্বার ন্যায়, নিরবচ্ছিন্ন ঊর্দ্ধমুখে উত্থিত হই-

(১) Samuel Rogers. Human life. (২) বিদ্যাপতি।

তেছে। উহা কখনও তার, কখনও উদার; কখনও নিকটবর্ত্তী, কখনও সুদূরশ্রুত; কখনও বা প্রস্ফুট কলিকার অবনতমুখী ম্রিয়মাণতার মধ্য হইতে; কখনও বা বীণানিক্কণোত্থিত সুখতরঙ্গের উত্থান-পতনের নীলাম্বর-গহ্বরলীন সমাধি হইতে; কখনও বা সাগরগামিনী কলনাদিনী নিত্যপ্রবাহিনী সরিতের বিশ্রামহীন আর্ত্তনাদের মধ্য হইতে; কখনও বা সমীর-বলয়িতা ধরণীর সুদীর্ঘ-নিশ্বাস-স্বনের মধ্য হইতে; কখনও বা ঘনবিহারিণী বলাকাশ্রেণীর পক্ষব্যজননিঃসৃত অস্ফুট হায়্ হায়্ ধ্বনির ভিতর হইতে, একটী মিলিতকণ্ঠোচ্চারিত জাগতিক খেদোক্তি সুখশান্তিবর্ষী প্রেমঘনের উদ্দেশে নিরন্তর উত্থিত হইতেছে। সংসারী মানবের হৃদয়হীন, সাধনসিদ্ধ, সুযত্নোৎপন্ন, আন্তরিকতাবিহীন, শূন্যতাজ্ঞাপক হাঃ হাঃ ধ্বনি একান্তভাবে শ্রবণ করিলে, উহার মধ্যে একটী হৃদয়বিদারক "হায়্! হায়্!!" ধূয়া চিনিতে পারা যায়। বন্ধুহীন দুঃখময় সংসার এক জন 'আহা!' বলিবার আপনার জনের অভাবে,—অনন্ত কাল ধরিয়া উচ্ছ্বসিত তৃপ্তির সহিত উপভোগ্য সুধার অভাবে —"কোথা হে অনাথবন্ধু, অখিলের নাথ?" বলিয়া হায়্ হায়্ করিতে করিতে ঊর্দ্ধমুখে দিশাহারা, জ্ঞানহারা,

শান্তিহারা হইয়া মহাশূন্যে ছুটাছুটি করিতেছে। শান্তি-প্রার্থী নরনারী হৃদয়ের এই শূন্যতা দূর করিবার জন্য, এই অভাবজনিত ক্লেশ ক্ষণকালের নিমিত্ত বিস্মৃত হওনার্থ, এই দারিদ্র্য ঢাকিবার জন্য, কতই উপায় উদ্ভাবন করিতেছে, কতই সুখসঙ্গীত গাহিয়া আপনাকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে!

সংসার তাপে দগ্ধ মানব যখন প্রেমরূপ তুঙ্গ ধবল গিরির অভিমুখে যাত্রা করেন এবং প্রেমের হিমবৎ প্রদেশে উঠিতে থাকেন, তখন অপূর্ব্ব শান্তিবায়ুর সুখকর স্পর্শে, তাঁহার সংসারদগ্ধ আত্মা জুড়াইয়া যায়। প্রেমশৈলের চিরপূর্ণ উৎস হইতে যে সুখস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাই তৃপ্তি ও শান্তি প্রদান করিতে সক্ষম।

(প্রেমই প্রেমিকের আহার বিহার, অন্ন জল, ধ্যান ও উপাসনা) প্রেমই মধু, অমৃত,—"সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু।[১]" স্বর্গীয় ও পৃথিবীস্থ দেবগণ ইহাই ভক্ষণ করিয়া পুষ্টিলাভ এবং জীবনধারণ করেন। (প্রেমপূর্ণ হৃদয়ই প্রকৃত অমৃতলোক। ইহা যাঁহার আছে, তিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও স্বর্গসুখ অনুভব করেন। এই রাজ্যে

(১) শ্রুতি।

অদর্শনই ক্ষুধা, তৃষ্ণা; দর্শনই তৃপ্তি, শান্তি। প্রেমিক সাঁতার ভুলিয়া, অগাধ জলের মীনের মত, চিরজীবন প্রেমসাগরে নিমগ্ন থাকিতে অভিলাষ করেন।

অলিকুল যেমন ঘ্রাণে মুগ্ধ হইয়া মধুপূর্ণ কুসুমের নিকট স্বতই ধাবিত হয়, তেমনি প্রেমমকরন্দলুব্ধ আত্মা-ভৃঙ্গ মধুচক্রের উদ্দেশে প্রেমিকের নিকট ধাবিত হয়। যাঁহার অন্তরে যত মধু সঞ্চিত থাকে, তাঁহার নিকট ততই মধুকর আকৃষ্ট হয়। কুসুম ও মধুচক্র নীরবে অলিকুলকে আহ্বান করে। যিনি হৃদয়কে মধুচক্র করিতে পারিয়াছেন, তিনি অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া নীরবে ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারেন। তাঁহারই ধর্ম্ম-প্রচার সার্থক! তিনি দুই এক বৎসরের মধ্যে যে কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হয়েন, অন্যের সমবেত চেষ্টা দ্বারা শত বর্ষেও তাহা সাধিত হয় না।

যে হৃদয়ে প্রেমধারা বর্ষিত হইয়াছে, প্রেমবসন্তের সমাগমে শুষ্ক ভাবসমূহ যে হৃদয়ে মঞ্জরিত হইয়াছে,—এবং যে হৃদয় সেই সুবসন্তের পুষ্পনিশ্বাসে আমোদিত হইয়াছে,—তাহার সমীপবর্ত্তী হইলেই, যেন, আমাদের হৃদয়ের উপর দিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়,—আমাদের আত্মা নবস্নাতা ধরণীর ন্যায় নির্ম্মল হরিৎ বেশ

এবং অর্দ্ধবিকশিত শিশিরসিক্ত কুসুমকলিকার ন্যায় প্রফুল্ল আকার এবং অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। এই রূপ হৃদয়ই প্রকৃত তীর্থস্থান। এইরূপ হৃদয়ের নিকট গমন করিলেই, আশু চিত্তশুদ্ধি জন্মে,—হৃদয়ের সদ্ভাব-সমূহ স্ফূর্ত্তি পায়,—সংসারের কীটও ক্ষণকালের নিমিত্ত সংসারাসক্তি বিস্মৃত হয়,—ঘোর পাপীও সাধুবাক্য ধরে এবং সাধু সঙ্কল্প করে।

যে হৃদয়-তন্ত্রী প্রেম-কম্পিত হয় না,—যে হৃদয়ে প্রেমের প্রতিধ্বনি শ্রবণ করা যায় না,—তাহা মরু অপেক্ষাও শুষ্ক, ভুজঙ্গ অপেক্ষাও ভীষণ এবং বিজন কান্তার অপেক্ষাও ভয়াবহ। সে হৃদয় প্রস্তর হইতেও সুকঠিন,—

"Hard is the hert that loveth naught.[১]"

এইরূপ হৃদয় যাহার, কোন দুষ্কার্য্যই তাহার পক্ষে অসাধ্য নহে।

ধর্ম্মই যেমন ধর্ম্মের পুরস্কার, তেমনি প্রেমলাভই প্রেমদানের পুরস্কার। প্রতিদান লাভের একটুকু অস্ফুট কামনা প্রেমের মধ্যে সুগূঢ়রূপে নিহিত আছে। উহা লাভ করিলে নীহারসিক্ত ম্রিয়মাণ কুসুমের ন্যায়

(১) Poems attributed to Chaucer.

প্রেমিকের প্রাণ সজীব হইয়া উঠে। তদবস্থায় তিনি যে দিকে নেত্রপাত করেন, সেই দিক হইতেই মিষ্টত্ব ক্ষরিত হয়। তদভাবে তাঁহার অন্তর্বাহ্য,—"দশ দিশ বিরহ হুতাশে" পূর্ণ হয়। প্রেম-প্রতিদান লাভ করা প্রেমের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু গৌণ ভাবে উহা লব্ধ হইলে, সুখসিন্ধু উথলিয়া উঠে—হৃদয়ের শূন্যতা দূর হয়। প্রতিদান হইতে প্রেম পুষ্টিলাভ করে বলিয়াই হৃদয়ের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা,—নিরন্তর প্রার্থনা যে, প্রেম-প্রতিদান হইতে হৃদয় যেন বঞ্চিত না হয়। পরমাত্মার সহিত সহবসলাভের কামনার ন্যায় জীবের এই প্রেম-প্রতিদান লাভের কামনা পবিত্র।

জল দ্বারা যেমন জল বাহির করা যায়, তেমনি প্রাণ দ্বারা প্রাণ টানিয়া আনা যায়। প্রাণ দান না করিলে অন্যের প্রাণ পাওয়া যায় না। প্রাণ দান করিলেই যে সর্ব্বদা তাহার প্রতিদান পাওয়া যায়, তাহাও নহে। কত কত সতী স্ত্রী দেহমনপ্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক পতির সেবা করেন,—পতিকে "প্রাণাৎ প্রিয়তর" জ্ঞান করেন,—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পদাঘাত ব্যতীত তাঁহাদের প্রাণপণ সেবার অন্য কোনই প্রতিদান লাভ করেন না! যে বন্ধুকে তুমি আন্তরিক

স্নেহ কর, তিনি হয়ত তোমাকে দেখিলে অন্য দিকে মুখ ফিরাইবেন, তোমার আধ-প্রকাশ আধ-অপ্রকাশ মরমব্যথা দেখিয়াও দেখিবেন না।

সংসার-মরু ধু ধু করিতেছে। এখানে কেবলই দীর্ঘনিশ্বাস, কেবলই মরম-বেদনা, কেবলই হা হতোস্মি। এখানে তৃপ্তি কোথায়, সুখ কোথায়, প্রেমের উপযুক্ত প্রতিদান কোথায়? এখনকার মহাজনেরা দীন, দরিদ্র, লাভাকাঙ্ক্ষী। এখনকার খাতকেরাও দীন, দরিদ্র, দেউলিয়া। এখানে দাদন করিয়া যাহা কিছু অল্প স্বল্প পাওয়া যায়, তাহাতেই মহতেরা আপনাদিগকে কৃতার্থ ও লাভবান্ জ্ঞান করেন। প্রেমই প্রেমের পুরস্কার। প্রেম দান করিতে পারাই পরম লাভ। তবে—প্রতিদান-লাভে বঞ্চিত হইলেই বা ক্ষতি কি? যিনি লাভবান্ হইবার কামনায় এখানে প্রেম দান করিবেন, তিনি বঞ্চিত ও প্রতারিত হইবেন। এখানে কাহারই বা কি আছে? এখানে সকলেই মুষ্টিমেয়মাত্র পাইয়া কোনও ক্রমে জীবন ধারণ করে। যিনি প্রতিদান না পাইয়াও, প্রেম-দান করিয়াই আপনাকে লাভবান্ জ্ঞান করেন, তিনিই এখানে সুখী হইতে পারেন। পৃথিবী কেবল 'দাদনের' স্থান। লোকান্তরে 'সুদে আসলে' পাওয়া যায়।

এখানকার যে প্রচলিত সখ্য, সে কেবল দুই দিনের হাসিখুসি,—দুই দিনে ফুরাইয়া যায়। রজনীসমাগমে যেরূপ বিহঙ্গমগণের আনন্দকোলাহল ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে গগনপ্রান্তে যাইয়া প্রতিধ্বনির ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়ে,—আকাশ মেঘাবৃত হইলে যেমন তারকাগণ আর ঝিকি ঝিকি হাসিয়া হাসিয়া ফুটিয়া উঠে না এবং একে একে নিশাপতির আহ্বানার্থে শূন্যমার্গে বহির্গত হয় না,—তেমনি দুঃখ-নিশীথিনীর সমাগমে বিপৎ-ঘনাবলী পুঞ্জীকৃত হইতে আরব্ধ হইলে,—নিশাবসানকালে নক্ষত্রগণের একে একে ক্রমান্বয়ে অদর্শনের ন্যায়,—'বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজনেরা' একে একে অপসৃত হইয়া পড়েন,—আর পূর্ব্বের মত তাঁহাদিগকে বড় দেখা যায় না। নীরদ-বনে যে চপলা ক্রীড়া করে, তাহাও স্থির, অথচ সংসারের এই সমুদায় বন্ধু বান্ধবাদি অভিধানযুক্ত জীবগণের সদ্ভাব স্থির নহে। ইহাঁদের উপর যাঁহারা কোন রূপ আশা ভরসা স্থাপন করেন, তাঁহারা বিনষ্ট হয়েন,—
"And they are lost—poor things! poor things![1]"

(১) Goethe. Faust.

শত্রুগণকেও বিশ্বাস করা যাইতে পারে, তথাচ এইরূপ বন্ধুগণকে বিশ্বাস নাই।

(এ সংসারে যাহার দরদী আছে,—যে মনের মত মানুষ পায়, সেই সুখী) এই সৌভাগ্য কয় জনের ভাগ্যে ঘটে? ঈশার তুল্য উচ্চ ও পবিত্র আত্মাও এ সুখে বঞ্চিত ছিলেন! তাঁহার প্রাণসম প্রিয় জুডাস্ ইস্কারিয়টই তাঁহার প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শত্রুতাচরণ ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল এবং তাঁহার প্রাণসংহারের কারণ হইয়াছিল।[১] অন্যে পরে কা কথা? তাই আক্ষেপ করিয়া কবি—

"বিদ্যাপতি কহে, প্রাণ জুড়াইতে,
লাখে না মিলল একে।"

লঘুচিত্ত ব্যক্তিগণ এই বন্ধুত্ব লাভের জন্য কতই লালায়িত, কতই যত্ন ও চেষ্টা করে, কতই সুখ বিসর্জ্জন দেয়,—কিন্তু অবশেষে ইহারই জন্য অসুখী হয়। বহুদর্শী ব্যক্তিগণ সংসারের প্রচলিত সখ্যাদির মূল্য জানেন। তাহা লাভের জন্য তাঁহারা বড় লালায়িত হয়েন না, বড় অধিক যত্ন ও চেষ্টা করেন না।

সংসারের মধ্যে পরিবারে যে রসের আস্বাদন পাওয়া

(১) St. Matthew. xxvi, 14-16. 47. 48, etc.

যায়,—সেথায় যে সহৃদয়তা,—যে সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বিশ্বসংসার ঘুরিয়া আর কোথাও সহজে লাভ করা যায় না!

(প্রেম আত্মার অঙ্গরাগ! যেখানে প্রেম, সেইখানেই সৌন্দর্য্য। যেখানে সৌন্দর্য্য, সেই খানেই সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ,—অতএব সেই স্থানেই স্বর্গ। স্বর্গ প্রেমিকের বাহিরে, বা, তাঁহা হইতে দূরে নহে। উহা তাঁহার অন্তরে।)

(প্রেমের সৌন্দর্য্যের নিকট সকল সৌন্দর্য্য পরাস্ত! এমন চিত্তহারী বস্তু আর কি আছে? রবাব্ যন্ত্রের অমৃতবর্ষিণী সঙ্গীতধারা, বিহঙ্গমকুলের সুমিষ্ট আলাপ, নির্ঝরিণীর মধুর গম্ভীর কলনাদ, পর্ব্বত-প্রতিধ্বনির অনির্ব্বচনীয় মাধুরী, কুসুমের সুরভিনিশ্বাস, নক্ষত্র-খচিত নীলাম্বরের শোভা প্রেমের শোভা ও মধুরতার নিকট পরাভূত। আমরা সুচারু পঙ্কজকে অনুরঞ্জিত করিতে পারি, তুষারকে ধবলতা প্রদান করিতে পারি, চন্দ্রমাকে স্মিত-শিক্ষা প্রদান করিতে পারি, শিশুকে সরলতা শিক্ষা দিতে পারি, কিন্তু প্রকৃত প্রেমে মাধুর্য্য ও কমনীয়তা যোগ দিতে পারি না। উহা এমনই পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর!

প্রেম তানলয়যুক্ত সঙ্গীত। অপ্রেম শ্রুতিকটু কোলাহল। প্রেমিকের হৃদয়ের সুর তারার পঞ্চমে বাঁধা। উহা বেসুরে বা বেতালে বাজে না। আমাদিগের সুর উহার সহিত মিলে না। আমরা উহার সহিত সঙ্গৎ করিতেও অপারগ!

যেখানে প্রেম সেই খানেই মধুরতা। যে কার্য্যে, যে ব্যঞ্জনে প্রেম-মশ্‌লা পড়িয়াছে, উহা কতই সুস্বাদু! এই কারণেই বঙ্গদেশে "মাতৃহস্তে ভোজনের" বিধি আছে। বঙ্গীয় কবি প্রেম-মশ্‌লার মিষ্টতা আস্বাদন করিয়া বলিয়াছেন,—

"মায়ের রন্ধনে খাব ভাত"।[১]

যাহাতে প্রেম-মশ্‌লার অভাব, তাহা কতই কটু ও বিস্বাদ!

প্রেম কণ্ঠস্বরকে মৃদু, মধুর ও কোমল করে,— মুখশ্রীকে দিব্য জ্যোতি প্রদান করে।

প্রেমই সঙ্গীতের জন্মদাতা। প্রেম হইতেই কবিতা প্রসূত হইয়াছে। প্রেম হইতে ভাষা পুষ্টি, লালিত্য ও অঙ্গসৌষ্ঠব লাভ করিয়াছে। প্রেমই ছন্দসুন্দরীকে নৃত্য করিতে শিক্ষা দিয়াছে। এক মহাপ্রেম নীলাম্বর-পত্রে "তারকাকনককুচি, জলদ অক্ষর রুচিতে",[২] বিশ-

(১) মুকুন্দরাম। (২) শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গীত লিখিয়া রাখিয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"The first awakener of language is Love." এবং "Music and language alike must have come from within,—from the greatest depths of our nature."[১]—প্রেমই প্রথমতঃ মানবের নীরব কণ্ঠের সুষুপ্তা বাণীকে জাগরিত করিয়াছে এবং ভাষা ও সঙ্গীত অন্তর হইতে—আমাদিগের প্রকৃতির গভীরতম প্রদেশ হইতে বিনির্গত হইয়াছে।

ক্রৌঞ্চমিথুনের প্রতি প্রেম ও সহানুভূতিই বাল্মীকি-প্রতিভার সহজ, নির্ম্মল ও অমৃতময় কবিত্বস্রোতের উৎপত্তি স্থল।

যে ভাষা হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে নির্গত হয়, তাহাই পাঠক ও শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করে। হৃদয়ের ভাষাই প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা। হৃদয়ের ভাষাই চিরকাল জীবিত থাকে। হোমার, কালিদাস প্রভৃতিকে কালে বিস্মৃত হইতে পারা যায়, কিন্তু তাঁহাদের প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের প্রকৃত কথা,—স্বীয় হৃদয়-বেদ পাঠ করিয়া তাঁহারা যে সত্য লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার বিনাশ নাই। যে প্রকারেই হউক, উহা অবিনশ্বর রহিবে।

(১) Earle. Philology.

সমালোচনার নিষ্ঠুর ছুরিকা তাঁহাদের গ্রন্থের সর্ব্বাংশের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদ সাধন করিতে সক্ষম হইবে, কিন্তু খাঁটি হৃদয়ের কথা হৃদয়ের ভাষাতে যে স্থলে প্রকাশিত হইয়াছে, সে কোমল ও পবিত্র অংশে কখনই অস্ত্রাঘাত করিতে ও বিকৃতি এবং ক্রুটী দর্শাইতে পারিবে না। অবিনশ্বর ভাব অবিনশ্বর আকারে ও সজ্জাতে প্রকাশিত হইলে, কে তাহাকে নষ্ট করিতে পারে ? উহা মানব সমাজের শোণিত, মজ্জা ও অস্থিগত হইয়া পড়ে। সমাজ তাহা ভুলিতে পারে না,—ভুলিলেও চলে না।

(প্রেম 'জীয়ান্ কাঠি'! প্রেমের সঞ্জীবনী শক্তি আছে। যে মৃতপ্রায়, প্রেম তাহাকে জীবনদান করে। যে নির্জীব ও দুর্ব্বল প্রেম তাহাকে সজীব ও সবল করে। আমরা জীবিত থাকিতে চাহি কেন ? না, প্রিয় বস্তুকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না বলিয়া। যাহা জীবন হইতেও অধিক, তাহা আমার সেবা প্রাপ্ত হউক এবং আমি তাহার মাধুর্য্য উপভোগ করি, এই আকাঙ্ক্ষাই জিজীবিষার মূল)

প্রেম আত্মার চক্ষু কর্ণ ফুটাইয়া দেয়। উহা জ্ঞানদৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে,—বিশ্বাস-নেত্রকে উন্মীলিত করে।

প্রেম মূককে বাচাল করে, অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ করে, বধিরকে শ্রুতিশক্তি প্রদান করে, এবং অরসিককে রসিক করে।

প্রাকৃত জনে যে মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে পায় না, সেই দিব্য রাগিণীর অমৃত-লহরীতে প্রেমিকের শ্রুতি-বিবর পরিপূরিত। অন্যে যে স্থানে কিছু দর্শন করে না, অন্ধ প্রেমিকও সে স্থানে, কি জানি, কি কথা পাঠ করেন। প্রেমিক শিশু হইতে জ্ঞান ও ভুজঙ্গ হইতে সরলতা শিক্ষা করেন। তিনি অচেতন বস্তুরও মধ্যে চৈতন্য দর্শন এবং তাহা হইতেও ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন ও বৃক্ষলতা, নদনদী এবং প্রস্তরাদিকে প্রশ্ন করিয়া উত্তর লাভ করেন। বিশ্বগ্রন্থ তাঁহার নিকট দুষ্পাঠ্য ও দুর্ব্বোধ নহে। দিবাভাগে নয়ন যেমন সৌর কিরণ দর্শন করে, তেমনি তিনি অহর্নিশ প্রত্যেক পদার্থে প্রেম-জ্যোতি দর্শন এবং সর্ব্ব বস্তুর নিকট প্রেম-কাহিনী শ্রবণ করেন। প্রেমিক ব্যতীত কে বল "ফুটন্ত ফুলের মাঝে লুকান মায়ের হাসি"[১], অথবা "রব চন্দ দীপক বনে"[২], জাগ্রত "প্রেম-আঁখি"[৩] দর্শন করেন? তাঁহার নিকট জগৎ একটী স্বচ্ছ স্ফটিক-গৃহ। তাঁহার

(১) শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা। (২) গুরু নানক। (৩) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চক্ষে যাবতীয় পদার্থ সেই প্রেম-জলধির এক একটী ক্ষুদ্র ঢেউ। উহা তাঁহার হৃদয়োপকূলে নিরন্তর ঘাত প্রতিঘাত করে।

চান্দ্র্য-রশ্মি-সিক্ত নয়নে যাহা দেখিবে, তাহাই মধুময় দেখাইবে, তদ্রূপ প্রেম-কমল-মধু-স্নাত চক্ষু চতুর্দ্দিকে স্নিগ্ধ দর্শন নেত্রপাত এবং মাধুর্য্য করে।

প্রেম ভীরুকে সাহসী ও সাহসীকে ভীরু করে। উহা প্রকৃতিকে পুরুষ ও পুরুষকে প্রকৃতি করে। উহা সবলকে দুর্ব্বল ও দুর্ব্বলকে সবল করে এবং শিশুকে প্রবীণ ও প্রবীণকে নবীন করে। প্রেম অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ ও চক্ষুষ্মান্‌কে অন্ধ করে,—পণ্ডিতকে মূর্খ ও মূর্খকে পণ্ডিত এবং মূককে বাচাল ও বাচালকে মূক করে। প্রেম এইরূপ "বিরুদ্ধ-ধর্ম্মময়"।

প্রেম আত্মার বিশেষ বিধি। উহা সাধারণ বিধিকে বিপর্য্যস্ত করে। শাক বার্ত্তাকুর হিসাবে যাহারা সুপটু, এ বিধি তাহারা জ্ঞাত নহে।

প্রেম এক অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল। স্বর্গ মর্ত্ত্য, ক্ষুদ্র বৃহৎ, সাধু অসাধু সকলেই ইহার কুহকে বশীভূত। সুর নর সকলেই ইহার অগ্রে নতজানু। উহা অসম্ভবকে সম্ভব করে,—লৌহকে সুবর্ণ করে। এই উপকরণানভিজ্ঞতা-

বশতঃ য়ুরোপীয় এল্‌কেমিষ্ট্‌গণ সুবর্ণ-প্রস্তুতি-প্রকরণ উদ্ভাবনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই! ইহারই গুণে সল্ পল্ হইয়াছিল,—লম্পট বিল্বমঙ্গল হইয়াছিল! "জাম্বুনদহেম" আর কি রূপে মিলে?

কোনও স্থানে প্রেমের প্রবেশ-নিষেধ নাই। সর্ব্বত্রই উহার সহজ গতিবিধি। পশু পক্ষী,—জীব জন্তু,—যে যেখানে আছে,—রাক্ষসের শোণিতময় হৃদয় ও বুদ্ধের বিশাল অন্তর,—ভিখারীর কুটীর, মহারাজের প্রাসাদ,—স্বর্গ ও পৃথিবী,—ইহ ও পরকাল সকলই প্রেমের নিকট উদ্ঘাটিত।

মেষ সিংহে সরোবরের এক স্থানে বারি পান করিতেছে, ইহা কেবল প্রেম-রাজ্যেই দেখা যায়। এই দেশেই, ভুজঙ্গ ও নকুলে সৌহৃদ্য,—বারিতে প্রস্তর ভাসিতেছে এবং কমল ডুবিতেছে দেখা যায়। এই রাজ্যেই নিকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ হয় এবং আমাদের হিসাবে যিনি শ্রেষ্ঠ, তথায় তিনি নিকৃষ্ট।

প্রেম-পাশ বজ্রবৎ সুদৃঢ়, আবার কুসুম-কোরকের ন্যায় সুকোমল। আয়স শৃঙ্খল ছিন্ন করা সহজ। কারাগারের লৌহ-প্রাচীর ভেদ করা কঠিন নহে। কিন্তু কাহার সাধ্য যে প্রেমের কুসুম-শৃঙ্খল ছিন্ন

করে? ঘোরতর দস্যু, পাষাণময় নরহন্তা, ভয়ানক নৃশংস পশুগণও ইহার ফাঁদ এড়াইতে পারে না। প্রেম-ফাঁশি ছাড়াইবার যো নাই। প্রবাদ আছে যে, একদা রোম্ নগরে ক্রীড়াস্থলে কোন ক্ষুধার্ত্ত পিঞ্জরমুক্ত সিংহ গ্রাসমানসে এন্দ্রোক্লিস্ নামক জনৈক ক্রীত-দাসের স্কন্ধে ঝম্ফ প্রদান করিবা মাত্র, তাহার দেহে পূর্ব্ব পরিচয় ও প্রেমের আঘ্রাণ লাভ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট হত্যাকাণ্ড হইতে বিরত হয় এবং এন্দ্রোক্লিসের চরণতলে ধরণীপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হইয়া প্রেমাস্পদের চরণলেহন এবং সস্নেহ লাঙ্গুলসঞ্চালন ও নয়ন-নিমীলনাদির দ্বারা প্রিয়-সন্দর্শন লাভের আনন্দ প্রকাশ করে। সিংহের সেই তেজঃপুঞ্জপূর্ণ, মূর্ত্তিমান্ রজোভাব সদৃশ, স্থির ও ভয়ানক নয়নগোলক যুগল, সহসা, যেন, কি এক [illegible] সিক্ত হই-য়াছিল এবং অতি স্নিগ্ধ, সুশীতল ও মনোরম জ্যোতিঃ-বর্ষণে, সেই [illegible] নয়ন-কিরণের প্রখরতায় বিশুষ্ক ও মৃতকল্প এন্দ্রোক্লিসের হৃদয়কে, মাধ্যাহ্নিক প্রচণ্ড তপনের খরকরোত্তপ্ত মরুভূমির শুষ্ক বালুকারাশির নবনীরদ-বর্ষণ-সিক্ত প্রফুল্লতায় ভূষিত করিয়াছিল।

প্রেমের জলে পাষাণ গলে। উহা পাষাণকেও কুসুম

কোমল করে।, কঠিনহৃদয় হিউবার্ট্ শিশু আর্থারের করুণস্বরে দ্রবীভূত হইয়াছিল। উত্তপ্ত লৌহদণ্ড তাহার স্থিরমুষ্টি হইতে স্খলিত হইয়াছিল। কি সাধ্য যে, সেই অসহায় শিশুর বাষ্পময় চক্ষের সম্মুখে সেই পাষণ্ড স্থির ভাবে দণ্ডায়মান্ থাকে? সে আর্থারের অঙ্গহানি করিতে যাইয়া হটিয়া আসিয়াছিল এং বলিতে বাধ্য হইয়া-ছিল, "His words do take possession of my bosom."(১)—ইহার কথা যে আমার হৃদয় অধিকার করিতেছে! মানব প্রকৃতি স্নেহনীরে পূর্ণ। হিউবার্টের রাক্ষসবেশের আভ্যন্তরীণ সেই মনুষ্যত্ব জাগ্রত হইয়া-ছিল। নিদ্রাভিভূত শত্রুর বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে মেক্‌বেথও কিংকর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পশ্চাৎপদ হইয়াছিল এবং তাহার পর্ব্বতের ন্যায় সেই স্থির চিত্তও বিচলিত হইয়াছিল।(২)

এই প্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, প্রেমানন্দ গৌরাঙ্গ নীলাচল হইতে বৃন্দাবনাভিমুখে গমনকালে পথিমধ্যে অরণ্যে প্রবেশ করতঃ যখন প্রেমবিহ্বল হৃদয়ে গলদশ্রুলোচন হইয়া অমিয়মাখা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন

(১) Shakespeare. King John.

(২) Shakespeare. Macbeth.

ও বিভুগুণ গান করিতে করিতে রসোল্লাসে নৃত্য করিতেন, তখন শার্দ্দূলাদি বন্য পশুগণ ও কেকাবল প্রভৃতি আরণ্যক পক্ষিগণ পর্য্যন্তও প্রেমসংক্রামিত হইয়া প্রেমোন্মত্ত নিমাইয়ের অনুগমন করিত।(১)

প্রেম বিলাসী নহে। উহা কর্ম্মশীল, সেবাপ্রিয়। উহা আলস্য ও জড়তা দূর করে। নিশাবসান না হইতে হইতেই সরোজবান্ধব গগনমাঝে সুদূর প্রদেশ হইতে, আকাশমার্গে বায়ুমণ্ডল লঙ্ঘন করতঃ, নব প্রণয়িনীর আনন্দবর্দ্ধনার্থে, [illegible] পতিরূপধ্যানমগ্না নিমীলিতাক্ষী কমলিনী সতীর পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। স্বেদযুক্ত কলেবরে অশেষ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক কোটি-যোজন পথ অতিক্রম করিয়া ক্ষুদ্র সরোবরের তীরে আগমন কিসের নিমিত্ত? প্রাণের টানে তরুণ অরুণ সর্ব্ব আয়াস তুচ্ছ করিয়া, হৃদয়ে অতি সঙ্গোপনে প্রিয় নাম জপিতে জপিতে, প্রেমমন্ত্র সাধনাভিলাষে দিবানিশি গিরিগুহা, বন উপবন, নগর প্রান্তর অক্লেশে পরিভ্রমণ করিতেছে। সলিল পবন, গিরিগুহাকে কোন প্রশ্ন কর, তাহারা নিরুত্তর, স্বকার্য্যে ব্যস্ত; উত্তর প্রদান করিবার অবসর তাহাদের নাই।

(১) চৈতন্যচরিতামৃত। ম, ১৭প।

তাহারা প্রেমিক, সেবক, সাধক। তাহারা মন্ত্রগুপ্তি শিক্ষা করিয়াছে। "প্রেমে নিমগন—নিখিল নীরব।" ব্রহ্মাণ্ড কাহার রূপ মাধুরী দর্শনে স্তব্ধ ও অনন্ত ধ্যানে নিমগ্ন! জড় জগৎ অচেতন নহে, সমাধিস্থ,—হৃতচৈতন্য! উহা নীরবে দেবঋণ ও পিতৃঋণ শোধ করে। উহা নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে কর্ত্তব্যপথে চলিয়া যায়,—কাহারও প্রার্থনা, অনুজ্ঞা বা করতালির অপেক্ষা করে না। পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবে,—সৌন্দর্য্য ও সৌরভ ছড়াইবে,—জগতের বাহ-বার জন্য দাঁড়াইবে না।

কর্ম্ম ও সেবাহীন প্রেম হৃদয়ের এক প্রকার বিকৃতি। উহা এক শ্রেণীর আধ্যাত্মিক বিলাসিতা। যেখানে প্রেম, সেইখানে কর্ম্ম ও জীবন। কর্ম্ম ও জীবন যেখানে, প্রেমও সেই খানে। সেবা,—মঙ্গল-সাধনই প্রেমের জপমালা। যাঁহারা সেবার জন্য প্রস্তুত হয়েন, তাঁহারাও সেবক,—
"They also serve, who but stand and wait."[১]
আলস্যের সুকোমল ক্রোড়ে শয়ন করিয়া চন্দ্রমাবিভা-ষিতা রজনীতে আনুনাসিক অর্দ্ধস্ফুটস্বরে প্রেমগাথা আবৃত্তি করা, প্রেম নহে। উহা ভাবুকতা মাত্র। উহা

(১) Milton. Sonnet.

অমিশ্র, বিশুদ্ধ দুগ্ধ নহে,—এক প্রকার শ্বেত, মিশ্র, তরল ও দুগ্ধসদৃশ পদার্থ মাত্র।

প্রেম ভাবুকতা নহে। ভাবুকতার বাস চঞ্চল ছায়ার মধ্যে। উষ্ণতা যেরূপ তপ্ত লৌহের ক্ষণস্থায়ী ধর্ম্ম,—ভাবুকতা সেইরূপ হৃদয়ের ক্ষণস্থায়ী অবস্থা। কিন্তু উষ্ণতা যেরূপ অগ্নির নিত্য ধর্ম্ম, প্রেম সেইরূপ হৃদয়ের স্থায়ী ভাব।

এই প্রকার লোকপ্রবাদ শ্রুত হওয়া যায় যে, জনৈক প্রসিদ্ধ গণিতবেত্তা বলিয়াছিলেন যে, যদি উত্তোলন-যন্ত্র (lever) স্থাপন করিবার উপযুক্ত কীলক লাভ করা যায়, তবে এই পৃথিবীকে স্বকেন্দ্রচ্যুত ও স্বস্থানভ্রষ্ট করিতে পারা যায়। এই অসাধ্যসাধন কি প্রকারে সম্ভবে, তিনি বলিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু বুঝিতে পারেন নাই। তিনি সে যন্ত্র ও সে যন্ত্র-প্রয়োগ-স্থান লাভ করেন নাই। প্রেমিকগণ চিরদিন তাঁহার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া প্রমাণতঃ দেখাইয়া দিতেছেন যে, যে যন্ত্র দ্বারা পৃথিবীকে উল্টাইয়া দেওয়া যায়, তাহা প্রেম এবং যে স্থানে ঐ বিচিত্র যন্ত্র স্থাপন করা যায়, তাহা মানবের হৃদয়,—সমাজের বক্ষ। সন্ধানপূর্ব্বক এই যন্ত্র প্রয়োগ করিতে পারিলে, যথার্থই অবনীকে

উৰ্দ্ধাধো ভাবে উল্টাইয়া দেওয়া যায়। ঈশা, শাক্যসিংহ, মহম্মদ্ প্রভৃতি সাধুগণ এই শক্তির বলে যে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা জড়শক্তির দ্বারা কখনও সাধিত হয় নাই,—হইতে পারেও না। তাঁহাদের যন্ত্র ও যন্ত্রপ্রয়োগ-প্রণালীর গুণে বিপথগামিনী ধরণীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উহা মানবের চাল্ চলন, কার্য্যকলাপ, ভাষা ও জীবনকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে। আজ আমাদের গৃহ যে প্রণালীতে নির্ম্মিত এবং আমাদের প্রকোষ্ঠ যেরূপে সজ্জিত, তন্মধ্যেও তাঁহাদিগের হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

জড়শক্তি এই প্রেমশক্তির নিকট পরাভূত। কবি প্রেম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গাহিয়াছেন,—

"Mightier far
Than strength of nerve or sinew or the sway
Of magic potent over sun and star,
Is love, though oft to agony distressed."(১)

—যদিও প্রেমের ভাগ্যে অধিকাংশ সময়ে দুঃখ-ভোগই ঘটে, তথাচ দৈহিক শক্তি বা সূর্য্যতারকাবশ-কারিণী ঐন্দ্রজালিক শক্তি অপেক্ষা উহার শক্তি বহুল

(১) Wordsworth. Laodamia.

পরিমাণে অধিক। যখনই প্রেমশক্তির সহিত অন্য শক্তি মিলিত হইয়াছে, তখনই উহা অজেয় হইয়াছে। যখনই প্রেমশক্তির সহিত উহা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তখনই উহার পরাজয়-আরম্ভ হইয়াছে। যত দিন রাজশক্তি ও প্রজা-বাৎসল্য একত্রে অবস্থান করে,—যত দিন রাজসিংহাসন প্রজাগণের স্কন্ধের উপর স্থাপিত না হইয়া, তাহাদিগের হৃদয়ের উপর স্থাপিত থাকে, তত দিনই উহা অটল ও নিরাপদ। প্রজাগণের হৃদয় হইতে উহা স্খলিত হইলে, পশুশক্তির কি সাধ্য যে, চিরদিন উহাকে পতন হইতে রক্ষা করিতে পারে? ইতিহাসের প্রতি পত্রে ইহার ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে।

প্রেমিকের চাল্ নিতান্ত বেয়াড়া। তিনি সাংসারিক আর্দ্রকব্যবসায়িগণের কেন্দ্রের বহির্ভূত। তিনি সামাজিক আদব্ কায়দার দাস নহেন। তিনি সামাজিক কপটতার আবরণে তাঁহার আত্মার স্বাভাবিক নগ্নতা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে চাহেন না। তাঁহাকে আচার ব্যবহার শিক্ষা দিবার সাধারণের অধিকার কোথায়? সমাজ তাঁহার চরণপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া সদাচার শিক্ষা করে। প্রেম যাবতীয় সদাচারের ভিত্তি ও প্রাণ। শিষ্টাচারের উদ্দেশ্য পরকে সুখ দেওয়া, অর্থাৎ পরের

মঙ্গল বাসনা করা। অতএব প্রেমই উহার জীবন। যদি হৃদয়ে প্রেম না থাকে, তবে সামাজিক অভ্যর্থনাদি অস্বাভাবিক এবং উপহাসজনক হইয়া উঠে। প্রেম-পূর্ণ হৃদয় হইতে যে শিষ্টাচার নির্গত হয়, মুসল-মান্-বাদসাহ এবং চীন-সম্রাটও তাহা শিক্ষা করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

প্রেমিক সংসারের নেত্রে উন্মত্ত। সাংসারিক লোকের চক্ষে বিজ্ঞ বলিয়া গৃহীত হইতে হইলে, প্রেম-পাণ্ডিত্য লাভ করা যায় না, প্রেমবিদ্যায় পারদর্শী হওয়া যায় না। ভদ্র সুসভ্য সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রেমিককে বলেন,—"তুমি একবারেই বহিয়া গিয়াছ! পাগল আর কি!" প্রেমিক বলেন,—

"এক বিন্দু প্রেম যদি পাই, বিজ্ঞ সুসভ্য
হতে নাহি চাই।
লোকে যে যা বলে, যা'ক চলে,
আমি সে সব হেসে উড়াই।"

সংসার যতই তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক জ্ঞান করিবে, ততই জানিতে হইবে যে, প্রেমিকের মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ; এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি স্বকেন্দ্রীভূত হইয়াছেন। কবিকুল-চূড়ামণি সেক্সপিয়ার্ গাহিয়াছেন,—

"No settled senses of the world can match,
The pleasure of that madness."—

—প্রেম সংসারের বিচারে এক প্রকার উন্মত্ততা হইলেও, উহার সুখের সহিত অন্য কোন সুখেরই তুলনা হয় না। কোনও দেশে, কোনও কালেই প্রাকৃত জনেরা প্রেমিককে গ্রহণ করিতে পারে নাই। গুণীই গুণগ্রহণে সমর্থ। জহুরী ব্যতীত কেহই হীরকের জল চিনিতে পারে না। কপটাচারী ব্যক্তি সরলতা,—অসতী সতীত্ব, মূঢ় জ্ঞানমর্য্যাদা জানে না। কৃপণ দয়ালু ব্যক্তির দানের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। রসজ্ঞ না হইলে কবিত্ব কে আস্বাদন করে? মার্জ্জিত শ্রবণ শক্তি না থাকিলে, তানলয়-যুক্ত-সঙ্গীত-মাধুরী কে অনুভব করে? ললিত বিভাষের মধ্যে,—কামদ ছায়ানটের মধ্যে,—হাম্বীর ও কেদারার মধ্যে পার্থক্য কে অনুভব করিতে পারে? প্রাকৃত জনে, প্রথমে, মহাপ্রাণের রহস্য ভেদ করিয়া উঠিতে পারে না।

জগতের চতুর্দ্দিকে অগণন শোভারাশি পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে (গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কুসুমগুচ্ছে সুশোভিত গুল্মলতাপরিবেষ্টিত গভীর কাননের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছি,—হিমবৎ ভূধরের তুষারকিরীটভূষিত

নির্ঝরসঙ্গীতপূর্ণ শৈবালময় শিখরদেশের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি,—গভীর নিশীথে বংশীর মর্ম্মভেদী অমৃতস্রাবী বিরহযাতনাপূর্ণ বিলাপমূর্চ্ছন শ্রুতিগোচর করিয়াছি,—মৃদু মন্দ সুখবহ মলয়ানিলের স্নিগ্ধ ও জীবনপ্রদ তরঙ্গে দেহ ঢালিয়া দিয়াছি,—গিরিকন্দরে বসিয়া শুভ্র-জ্যোৎস্নাপুলকিতা যামিনীর নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছি,—জ্ঞানরাজ্যের অত্যুচ্চ প্রদেশের অবরুদ্ধ প্রকোষ্ঠের দ্বারে আঘাত করিতে করিতে সময়ে সময়ে প্রবেশ লাভও করিয়াছি,—সুখতৃষ্ণায় এবং সৌন্দর্য্যপিপাসা-প্রণোদিত হইয়া নানা জনপদ এবং নানা বিষয়ের মধ্যে বিচরণ করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই তৃষিত প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় নাই। রূপরসগন্ধস্পর্শাদির পবিত্র মাধুর্য্য সম্ভোগ করিলে এক ক্ষণভঙ্গুর অতুল সুখ লাভ করা যায় বটে, কিন্তু সংসারসংগ্রামশ্রান্ত দেহমনঃপ্রাণকে, সেই একটী ক্ষুদ্র লোকচক্ষের অতীত নির্জ্জনতাপূর্ণ নিকুঞ্জকুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া, শান্তিময় মানবহৃদয়পর্য্যঙ্কে শায়িত না করিলে, প্রাণ সুশীতল হয় না,—প্রাণের ব্যথা প্রাণেই থাকিয়া যায়।

মানব-হৃদয়-কন্দরই সর্ব্ব মাধুর্য্যের আগার। হৃদয়-রূপ দূরবীণটী যতই নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছি, ততই

অসংখ্য, অভিনব, অতীব মনোরম শোভা অন্তর এবং বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর হইয়াছে।

বনভূমির অন্তর্দ্দেশে প্রবিষ্ট হইলে কেবলই যে, চতুর্দ্দিকে একই বর্ণের এবং একই প্রকার সৌরভময় পুষ্পরাজি নয়নপথে উদিত হইবে, তাহা নহে। বিভিন্নতাই উপবনশোভাসমষ্টির প্রাণ। সেই প্রকার, শোভায় শোভায় উচ্ছ্বসিত হৃদয়কাননের সুশীতল ও ছায়াময় প্রদেশে, নানা জাতীয় বৃক্ষলতাগুল্ম অঙ্কুরিত, মঞ্জরিত এবং নিত্য নবকুসুমিত হইতেছে। তন্মধ্যে কোথাও গন্ধহীন-পুষ্পাচ্ছাদিত বিটপী,—কোথাও বা তিক্তরস-পূর্ণ-ভস্মগর্ভ-ফলশালী তরু,—কোথায় বা মনোহারী বিষবৃক্ষ। বিহঙ্গমকাকলীধ্বনিত অটবী মাত্রেই যে চন্দন দ্রুম জন্মে, তাহা নহে।

ভাবলতিকাদির মূলসমূহ পরস্পরের সহিত নয়নাতীত অথচ ঘনিষ্ঠভাবে অনুস্যূত রহিয়াছে। একটীর মূলদেশ খনন করিতে করিতে অন্যগুলিরও মূলোৎপাটন সংঘটিত হয়।

মানবাত্মার যে সমুদায় ভূষণ আছে,—পরমাত্মার যে সমুদায় স্বরূপ আছে,—তন্মধ্যে সর্ব্বজীবসুখকারী ভূষণ ও স্বরূপ প্রেম এবং দয়া। দয়া এবং প্রেম মানবা-

ত্মার দুইটী বিভিন্ন বৃত্তি। ইহাদের উভয়ের প্রকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য ও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। দয়া প্রেমের অন্তর্ভূ'তা। দয়া রজতময়ী। প্রীতি হিরণ্ময়ী।

দয়া প্রেমের অতি নিকট কুটুম্ব। তাই, অলিভিয়া-প্রমুখ ইংরাজ কবি বলিয়াছেন,—

"Vio—I pity you.

Oli—That's a degree to love."(১)

দয়া ও প্রেমের মধ্যে পারিবারিক সাদৃশ্য আছে,—"Pity's akin to love."(২) কিন্তু তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য এবং বৈলক্ষণ্যও আছে।

দয়া পরকে আপনার করে। প্রেম আপনাকে পরের করে। দয়ার চক্ষু নিম্নের দিকে। প্রেম সর্ব্বদর্শী,—যেমন নিম্নগ, তেমনি ঊর্দ্ধগ। দয়া দারিদ্র্য ও মালিন্য দেখে। প্রেম ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করে। হীনতা দয়ার উদ্রেক করে। অভাব ও অযোগ্যতাই প্রথমে দয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যোগ্যতা এবং শ্রেষ্ঠতা, সত্য বা কাল্পনিক, প্রেমের উদ্রেক করে। সম্পদ প্রেমের নয়নকে আকৃষ্ট করে। উচ্চতা ও

(১) Shakespeare. Twelfth Night.

(২) Thomas Southerne.

মহত্ত্বের প্রতি দয়া জন্মে না,—কারণ, তাহার প্রতি দয়ার প্রয়োজন হয় না। উচ্চতা ও মহত্ত্বের প্রতি সহজেই প্রেম উদিত হয়। দয়া বৃহৎকে ক্ষুদ্র করে। প্রেম ক্ষুদ্রকে বৃহদাকার দর্শন করে। দয়া অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করে। দয়ার ভাবনা অধিকন্তু বর্ত্তমান কাল সম্বন্ধে। দয়ার প্রবাহ ইহকালব্যাপী। দয়ার দৃষ্টির সীমা পৃথিবী। প্রেম অতীত কাল হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়। প্রেমের ভাবনা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল সম্বন্ধে। প্রেমের প্রবাহ ইহ-পরকালব্যাপী। প্রেমের দৃষ্টির সীমা নাই,—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল পর্য্যন্ত তাহার গতি। দয়া বৈষম্য দর্শন করে। প্রেম উহা নাশ করে। প্রেম সমদর্শী। দয়ার সহিত বিষাদের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। দয়ার অশ্রু যাতনাময়। প্রেমের অশ্রু সুখময়। প্রেম হর্ষের সহিত নিকট সম্বন্ধে জড়িত। দয়াতে আত্মবিস্মৃতি নাই। প্রেম আত্মহারা। দয়ার প্রধান কার্য্য দুঃখ দূর করা। প্রেমের প্রধান কর্ম্ম সুখবর্দ্ধন করা। দয়া সকাম। প্রেম নিষ্কাম। দয়ার পুরস্কার কৃতজ্ঞতা। প্রেমের প্রতিদান প্রেম। দয়া নিরাশার সহোদরা। আশা প্রীতির সহোদরা।

দয়া ও প্রেম উভয়েই কর্ম্মী। উভয়েই ত্যাগী, বিরাগী, সন্ন্যাসী। উভয়েরই লক্ষ্য ও চেষ্টা মঙ্গলের দিকে,—অমঙ্গলের বিরুদ্ধে। উভয়েই ধীর, বিনয়ী, সহিষ্ণু ও লজ্জাশীল। উভয়েই আত্মম্ভরিতা দূর করে। উভয়েই অহঙ্কারশূন্য। উভয়েই তৃণাদপি সুনীচ ভাব আনয়ন করে। উভয়েই স্বার্থশূন্য। উভয়েই বিক্রমশালী। উভয়েই অশ্রুভূষিত। উভয়েরই উচ্ছ্বাসের প্রকাশ অশ্রুকণাতে। উভয়েরই ব্রত পরোপকার। উভয়েরই ভাবনা পরের জন্য। উভয়েই পরের সত্তাতে আপনাকে এবং আপনার সত্তাতে পরকে মিশ্রিত করে,—দয়া ক্ষণকালের জন্য এবং প্রেম চিরকালের জন্য। উভয়েই পরসুখে সুখী এবং পরদুঃখে দুঃখী। উভয়েই অপরকে দিতে চাহে—অপরের নিকট হইতে কিছুই লইতে চাহে না। উভয়েই পার্থক্যে এক ভাব আনয়ন করে। উভয়েই সমবেদনা অনুভব করে। উভয়েই নিজ সুখ তুচ্ছ করে,—প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে। উভয়েই গুণগ্রাহী। উভয়েই সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উভয়ে উভয়ের সত্তাতে অনুপ্রবিষ্ট। উভয়েই এক জাতীয়। উভয়েই এক গৃহে, একই পরিবারে জাত, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় জন্ম, ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গ, এবং ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য ও

জীবন বলিয়া উভয়ের বাহ্য আকারের এবং প্রকৃতির এত অধিক বিভিন্নতা।

দয়া এবং প্রেম ধর্ম্মজীবনের প্রধান সহায়। ধর্ম্ম-মত সম্বন্ধে নানা মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু দয়া ও প্রেম যে, ধর্ম্মজীবনের বিকশিত অবস্থার সৌরভ, এতৎসম্বন্ধে কোনও মতভেদ দৃষ্ট হয় না। দয়া এবং প্রেম মুক্তিলাভের দুইটি প্রধান সোপান।

বৌদ্ধ উক্তি এই যে,—"Be kind to all that liveth.[১]"—সর্ব্ব জীবে দয়া করিবে। বৈষ্ণব বিধি এই যে,—

"নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবন।
এই তিন কার্য্য তুমি করো সনাতন॥[২]"

সর্ব্বজীবে দয়া ত বিধি। নিষেধ কি? না,—

"প্রাণী মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।[২]"

খৃষ্টীয়ান্ উক্তি এই যে,—"দয়ালু ব্যক্তিগণ ধন্য, কারণ তাঁহারা ভগবৎ প্রসাদ লাভ করিবেন।[৩]" যদি দয়া এবং প্রেম না থাকে, তবে ধর্ম্ম কর্ম্ম বৃথাই

(১) Fo-sho-hing-tsan-king. V. 2, 204.

(২) চৈতন্যচরিতামৃত। (৩) St. Matthew. V. 7. Etc.

পরিশ্রম।[১] "তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন দয়ালু, তেমনি দয়াল হইবে।"[২]

মহম্মদীয় উক্তি এই যে,—"দয়ালু ব্যক্তি এবং মঙ্গলকারিগণের প্রতি পরমেশ্বর সন্তুষ্ট।[৩]"

যাবতীয় মনস্বিগণের বাক্যও এই সমুদায় বাক্যেরই প্রতিধ্বনি। হৃদয়বান্ ইংরাজ-কবি গাহিয়াছেন,—

"Howe'er it be, it seems, to me,
'Tis only noble to be good.
Kind hearts are more than coronets,
And simple faith than Norman blood.[৪]"

—সাধুশীল ব্যক্তিই প্রকৃত "খান্দান্" বিশিষ্ট, সৎকুলোদ্ভব। দয়ার্দ্র হৃদয়ই কিরীটভূষিত মস্তক অপেক্ষা সম্মানার্হ এবং সরল বিশ্বাস উচ্চবংশীয় (নর্ম্মান্) শোণিত অপেক্ষা অধিকতর ভক্তিভাজন।

ওজস্বী ইংরাজ-কবি গাহিয়াছেন,—

"The drying up a single tear has more
Of honest fame, than shedding seas
of gore.[৫]"

(১) St. Paul. I. Cor. XIII. I. (২) St. Luke. VI. 36.
(৩) Sale's Koran. Ch. III.
(৪) Tennyson. Lady Clara Vere de Vere.
(৫) Byron. DonJuan. Canto VIII.

—দীনহীন জনের একটীমাত্র অশ্রুকণা বিমোচন করা, রুধিরপ্রবাহে ধরাকে অভিষেক করা অপেক্ষা, প্রকৃত পক্ষে অধিকতর গৌরবজনক।

দয়া সগৌরবে সংবাদপত্রের স্তম্ভে স্বকীর্ত্তির বিজ্ঞাপন ঘোষণা করে না। দয়া গোপনে,—অন্ধকারে,—নিঃশব্দে,—পরের নহে,—নিজের যাতনা দূর করিবার চেষ্টা করে। নয়নান্তরালে নীরবে দয়া যাহার অনুষ্ঠান করে, এক নিত্য-জাগ্রত চক্ষু, তাহা নিরীক্ষণ করেন। গোপনে যাহা সাধিত হয়, ভগবৎ-কৃপা-পবন চতুর্দ্দিকে তাহার সৌরভ বিস্তার করে। মানবীয় ঢক্কাধ্বনি নিস্তব্ধ হইলেই সুখকর ও হিতকর হয়। ভগবান্ হৃদয়দুন্দুভি নিনাদিত করিয়া আত্ম-প্রসাদরূপ পুরস্কার দ্বারা দয়ার শ্রমকে পুরস্কৃত করেন।

দয়ালু ব্যক্তি সংসারের গণ্য মান্য যোজন-বিস্তৃত-উপাধি-ভূষিত মহাত্মাগণের অর্থশূন্য মৌখিক হাস্য বা পৃষ্ঠদেশে স্নেহসূচক চপেটাঘাত লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য এবং ক্ষণজন্মা জ্ঞান করেন না। দীন হীন অনাথের মলিন নয়নের লবণাম্বুবিন্দুতেই দয়া পরিতৃপ্ত। মেঘবর্ষিত মৃদুপতিত নীহারবিন্দুর ন্যায় দয়া নীরবে শোক সন্তপ্ত জীবের স্নেহহীন মস্তকে পতিত হয়। নব

ত্রিতল গৃহের অভ্যুত্থানস্থলে বহু বন্ধু বান্ধবের সমাগম হইবে, কিন্তু যে ভগ্ন-প্রাচীর কুটীরের মধ্যে শোকতাপ এবং নিশাচর পক্ষিগণ কুলায় রচনা করিয়াছে, যাহার ধরাবলুণ্ঠিত বিশাল বক্ষের উপর, জ্যোৎস্নালোকও আর পূর্ব্বকালের ন্যায় বিশ্রামার্থে শয়ন করে না, দয়া সেই স্থানেই গমনাগমন করিয়া সুখী হয়। জীবের ক্লেশ দূর,—এক বিন্দু অশ্রু বিমোচন করিতে পারিলেই, দয়া মানব জীবনকে সার্থক বিবেচনা করে এবং এই দীর্ঘ প্রবাসে থাকিয়া এই দু[illegible] জীবনব্যাধির অশেষ যাতনা ভোগ করাকে অনর্থক জ্ঞান করে না। নভোমণ্ডলের শশিতারকার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি ধাবিত হয়, কিন্তু ধরণীর ধূলীর উপর পড়িয়া চরণতলে দলিত হইয়া যে কীটটী ছট্‌ফট্‌ করিতেছে,তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অব্যক্ত যাতনা হায়, কে অনুভব করিবে? বুদ্ধেরই বিশাল হৃদয় তাহাদেরও জন্য ঝুরিয়াছিল! ধর্ম্মাভিমানী সাধু অসাধু ব্যক্তিকে দেখিয়াও না-দেখা করিতে চাহিবেন,—তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী অস্তিত্বের প্রতি চক্ষু মুদিত করিবেন,—কিন্তু ভগিনী ডোরার মহাপ্রাণ তাহার মলিন আলয়ে তাহার মলিন মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার আঁধার হৃদয় ও মলিন জীবনের

বিষয় ভাবিয়া অশ্রুধারাতে অবনীতল সিক্ত করিত! সংসারের বড় মানুষেরা সাধু ও মহৎ ব্যক্তিগণের সহিত কোলাকুলি করিবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু মহাত্মা হাউয়ার্ডের প্রাণ রুগ্ন মলিন হতভাগ্য কারাবাসিগণেরই জন্য সর্ব্বদা ক্রন্দন করিত! সুনীতিপরায়ণ সাধু ব্যক্তিগণ শান্তিহীনা ধর্ম্মশূন্যা বারবনিতাগণের নাম উচ্চারিত হইলেই, ভ্রূকুটি পূর্ব্বক ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সৌরভপায়ী সুকোমল সূক্ষ্ম শিরানিচয় কুঞ্চিত করিয়া, বক্তার প্রতি সুতীব্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবেন, কিন্তু গাজা-নিবাসী ভাইট্যালিসের পবিত্র প্রাণ স্বীয় গুহার নির্জ্জনতা এবং তমোরাশির মধ্যে কত দীর্ঘ নিশি বসিয়া বসিয়া আলেক্‌জেন্দ্রিয়া নগরবাসিনী পতিতা রমণীগণের হীন, মলিন ও অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া দয়াময়ের পবিত্র চরণকমলে কতই সাশ্রু অনুনয় জ্ঞাপন করিয়াছিল!

রত্নখচিত মার্ব্বেলভূমি অপেক্ষা অনাথ-আতুরগণের পর্ণকুটীরের বহিঃপ্রাঙ্গণস্থ ধূলীর উপর উপবেশন করিয়া দয়া সমধিক সুখানুভব করে। দয়া জুড়ি গাড়ির অগ্রে দৌড়িতে চাহে না। অন্ধের যষ্ঠি হইয়া, —খঞ্জের হস্ত ধরিয়া, —স্বেদস্নাত শ্রমজীবীর ভার স্কন্ধে বহন করিয়া দয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। দয়ার-সাগর-

কল্প ঈশ্বরচন্দ্রই বলিতে পারেন,—"হে রাজন্! তোমার জুড়ি গাড়িতে চড়িয়া তোমার প্রাসাদে গমন না করিলেও আমার চলিবে, কিন্তু ঐ দীন হীন বন্ধুটীর পর্ণকুটীরে গমন না করিলে আমার এক দিনও চলিবে না।" ধন্য কঙ্করময়ী রাঢ়ভূমি! তোমার ঊষর ক্ষেত্রে এত কোমলতা, এত সৌন্দর্য্য কি প্রকারে ফুটিয়া উঠিল? ধর্ম্মসমাজসমূহকে জিজ্ঞাসা করি,—"এইরূপ কয়টী সজীব হৃদয় আপনাদের সিদ্ধির ঝুলি ঝাড়িয়া বাহির করিতে পারেন?"

দয়া এবং প্রেমই যে ধর্ম্মবৃক্ষের সুপক্ক ফল, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ কি?

খৃষ্টীয়ান্‌দিগের উপাস্য মেরীনন্দন জগতের পূজ্য ঈশা নহেন। যিনি ক্ষুধার্ত্তদিগকে আহার, তৃষ্ণাতুরগণকে কূপোদক, ও নগ্নদেহ ভিক্ষুকগণকে বস্ত্র দান করিতেন এবং যিনি দুঃখী রোগিগণের গৃহে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগের সেবা এবং শুশ্রূষা করিতেন, তিনিই মহাত্মা ঈশা,—অমানুষ দেবতা নহেন,—হৃদয়বান্ মানব,—মানবের সন্তান,—দেবতা হইতেও মহত্তর।

সুবর্ণ-মুদ্রার বক্ষে অঙ্কিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিকৃতি কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু মানব-আত্মার

উপর যে অরূপী প্রেমময়ের মুখাকৃতি খোদিত রহিয়াছে—দয়া এবং প্রেমের ছাব্ রহিয়াছে, তাহা লুপ্ত হইবে না। কালক্রমে ঐ অঙ্ক গভীর হইতে গভীরতর হইতে থাকিবে।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিকেরা নানারূপে পৃথিবীর কাল নির্দ্দেশ করেন,—অর্থাৎ প্রস্তর বা লৌহাদির ব্যবহার-বহুলতা অনুসারে পৃথিবীর একটা নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করেন। পুরাণ-প্রণেতাগণ ধর্ম্মাধর্ম্মের আধিক্য বিচার পূর্ব্বক সত্য প্রভৃতি যুগ নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু ইহাঁরা কেহই প্রকৃত অঙ্কপাত করিতে পারেন নাই। পৃথিবীর শৈশবে জড়ের কাল গিয়াছে,—যৌবনে পশুশক্তির কাল,—প্রৌঢ়াবস্থায় জ্ঞানশক্তির কাল এবং এই তিন কাল যাইয়া এক তুরীয়,চরম প্রেমশক্তির কাল আসিবে। "বাহুবলই বল" এই বাক্য অপ্রমাণিত হইয়াছে। "বুদ্ধি যাহার,বল তাহার" এই মত মহাত্মা সক্রেটীসের কাল হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে,—হিন্দু নীতি গ্রন্থাদিতেও চির দিন এই মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রেমের রাজ্য আসিতেছে, এই সুসমাচার সর্ব্ব-দেশীয় প্রেমিকগণের জীবনে পাঠ করা যায়। পুরাণ-উপপুরাণাদি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। জীবন-বেদ, হৃদয়-পুরাণই

সত্য। উহা ভাবী সত্যযুগের,—হিরণ্ময় কালের,—হৃদয়-শক্তির,—প্রেম-বিধির একাধিপত্যের মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতেছে। সেই সুদূর ভবিষ্যতে—নব প্রেম-যুগে—মানব সংগ্রাম-শ্রান্ত হইয়া রুধিরস্রোত-সিক্ত ধরণীকে সাত্ত্বিক অশ্রুধারাতে বিধৌত ও বিগতকলঙ্ক করিবে,—হিমালয়ের পাষাণদেহ নব-দ্রবীভূত হইবে,—কোমলতা, পাষাণবৎ দৃঢ়তা ধারণ করিয়া, পুরুষের ক্রীড়া সামগ্রীবৎ, পদদলিতা নারীকে মানবের পার্শ্বে এক সিংহাসনে বসাইবে,—তখন প্রেমবিদ্যাই পরা বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইবে,—দেবদেবীমূর্ত্তি সমূহ সিংহাসন-ভ্রষ্ট হইবে এবং প্রেমিক ও দয়ালু হৃদয়ই ভগবানের চরণতলে মানব-হৃদয়-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া সমুদায় জগতের পূজার্চ্চনা লাভ করিবে!

আতপতাপে তাপিত শিরাজ্ নগরের কুসুমোদ্যানেই যেরূপ, 'বস্‌রাই' ঢল ঢল রূপ যৌবনে শোভা পায়, তেমনি, বিপন্ন এবং দুঃখপীড়িত হৃদয়েই সেই নন্দন-কাননের পারিজাত-কুসুম প্রেম সগৌরবে বিকশিত হয় এবং 'সুরভি-ভার' ঢালিয়া দশ দিক আকুলিত করিয়া তুলে। শুষ্ক মরুভূমি ও কঠিন প্রস্তর ভেদ

করিয়া "উৎস যত উৎসারিত" হয়। প্রস্তরের সহিত সংঘর্ষিত না হইলে, চন্দন যেমন প্রাণ দিয়া সুগন্ধ দান করে না,—বহ্নিতে দগ্ধ না হইলে, গন্ধদ্রব্যের প্রকৃত সৌরভ, যেমন, নির্গত হয় না,—পুষ্পকুলকে পেষণ না করিলে, যেমন, তাহা হইতে পুষ্প-সার বহির্গত হয় না, —সেইরূপ, প্রতিকূল অবস্থার সংঘর্ষে না আসিলে, —পরীক্ষানলে দগ্ধ ও বিগত-ক্লেদ,—বিপদ্‌ভারে নিষ্পেষিত না হইলে, আত্মা হইতে প্রেমের প্রকৃত সুসৌরভ বিনির্গত হয় না। উহার প্রকৃতি "চন্দনের রীতি ঘষিতে সৌরভময়।(১)"—তিমির-রাশির মধ্যে হীরক যে প্রকার অধিকতর উজ্জ্বল রশ্মি বিকীরণ করে,—নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়াই যেমন নভোমণ্ডলে জ্যোতির্ম্ময় গ্রহতারকাগণ শত গুণ শোভায় শোভান্বিত হইয়া ঘনান্তরাল হইতে মুখ বহির্গত করে,—সেইরূপ, দুঃখতমোজালের ভিতরে, বিপদ রাশির মধ্যে, প্রেম অধিকতর শোভা এবং দীপ্তি লাভ করে। তখনই ধৈর্য্যাদি সদ্‌গুণসমূহ একে একে গগনমার্গে নক্ষত্রগণের ন্যায় অন্তরাকাশে ফুটিয়া উঠে

(১) চণ্ডীদাস।

এবং মানব-জীবনের শোভা ও সৌন্দর্য্য সহস্রগুণ বর্দ্ধিত করে।

পুষ্পকে পদদলিত করিলেও, সে যেমন সৌরভ ঢালিতে বিরত হয় না, — তেমনি, মর্ম্ম-বেদনা পাইলেও, প্রেমিক বিরক্ত হয়েন না, বরং চরণ-দলিত পুষ্পের ন্যায়, "As odours crushed are sweeter still."[1] অধিকতর ঘ্রাণসুখ প্রদান করেন। প্রেমিক প্রিয়বাদী, — হিতকারী। তিনি "কল্‌সির কানার" আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও, প্রেম বিলাইতে নিরস্ত হয়েন নাই।[2] তাঁহাকে পদাঘাত করিলে, তিনি আলিঙ্গন করিবেন, — তৎপরিবর্ত্তে স্নেহ-চুম্বন প্রত্যর্পণ করিবেন। তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিলে, তিনি আশীর্ব্বাদ করিবেন। প্রেমিক ঈশা প্রাণহন্তারকগণের জন্যও এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন যে, — "হে পিতঃ! ইহাদিগকে ক্ষমা কর। ইহারা জানে না যে, ইহারা কি করিতেছে।"[3]

বৃক্ষলতার ফলফুল নিষ্ঠুরভাবে ছিন্ন কর, — পুনরায় উপযুক্ত ঋতু উপস্থিত হইলেই, তাহারা অযাচিত ভাবে তোমাকে পত্রপুষ্পফলে সজ্জিত 'ডালি'

(১) Samuel Rogers. Human Life.
(২) চৈতন্য। চরিতামৃত। (৩) St. Luke. XXIII. 34.

দিয়া, তোমার সহিত তাহাদের মধুর সম্বন্ধ এবং তোমার প্রতি তাহাদের হৃদয়ের গভীর প্রেম জানাইবে। তেমনি, প্রেমিকের প্রতি যতই অযথা আচরণ কর, যতই তাঁহাকে মরমপীড়া দাও, সুযোগ পাইলেই তিনি তাঁহার অচল প্রেমের পরিচয় প্রদান করিবেন। প্রেম অচলের ন্যায় স্থির,—ধরণীর ন্যায় সহিষ্ণু,—কালের ন্যায় বর্দ্ধনশীল।

প্রেমিক প্রেমাভিমানী নহেন। কস্তুরী-মৃগ স্বীয় নাভী-প্রসূত সুগন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে বুঝিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ ব্যাকুল হইয়া তাহার অন্বেষণ করে, —"নাভিকা সুগন্ধ মৃগ নাহি জানত, ঢুঁড়ত ব্যাকুল হোই,"[১]—তেমনি, প্রেমিক আপনার হৃদয়ের সৌরভ কোথা হইতে জন্মিল, কোথা হইতে আসিল, বুঝিতে পারেন না। বিখ্যাত ফরাশিস্ গ্রন্থকার মোলেয়ারের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'লা বুর্জেয়া জাঁতিলোম্' নামক গ্রন্থে বর্ণিত মশো জুর্‌দেঁ আজীবন গদ্যে বাক্যালাপ করিয়াও, যেমন তাহা জানিতে পারেন নাই; সেইরূপ, প্রেমিক আজীবন প্রেমবিতরণ ও ত্যাগস্বীকার করিয়াও বুঝিতে পারেন না যে, তিনি কিরূপ কার্য্য করিলেন, বা কোনও মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

(১) তুলসীদাস।

নদীসমূহ গুপ্ত উৎস হইতে জন্মিয়া ধরণীবক্ষে পুষ্টিলাভ করে এবং চতুর্দ্দিকে সুখ শান্তি ও উর্ব্বরতা বিতরণ করে, কিন্তু তাহার উৎস চিরদিন লোকচক্ষের অন্তরালে অবস্থিত থাকে; সেইরূপ, সমাজে সুখ ও মঙ্গলের স্রোত প্রবাহিত হয়, কিন্তু উহা কোন্ উৎস হইতে উঠিল, বা কোথায় তাহার জন্মভূমি, কেহ তাহা সহজে জানিতে পারে না। মৃত্তিকার নিম্নস্থ উৎসের ন্যায়, প্রেম অতি সঙ্গোপনে, হৃদয়ের নিভৃত নিকেতনে, অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করে। ব্রীড়ান্বিতা অবগুণ্ঠনবতীর ন্যায় প্রেমিক, প্রথমে, লজ্জার আবরণে, সংসারের অপবিত্র কটাক্ষ হইতে, স্বীয় কোমল হৃদয় এবং স্বীয় আত্মার নবযৌবন যত্নের সহিত আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন। সংসার কখনই তাঁহার সম্পূর্ণ হৃদয় দেখিতে পায় না। তিনি প্রবীণ হইলে, নবানুরাগের লজ্জাশীলতা কিঞ্চিৎ হ্রাস পায় এবং তিনি স্বীয় ভাবের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্যে আস্থা ও বিশ্বাসবান্ হইয়া, আর তাহা তত গোপন রাখিতে প্রয়াস করেন না। অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া যেমন রূপবতীর রূপচ্ছটা বিকীর্ণ হয়, তদ্রূপ তাঁহার হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। উহা অধিক কাল সম্পূর্ণভাবে লোকচক্ষের

অতীত বা গোপন থাকে না। যখন গুপ্ত কথা বহির্গত হইয়া পড়ে,—সকলেই জানিতে পারে এবং তাঁহাকে প্রমত্ত, বুদ্ধিভ্রষ্ট ও দলভ্রষ্ট বলিতে আরম্ভ করে, তখন আর কিই বা তিনি গোপন করিবেন,—কাহার নিকটেই বা গোপন করিবেন? তখন তিনি লোকপ্রতিষ্ঠায় লজ্জিত হইয়া, "ফলভরে অবনত শাখারি আকার"(১) ধারণ করেন।

প্রেমিকের ইহাই নিরন্তর প্রার্থনা যে, "কবে যাবে জাতি কুলেরি ধরম, কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম?" তিনি যে লজ্জাহীনতা বাসনা করেন, তাহা নহে। তিনি চাহেন যে, তাঁহার অযথা চক্ষুলজ্জা দূর হউক; তাঁহার ব্রীড়া মাত্র অবশিষ্ট থাকুক। প্রেম স্বভাবতঃ লজ্জাবতী লতিকার ন্যায় সূক্ষ্মচর্ম্ম,—কোমলত্বক। উহা অজ্ঞাত-করস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না। হৃদয়ে প্রেমের স্বর্গীয় শিখা প্রজ্বলিত হইলে, তাহাতে দোষ কি? লোকে অন্য প্রকার ভাবিবে, তাহার মর্য্যাদা করিবে না, ইহাই ভয়! মরু-বায়ুর শুষ্ক স্পর্শে উহা কুঞ্চিত হইবে,—অব্যবসায়ীর কঠিন করস্পর্শে উহার কোমল প্রাণে আঘাত লাগিবে, ইহাই ভয়! জ্যোতিরিঙ্গণের

(১) ব্রহ্মসঙ্গীত।

ন্যায় অন্ধকারেই স্বীয় গুপ্ত আলোক বহির্গত করা প্রেমের স্বভাব,—প্রেমের সনাতন ধর্ম্ম।

প্রেমিক এক জনের ব্যতীত অন্য কাহারও নহেন। তিনি আবার সকলেরই। মানব সকলকেই প্রীত করিতে প্রয়াস পায়, কিন্তু কাহাকেও প্রীত করিয়া উঠিতে পারে না। প্রেমিক এক জনকে প্রীত করিতে চাহেন,—"যাঁহারে করিলে প্রীতি, সকলেরি প্রিয় হয়," এবং সকলকেই প্রীত করেন। তিনি সকলকেই স্নেহ করেন এবং সকলেই তাঁহাকে ভালবাসে,—"All mankind love the lover."(১) কেবল মানব কেন, জীব জন্তু, চেতন অচেতন, বস্তু যে যেখানে আছে, সকলেই তৎ-প্রতি অনুরক্ত। তিনিই কেবল ধূলি-শয্যায় শয়ান্ হইয়াও, নিশীথ গাম্ভীর্য্য ও নিস্তব্ধতা ভগ্ন করিয়া, গাহিতে পারেন,—

"সকলি আমার।
শ্যামলা ধরণী, ধবলা যামিনী,
শশি দিনমণি রূপের আধার।
আকাশের তারা ডাকিছে আমারে,
সমীরণ ডাকে আয়্ আয়্ ক'রে ;

(১) R. W. Emerson.

কে যেন গো বলে প্রাণের ভিতরে,

আমরা সবাই তোমার।”১

‘কাঁচপোকা’ কর্ত্তৃক ধৃত হইলে তৈলপায়িকা স্বীয় বর্ণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া হন্তারকের বর্ণ গ্রহণ করে। সেইরূপ, যাহার হৃদয় প্রেম কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, তাহার আর নিস্তার কোথায়? তাহার আত্মার বর্ণ এবং প্রকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হয় ও প্রিয়জনের অনুরূপ হয়। সুন্দরের রূপের ফাঁদে পড়িয়া কদর্য্য বস্তু, উরগের ন্যায় জীর্ণ পুরাতন নির্ম্মোক ত্যাগ করে,—বসন্তসমাগমে তরুলতাদির ন্যায় পুরাতন বসন পরিহার পূর্ব্বক নবকিশলয়ভূষিত নবীন বেশ পরিধান করে,—প্রাবৃটকালে ধরণীর শ্যামল-স্নেহাচ্ছাদিত উষর ক্ষেত্রের ন্যায়, শুষ্ক আত্মা প্রেমে রসাল ও পল্লবিত হইয়া উঠে। অনন্তের চরণে এবং সান্তের পরাণে “প্রেমের ফাঁশি”২ পড়িলে, অনন্তও, যেন, মানবীকৃত ও সসীমতা গুণে বদ্ধ হয়েন, এবং সান্তও অনন্ত সত্তায় ডুবিয়া, অসীমতা প্রাপ্ত হয়।

প্রণয়িগণের অন্তঃপ্রকৃতির গতি ক্রমে একই প্রকার

(১) শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়। (২) চণ্ডীদাস।

হইবার দিকে। প্রায়শঃ একই বস্তুর প্রতি প্রণয়িগণের বিরাগ এবং একই বিষয়ের প্রতি অনুরাগ জন্মে। একীকরণ ও সদৃশীকরণই প্রেমের ধর্ম্ম। প্রত্যেক গৃহেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পরস্পরের স্বভাবের দ্বারা স্বামীস্ত্রীর পরস্পরের স্বভাব কথঞ্চিৎ অনুরঞ্জিত হইবেই হইবে। উভয়েই উভয়ের উপাধি। উভয়ে উভয়েতেই উপহিত। হয়, উভয়ের পরিবর্ত্তন হইবে, নচেৎ এক অন্যের অনুরূপ হইবে। ক্রোধী ও অক্রোধীতে মিশিলে, ক্রোধী অক্রোধী বা অক্রোধী ক্রোধী হইবে। অঞ্জনপূর্ণ গৃহে বাস করিয়া গাত্রে অঞ্জন না লাগাইয়া কে থাকিতে পারেন? পরস্পরের প্রেমের গুণে প্রকৃতি পুরুষত্ব লাভ করে ও পুরুষ প্রকৃতিত্ব লাভ করে। হয় পশুত্ব দেবত্বের দিকে আকৃষ্ট হয়, নচেৎ পশুত্ব দেবত্বকে আকর্ষণ করিয়া নিম্নগামী করে। যাহার চরিত্রের ব্যক্তিত্ব অধিক, সেই অপরকে ভাল বা মন্দের দিকে আকর্ষণ করে। প্রেমে রুচি অরুচিরও একতা বা সাদৃশ্য উৎপাদন করে। আমি যদি কাহাকেও ভালবাসি, তবে তাহার প্রিয়বস্তু আমার প্রিয় ও তাহার অপ্রিয় বস্তু আমার অপ্রিয় হইবে। এই হেতুই ইংরাজি প্রবচন আছে,—"Love me, love my

dog"—যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমার প্রিয় বস্তুটিকেও ভালবাস।

প্রেমেতে বাহ্য প্রকৃতিরও সাদৃশ্য ঘটায়। নিগূঢ় প্রেমে আবদ্ধ দম্পতির অবয়ব, কণ্ঠস্বর, চলাফেরা, এমন কি দৈহিক স্থূলতা পর্য্যন্তও, কোন কোন স্থলে না কি, একরূপ হইয়া উঠে! চাহনী, ভ্রূকুঞ্চনাদি প্রায়ই একরূপ হইতেও দেখা যায়।

কোকিলশিশু বায়স সহবাসে থাকিয়া ও তৎকর্ত্তৃক পালিত হইয়া সুমিষ্ট "কুহু" রব বিস্মৃত হইয়া কর্কশ বাজখাঁই "কা কা" আলাপ করিতে শিক্ষা করে।

শ্রুত হওয়া যায় যে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে একজন হনুমানজীর ভক্ত উপাসক জীবিত আছেন। তাঁহার মুখাবয়ব, শরীরকণ্ডূয়ন প্রভৃতি কার্য্য, না কি, অনেক পরিমাণে হনুমানজীরই অনুরূপ হইয়াছে!

প্রেমরাজ্যে রমণীর স্থান অতি গরীয়ান্। কেবল মানবের মধ্যে কেন, নিম্নশ্রেণীস্থ জীবগণের মধ্যেও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর হস্ত অধিক পরিমাণে সুখ দুঃখ বিতরণ এবং জীবপ্রবাহ সংরক্ষণ করে। খগবধূ সাগর-পার হইতে চঞ্চুপুটে করিয়া বুভুক্ষু শাবকগণের নিমিত্ত আহার আনয়ন পূর্ব্বক স্নেহভরে সন্ততিদিগের গ্রাসো-

ম্বৃত ওষ্ঠে প্রদান না করিলে, কিরূপে তাহাদিগের জীবন রক্ষা হইত ?

পুরুষের পক্ষে প্রেম সাধারণতঃ চাট্‌নীর ন্যায়। কিন্তু নারীর উহা জীবন—উহা তাহার নক্তন্দিবের ভক্ষ্য এবং পানীয়। হৃত্তত্ত্বজ্ঞ ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন,—

"Man's love is of man's life a thing apart,
'Tis woman's whole existence."(১)

—প্রেম পুরুষের হৃদয়ে থাকে, কিন্তু রমণীর সত্ব; পুরুষের জীবনের সুখের সামগ্রী ও তাহা হইতে স্বতন্ত্র, কিন্তু নারীর উহা জীবন।

গৃহেই নারীর রাজত্ব। গৃহই প্রেমের বিদ্যালয়। ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি এই পাঠশালায় নারীর চরণকমল-প্রান্তে উপবেশন করিয়া প্রেমরহস্য শিক্ষা করিতে হয়। শিশুকালে জননী, শৈশবে ভগিনী, যৌবনে সহধর্ম্মিণী হইয়া ননারূপে আজীবন নারীজাতি আমাদিগের পরিচর্য্যা করিতেছেন এবং অবিরাম আত্মোৎসর্গ প্রদর্শন পূর্ব্বক মানবকে প্রেমের সুখময় ও দুঃখহারী পাঠ অভ্যস্ত করাইতেছেন এবং স্বীয় সুকোমল

(১) Byron. Don Juan.

হৃদয়ের বিন্দু বিন্দু রুধির দান করিয়া বীরতা, ধীরতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি দেবদুর্লভ সদ্‌গুণ নিচয়ের প্রকট প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন। সংসারে রমণী আছেন বলিয়াই মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সঙ্কোচ ও সম্প্রসারণ অনুভব করিতে পারা যায়।

প্রকৃতি-মাতা শিল্পনৈপুণ্যে অতুলন। তাঁহার গৃহিনীপনা এবং অপচয়বিরোধিতাও বিস্ময়কর। তিনি স্বীয় সৃষ্টিশক্তিপ্রসূত বস্তুসমূহের যথাযথ বিন্যাস কি সুপ্রণালীতেই সম্পাদন করিয়াছেন! গর্ভাশয়ে অতি সুকোমল ভ্রূণদেহের আচ্ছাদন এবং বাসগৃহ কি কুসুম-কোমলরূপেই রচনা করিয়াছেন? বীজকোশে কতই যত্নসহকারে সুন্দর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরূপে বীজকে রক্ষা করিতেছেন! মস্তিষ্কই মনের আধার বলিয়া উহার রক্ষণকার্য্যে কেমন কৌশল ও কতই যত্নের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে! নারীহৃদয়পদ্ম কমল হইতে সুকোমল। সেই কমলকোরকেই প্রেমপরাগ সঞ্চিত থাকে। নারী-হৃদয়ই প্রেমের প্রিয় আশ্রম—

> "His favourite seat be feeble
> woman's breast."[1]

(১) Wordsworth, Laodamia.

ঐ স্থানেই প্রেমের জন্মভূমি। ঐ স্থানেই উহা নির্জ্জন-বাস করে। পুরুষ-হৃদয় প্রেমের পক্ষে প্রবাস।

পুরুষের হৃদয়-বেদনা প্রগল্ভ উচ্ছ্বাসে প্রকাশ পায়। নারীর নীরব প্রাণের ব্যথা তাহার বজ্রকাঠিন্য-ধারণক্ষম অথচ পুষ্পরেণু হইতেও সুকোমল হৃদয়াভ্যন্তরে অতি সঙ্গোপনে লুক্কায়িত থাকে। তিনি গোপন করেন না,—প্রকৃতি গোপন করেন। এত কোমলতা কি সাধারণ্যের ইতরতার নিকট প্রকাশ্য? কখন কখনও ধরাভ্যন্তরীণ বহ্নির ন্যায়, উহা সংযত মর্ম্মনিশ্বাসে এবং সঙ্কল্পহীন হৃদয়ভেদী নীরদদর্শনলোলুপ নয়নভঙ্গীতে কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হয়।

মস্তিষ্কের ঔৎকর্ষ্যের জন্য পুরুষ খ্যাত। হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যে নারী গৌরবান্বিতা। তাই জর্ম্মান্ কবিচূড়ামণি গেটে তাঁহার ফাউষ্ট্ নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে রমণীর শ্রেষ্ঠতা এবং মাহাত্ম্য কীর্ত্তন পূর্ব্বক মোহন সুতানে গাহিয়াছেন,—

"Love, whose perfect type is woman,
The divine and human blending,
Love for ever and for ever,
Wins us onward still ascending."

—নারীই প্রেমের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাহাতে দৈব এবং মানবীয় উভয় ভাবেরই সুন্দর সমাবেশ। এই প্রেমই নিত্যকাল আমাদিগকে ক্রমোর্দ্ধগামী করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর ত্রিদিবে বহন করিয়া লইয়া যায়।

কেবল যে ভাণ্ডারগৃহ, পাকশালা এবং পারিবারিক জীবনেই রমণীর স্থান উচ্চ, তাহা নহে। নারী-হৃদয়ই সমাজ-যন্ত্রের নয়নাতীত যন্ত্রী। নৈতিক বিষয়ের ন্যায় রাজনৈতিক ব্যাপারেও রমণীর কর্ত্তব্য অতি গুরুতর এবং স্থান অতি গরীয়ান্! প্রাচীন স্পার্টা, রোম, কার্থেজ, স্পেন, রাজপুতনা এবং আধুনিক যুক্তরাজ্য, কলুঙ্গা এবং ঝাঁশির ইতিহাস ইহার জীবন্ত সাক্ষ্য!

সংসার ক্রীড়াভূমি নহে। ইহা বিদ্যালয়। এখানে প্রেমশিক্ষা,—প্রেমানুশীলন করিতে হয়। মানবের এই ছাত্রজীবনে অবকাশ-কাল নাই। একটি অনন্ত পাঠ অনন্তকাল ধরিয়া অভ্যাস করিতে হইবে,—একটি সমস্যার উচ্ছেদ করিতে হইবে। সেটি এই,—কিরূপে প্রেম লাভ করা যায়,—কিরূপে প্রেমিক হওয়া যায়? হৃদয়ের অনুশীলন দ্বারা। অনুশীলন দ্বারা শিল্প, সঙ্গীত, স্থপতিবিদ্যা প্রভৃতিতে ঔৎকর্ষ্য লাভ করা যায়। শিল্প, বিজ্ঞানাদির ন্যায় উহাও নিত্য শিক্ষা এবং অভ্যাস

করিতে হইবে। কণ্ঠের অনুশীলন নহে,—অঙ্গুলির অনুশীলন নহে,—বাহুর ব্যায়াম নহে,—উহা আত্মার অনুশীলন,—অধ্যাত্ম ব্যায়াম।

প্রেম উচ্ছ্বাস নহে। উহা শক্তি, বিক্রম; সমুদায় সত্ত্বের, সমুদায় চরিত্রের বলবতী অভিব্যক্তি। উহাই জীবনী শক্তি,—"Love is the energy of life."[1] ক্ষুদ্র বৃহৎ, জ্ঞানী অজ্ঞান, রাজা প্রজা, পশু পক্ষী, দেব মানব সকলেরই সমাজে প্রবেশ এবং আদর লাভ করিবার প্রেমই, যেন, অনুমতি-পত্র।

পৃথিবীতে এই প্রেমবিদ্যা শিক্ষা করিবার সুবিধার অভাব নাই। প্রত্যহই নানা বিরক্তির কারণ উপস্থিত হইতেছে। প্রতিবারই প্রেমানুশীলনেরও সুযোগ উপস্থিত হইতেছে। কুব্যবহারের পরিবর্ত্তে সদ্ব্যবহার, নিষ্ঠুর বাক্যের পরিবর্ত্তে মিষ্টবাক্য, ক্রোধের পরিবর্ত্তে স্নেহ দ্বারা প্রেমনৈপুণ্য লাভ করিতে হয়। বিরক্তি বানপ্রস্থ অবলম্বন করুন। আমাদিগকে সমাজে—জীবনসংগ্রামের মধ্যে থাকিতে হইবে। মনীষী গেটে কহিয়াছেন,—"Talent develops itself in solitude; character in the stream of life."—

(১) Browning.

অর্থাৎ নির্জ্জন প্রদেশে,—লোকালয় হইতে দূরে, মানসিক শক্তিসমূহ বিকশিত হয়, কিন্তু সংসারসাগরে হাবুডুবু খাইতে খাইতেই চরিত্রের বিকাশ হয়। এই খানেই প্রেমশিক্ষা লাভ করা যায়।

শিক্ষার মূলমন্ত্র মনোযোগ। শিক্ষিতব্য বিষয়ে রুচি আবশ্যক। তদ্ভিন্ন মনোযোগ হয় না। প্রেমবৃত্তির অনুশীলনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ,—বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। ইহাকেই তপস্যার বিষয় করিতে হইবে; কারণ এই পাঠ বড়ই দুরূহ ও সুকঠিন। মনোবাক্যে যত্নপূর্ব্বক উত্তরপাঠীদিগের অনুকরণ ও অনুসরণ করিতে হইবে। অহর্নিশ উহাই পাঠ, উহাই আমোদ, উহাই স্বপ্ন হইবে। সম্মুখে শ্রেষ্ঠ এবং সুন্দরতম বস্তু সর্ব্বদা রাখিয়া তৎপ্রতি আসক্ত হইতে হইবে। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, সৃষ্ট এবং স্রষ্টার যে প্রেম ভোগ করিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি, তাহা অনুক্ষণ স্মরণ এবং মনন করিতে হইবে। প্রেমশিক্ষকগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে হইবে, কারণ "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"[১]।

তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, তাঁহাদের সহবাসে থাকিতে হইবে। "আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি

(১) ভগবদ্গীতা।

গরীয়সী।” সর্ব্বদা তাঁহাদিগের প্রদত্ত পাঠ আবৃত্তি করিতে হইবে। প্রেমনিষ্ঠ হইতে হইবে। “নিষ্ঠা হইতে উপজিবে প্রেমের তরঙ্গ।(১)” প্রেমিক-সঙ্গ নিত্য কর্ত্তব্য। প্রেমবৃক্ষ প্রেমফল ধারণ করে। চুম্বকের সহবাসে থাকিয়া আয়স বস্তু চুম্বকধর্ম্মান্বিত হইয়া উঠে। অন্ততঃ যতক্ষণ তাহার সহবাসে থাকে, ততক্ষণ তদ্‌গুণোপেত থাকে। সর্ব্বদা প্রেমিকের সহবাসে থাকিয়া,—অনন্ত প্রেম-চুম্বক,—অনন্ত তাড়িতাধার প্রেমময়ের সংস্পর্শে থাকিয়া, স্থায়ী ভাবে তাড়িতান্বিত হইতে হইবে। তাহা হইলে, আমাদেরও মধ্যে লৌহময় দেহকে আকর্ষণ করিবার শক্তি জন্মিবে,—শক্তি সঞ্চারিত হইবে। পুষ্পিত গোলাবৃবৃক্ষের পাদদেশস্থ মৃত্তিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি,—“তুমি এ সৌরভ কোথায় পাইলে?” সে বলিয়াছে—“গোলাবের সহবাসে থাকিয়া।”

প্রেমই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম সুস্থ আত্মার স্বাভাবিক কার্য্য। উহা প্রাণীর নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচ ও সম্প্রসারণ বই আর কিছুই নহে। আন্তরিক প্রকৃতির স্বাভাবিক স্ফোটনই ধর্ম্ম। আত্মার স্বাস্থ্য, পরিণতি ও সৌন্দর্য্যবিকাশই ধর্ম্ম।

(১) চৈতন্যচরিতামৃত।

প্রেম প্রিয় বস্তুর আনন্দ বিধান করিতে চাহে। অতএব যে কার্য্য করিলে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, তাহাও করিতে চাহে। প্রেমের বেগ অনুসারে, সেই কার্য্য করিবার প্রবৃত্তিও বলবতী হইবে। প্রীতি প্রিয়-কার্য্য-সাধনে তৎপর। জীবের সেবায়,—সত্য জ্ঞান ও পবিত্রতার উপাসনাতে ভগবান্ প্রসন্ন। সেই কারণে, পরমাত্মাতে যাঁহার প্রীতি, তিনি সত্যানুরাগী, সত্যবাদী, জ্ঞানানুরাগী, সংযতেন্দ্রিয় ও বিশুদ্ধস্বভাব। যাহাতে ভগবান্ প্রীত, সেই বিষয়েই প্রেমিকের আনন্দ ও তৃপ্তি। তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিবার জন্য, প্রেমিক উপাসক অনুক্ষণ তাঁহাতেই নয়ন অর্পিত রাখেন। প্রেমিকের "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফূরে।" তাঁহাপেক্ষা ধার্ম্মিক কে? বৃক্ষের পরিচয় ফলে। ধর্ম্মের পরিচয় প্রেমে! প্রেমেই জীবনের সফলতা।

জীবাত্মার মধ্যে দিয়া পরমাত্মার নিকট উপনীত হওয়া যায়। জীবের প্রতি প্রেমই আমাদিগকে পরমাত্মার নিকট উপস্থিত করে। তাঁহাকে বা তাঁহার প্রিয় জীবকে ভালবাসা একই কথা। মাহাত্মা পল্ বলিয়াছেন,—"He that loveth another hath

fulfilled the law."[১]—যে ব্যক্তি এক জনকে ভালবাসিতে পারে, সে প্রিয় ভৃত্যের ন্যায়, পতিব্রতা সতীর ন্যায়, ইচ্ছা প্রকাশের পূর্ব্বেই, প্রভুর অভিপ্রায় জানিয়া, ভগবানের প্রিয়-কার্য্য-সাধন করে,—ভগবৎ-বিধি-পালন করে। প্রেম অনুজ্ঞার দাস। দাস প্রভুর ইঙ্গিতেই অভিপ্রয় বুঝিতে পারে। সে অবিলম্বে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে তৎপর হয়। সে কি ভাবে কার্য্য করে? ভয় বা লজ্জাতে নহে,—অনুরাগে। তাহার জন্য ভ্রূকুটী, কষাঘাত বা দণ্ড-বিধি-আইন্ সৃষ্ট হয় নাই। এক জনকে ভালবাসা এবং ঈশ্বরের নিয়ম পালন করা একই কথা। ইহাই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ,—পূর্ণ বিকাশ,—আত্মার স্বাভাবিক পরিণতি।

সেণ্ট্ অগাষ্টীন্ ধর্ম্মকে নিয়মিত প্রেম, "Ordered love."[২] আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। প্রেম-পটু জন্ বলিয়াছেন,—"This is love, that we walk after his commandments."[৩]—আমরা তাঁহার অনুজ্ঞা পালন করি, ইহাই প্রেম। মহাত্মা পল্ বলিয়াছেন,

(১) Romans. XIII. 8. (২) Confessions.

(৩) The second Epistle of John VI.

—"Love is the fulfilling of the law."[1]—বিধি-পালনই প্রেম। এই সমুদায় মহদ্বাক্যের স্তরে স্তরে অগণ্য হীরক-কুচি খচিত রহিয়াছে।

ধবলতাকে বিশ্লেষ কর, তন্মধ্যে সর্ব্ব বর্ণই নিহিত রহিয়াছে। সূর্য্য-রশ্মিকে ত্রিফলক-বক্ষে, ছিদ্র বা বারিবিন্দুর মধ্যে অবলোকন কর, অথবা যন্ত্রাবরুদ্ধ করতঃ, তাহার ক্ষীণ সত্তার ব্যবচ্ছেদ কর, দেখিবে উহা অমিশ্র নহে, মিশ্র পদার্থ,—বর্ণহীন নহে, বর্ণ-পরিবারের একত্র সমাবেশ। শোণিতবিন্দু দেখিতে একটী বটে, কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে লক্ষ লক্ষ জীবাণুর বাস। সেইরূপ, প্রেম দেখিতে একটী বস্তু,—একটী মাত্র কিরণ-রেখা বটে, কিন্তু তাহাতে সর্ব্ব-বিধি-পালনই নিহিত রহিয়াছে।

ভগবৎ-প্রেম এবং ধর্ম্ম "দোঁহে নহে আন্"। স্রোতস্বতীগণ যেরূপ নানা জনপদ পর্য্যটন করিয়া, অবশেষে সমুদ্রবক্ষে প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়া ক্লান্ত দেহে বিশ্রাম করে; তদ্রূপ নিয়মসমূহ,—ধর্ম্ম-বিধি সমুদায় বিভিন্ন বর্ত্মে আগমন করিয়া প্রেমেতে পরি-সমাপ্ত হয়,—আত্মবিসর্জ্জন করে। অনেক সরল

(১) Romans. XIII. 10.

রেখার যেমন এককালে একটি মাত্রই সম্মিলন-স্থল; তেমনি একমাত্র প্রেমই সর্ব্ব কর্ত্তব্যের সন্ধিস্থল। এই সঙ্গমস্থলেই স্বর্গীয় ও পার্থিব উভয় পথের সংযোগ হইয়াছে। সমুদ্র-নীর হইতেই যে প্রকার নদ নদীগণের কলেবর স্ফীত হইয়া থাকে, সেই প্রকার প্রেম হইতেই যাবতীয় নীতি ও ধর্ম্ম পুষ্টি লাভ করে।

কোন নীতি, কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানেই প্রেম অমনোযোগী নহে। কার্লাইল্ ডেণ্টে সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ভাষাতে প্রেমিক সম্বন্ধে আমরা তাহাই বলিতে পারি,—"The intense lover is intense in all things." সকল সাধু কার্য্যেই তিনি তৎপর এবং নিরতিশয় উৎসাহশীল।

প্রাবৃট্-ঋতুতে ধরণীর কোন অংশই, যেরূপ, নীরস থাকে না, মরু পর্য্যন্ত ধারা-প্রবাহে স্নাত হয়, সেইরূপ হৃদয়-দেশে প্রেমাসার বর্ষিত হইলে, জীবনের প্রত্যেক অংশ সরস ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে।

নির্ম্মল প্রেম-বারি ব্যতীত কিছুতেই দুর্নীতির পূতিময় গন্ধ ও স্বার্থের মলিনতা বিধৌত হয় না। স্নান ব্যতীত শরীরের মলিনতা কি দূর হয়? প্রেম আত্মার নির্ম্মল ফল। যে চিন্তায়, যে কার্য্যে এক বিন্দু

প্রেম আছে, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বিশুদ্ধ হইবেই হইবে। দয়া ভিন্ন দানের মূল্য কিসে? প্রেম না থাকিলে, ধর্ম্মানুষ্ঠানের গৌরব কোথায়?

"আত্মাতে নির্ম্মল হইবে" এই বিধি প্রেম ব্যতীত অন্য কিছুরই দ্বারা পালিত হইতে পারে না। প্রেম ব্যতীত লক্ষ লক্ষ নাম জপ বৃথা,—ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি গলতে পরিপূর্ণ।

প্রেমময় সেই ধ্রুব নক্ষত্র, যাহার জ্যোতি নিরীক্ষণ করিয়া, সাধুগণ এই ভীষণ সংসারসাগরে জীবনতরী চালিত করেন এবং বিপথগামী না হইয়া গম্য পথে, আনন্দময় বন্দরের দিকে অগ্রসর হয়েন। ধ্রুব নক্ষত্রের চক্ষের ইসারা তাঁহারাই দর্শন করিতে ও বুঝিতে সক্ষম।

এক একটী বিধি প্রেম হ্রদের এক একটী তরঙ্গ। কৃত্রিম হ্রদ উৎপন্ন করিতে হইলেই উৎস খনন করিতে হয়। বারিপূর্ণ হ্রদ বর্ত্তমান থাকিলে, উৎসের অভাবই বা কি,—প্রয়োজনই বা কি?

"অনিষ্ট চিন্তা করিও না" একটী নিয়ম। প্রেম ভাল-বাসে,—ভাল বাসনা করে,—অমঙ্গল কামনা করে না, —অশুভানুষ্ঠান করে না,—"Love worketh no ill."(১) অপ্রেমই ভাল-বাসে না,—অমঙ্গল বিধান করে।

(১) St. Paul. Romans. XIII. 10.

"কুবাক্য কহিও না" দ্বিতীয় একটী বিধি। প্রেম প্রিয়ভাষী। প্রেম যেমন প্রিয়কারী, তেমনি প্রিয়বাদী। প্রেম-সরস হৃদয়-ক্ষেত্র হইতে প্রিয় ও মধুর বাণী-স্রোত ব্যতীত কিছুই নির্ঝরিত হইতে পারে না।

"লঘুতাকে বর্জ্জন কর" অপর একটী বিধি। কিন্তু যে হৃদয় প্রেম-মন্দির, তন্মধ্যে গাম্ভীর্য্য ভিন্ন লঘুতা প্রবেশই করিতে পারে না। যাঁহার হৃদয় বিদ্যুল্লতার চিকুরের ন্যায় চঞ্চল এবং শুষ্ক তৃণাদপি লঘু, প্রেম-যৌবনোদ্দম হইবামাত্র, তাঁহার প্রত্যেক চিন্তা এবং কার্য্যে গাম্ভীর্য্য দেখা দেয়। তাঁহার সকাশে এক দণ্ড অতিবাহিত করিলে, লঘুতা তিরস্কৃত এবং চপলতা লজ্জিত হয়।

যাবতীয় শাস্ত্র বলিতেছেন,—"হিংসা দ্বেষ, মোহ মাৎসর্য্য পরিত্যাগ কর, প্রাণ বধ করিও না, অপহরণ করিও না, দম্ভে ধরণীকে 'সরা' জ্ঞান করিও না।" ধর্ম্মোপদেষ্টা ও প্রচারকেরা স্বীয় শ্বাস ব্যয় করতঃ অন্যকে শ্রবণযন্ত্রণা প্রদানপূর্ব্বক বারম্বার,—

"মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং।
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।

মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।"

এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছেন এবং আমাদিগের মস্তকে সজোরে মুদ্‌গর ঝাড়িতেছেন। চৌর-ব্যবসায়িগণ বধির,—কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া রহিয়াছে,—তাহা শ্রবণ করিতেছে না। ধর্ম্ম-সমাজসমূহ নিরন্তর বলিতেছেন, "তোমার আত্মাতে নীতির গোলাব্ জল ছড়াও। পাপের দুর্গন্ধ দূর হউক। মলিনতা প্রক্ষালিত হউক।" কিন্তু যে ব্যক্তির প্রাণে যাবৎ নীতি এবং ধর্ম্মের ঘনীভূত সারাংশরূপ প্রেম বিদ্যমান, সে স্থলে উহা নিষ্প্রয়োজন,—বাহুল্য মাত্র। প্রেমোন্মত্ত হাফেজ গাহিয়াছেন,—"যে উদ্যানে সখার চূর্ণ কুন্তলের সৌরভ বহন করিয়া সমীরণ সততঃ প্রবাহিত হইতেছে, সে উদ্যান কি তাতার দেশীয় কস্তুরী সঞ্চারের স্থল?" বিধি-পালন ও অবধি-বর্জ্জন সুস্থ দেহের শ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় প্রেমিক হৃদয়ের সহজ এবং স্বাভাবিক ক্রিয়া।

প্রেম থাকিলে বিধি ও অনুশাসন বাহুল্য। তদভাবে সমুদায়ই বৃথা। ধর্ম্ম-নিয়ম-পালন করিতে হইলে, আত্মার যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা প্রেম। যেখানে প্রেম, সেইখানে সর্ব্ব-বিধি-পালন। যেখানে তাহার

অভাব, সেইখানেই সর্ব্ববিধি-লঙ্ঘন। যেখানে অপ্রেম, সেখানে বহু বিধি থাকিতে পারে, কিন্তু কদাচ একটীরও প্রকৃত সহর্ষ পালন থাকিতে পারে না। যদি আত্মার নির্ঝরই শুষ্ক হইল, তবে তাহা হইতে জীবন-স্রোত প্রবাহিত হইবে কি রূপে?

ভগবৎ-প্রেম থাকিলেই ধর্ম্ম ও সর্ব্ব-বিধি-পালন থাকিবে। সত্যস্বরূপের প্রতি প্রেম উপজিলেই, সত্যে প্রীতি এবং সত্যনিষ্ঠা থাকিবে। জ্যোতিঃ ও অন্ধকারে যে সম্বন্ধ, ভগবৎ-প্রেম ও পাপের মধ্যেও, সেই সম্বন্ধ। আত্মার মধ্যে প্রেমের আলোক যতই প্রবেশ করে, ততই "অরুণ-উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগৎ ছাড়িয়ে",— তেমনি পাপ-তিমির তিরোহিত হয়। হৃদয়-নিকেতনের একটী মাত্র গবাক্ষ উদ্ঘাটিত রাখিলে, রিপুদল শ্রুত-পদ-শব্দ তস্করগণের ন্যায় পলাইতে পথ পায় না। একটী মাত্র প্রেম-স্ফুলিঙ্গ আত্মাতে লাগিলেই, নিমিষ-মধ্যে রাশি রাশি পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়।

জগতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বিধি বলবতী। সর্ব্ব বিষয়কেই আপনার অবস্থা, অভাব এবং প্রয়োজনো-পযোগী করিয়া লওয়া মানবের ধর্ম্ম। মানবীকরণ মানবের সনাতন প্রকৃতি। বিরাট পুরুষকে পরব্যোমে

পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বব্যাপিরূপে দর্শন করা, তাহার পক্ষে সহজ-সাধ্য নহে। সে মহাকাশকে খণ্ডাকাশ রূপে,—অসীমকে চতুষ্প্রাচীরের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া, আপনার মত করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে। সে বিরাট পুরুষের মহাভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে অপারগ। তজ্জন্য সেই ভূমানন্দ পরমাত্মাকে মানব সাধারণতঃ স্বকীয় ক্ষুদ্র হৃদয়োপযোগী করিয়া ভাবনা করে,—তাঁহার সেই মহাপ্রেমকে মানবধর্ম্মোপেত করিয়া,--স্বীয় উপভোগোপযোগী করিয়া লয়। ব্রাহ্ম কবি সেই পরমাত্মাকে সম্বোধন করিয়া গাহিয়াছেন,—

"তুমি একজন হৃদয়েরি ধন।
সকলে আপনার বলে সঁপে তোমায় প্রাণ মন॥
কারু পিতা, কারু মাতা, কারু সুহৃদ্ সখা হও।
প্রেমে গলে যে যা বলে, তাতেই তুমি প্রীত রও।"

প্রতি প্রাণে,—প্রতি পরমাণুতে,—প্রতি তারকামণ্ডলে যে অরূপী সর্ব্বরূপভাস অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় মহাসত্ত্ব ওতঃপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন, মানব তাঁহাকে যথাসাধ্য আপনার অভাব এবং রুচিক্রমে, নিজের পছন্দসহি বেশে সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া লয়।

যিহুদী জাতি পরমেশ্বরকে হিব্রু বেশ প্রদান

করিয়াছিল! হিব্রু-সাধক পরমেশ্বরকে অগ্নিস্তম্ভ-বাসী প্রজাপালক সর্ব্বশক্তিমান্ রাজরাজেশ্বর এবং আপনাকে তদাশ্রিত প্রজারূপে ভাবনা করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয়ান্ হৃদয় পরমাত্মাকে মহোচ্চ হইতেও উচ্চতর দ্যুলোকে দুর্নিরীক্ষ জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনোপরি বসাইয়া, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে মুক্তি এবং বাম হস্তে অনন্ত বজ্র দিয়া, পরব্রহ্মকে উদ্যতবজ্রমুষ্টি রোষকষায়িত-লোচন পিতারূপে কল্পনা করিয়া, শ্রুত-অশনিনির্ঘোষ শিশুর ন্যায়, ভীত হইয়া নিকটবর্ত্তী দেবকল্প স্নেহমূর্ত্তি ঈশার চরণে আশ্রয়ার্থ লুণ্ঠিত রহিয়াছে।

আগ্নেয়-গিরিগর্ভবৎ তেজঃপুঞ্জপূর্ণ মহম্মদ্ বিশ্বভুবন-রাজের অনন্ত শক্তির ভাব কণামাত্র অনুভব করিয়া, অবনত মস্তকে, অনুগত ভৃত্যের ন্যায়, ইঙ্গিতলাভমাত্র তদীয়-আদেশ-পালনে তৎপর হইতেন। তৎপ্রদর্শিত-পন্থাবলম্বী ধর্ম্মযাজকেরা পরমেশ্বরকে রাজা এবং প্রভু ও মানব আত্মাকে প্রজা এবং দাস রূপে জ্ঞান করেন।

মুসল্‌মান দেশীয় সুফি, মার্ফতি প্রভৃতি সাধক সম্প্রদায় পরমাত্মাকে প্রিয়তম সখা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। সখার বংশীকে বিরহ-যন্ত্রণায় রোদন করিতে শ্রবণ করিয়া হাফেজ, আতর্, উমার্‌খায়েম্,

জেলালুদ্দিন্ রুমি প্রভৃতি প্রেমিকগণ মর্ম্মযাতনায় অধীর হইয়া পড়িতেন।

পূর্ব্বতন ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ স্বপ্রকাশ সত্যমঙ্গল প্রেমময়কে ব্রহ্মমুহূর্ত্তে "ব্রহ্মন্! পিতা নোঽসি" বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন।

আস্তিক বৌদ্ধসাধকের শান্ত সমাহিত চিত্ত পরমাত্মাকে প্রেমময় সর্ব্বদর্শী সর্ব্বব্যাপী আকাশপূর্ণ চিন্ময় আত্মারূপে ধ্যান করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় শাক্তসাধকগণের প্রতিভা, মলয়পবনচঞ্চলিতা বিশ্বশাটিকা আঘ্রাণ করিয়া জানিয়াছে যে, পরিদৃশ্যমান্ অখিল,বিশ্বপ্রসবিনী ত্রিভুবনপালিনী আদ্যাশক্তি জগদম্বারই পরিধেয় দুকূলবসন। প্রস্ফুটিত হৃদ্‌কমলদলমঞ্চোপরি দোদুল্যমানা, তিমিরে তিমিরহারিণী জগজ্জননীর মুখ দর্শন করিয়া, শাক্ত সাধক প্রেমবিহ্বল হইয়াছেন এবং জননীর নিকট শিশুজনোচিত বিস্তর আব্দার করিয়াছেন।

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, কল্লোলিনীজাহ্নবীবিধৌতা শস্যশালিনী বঙ্গভূমিতে জন্মিয়া, নানা ভাবমঞ্জরী প্রসারণপূর্ব্বক, এই ভাবপ্রসবিনী ভারতভূমিতে সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। কোমলপ্রাণ বৈষ্ণবগণের উপাস্য দেবতাকে

"বিনা প্রেম্‌সে নাহি মিলে।" বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রেমের শান্ত দাস্যাদি পঞ্চবিধ রস প্রচুর পরিমাণে আস্বাদন করিয়াছেন। অন্য সম্প্রদায়ও যে, এই সমুদায় রসাস্বাদন করেন নাই, তাহা নহে। কিন্তু বৈষ্ণবগণের বাৎসল্য ও মধুর ভাবের কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব এবং বাঙ্গালিত্ব আছে। ভগবানকে সন্তানরূপে, বৈষ্ণবপুরাণ-বর্ণিতা যশোদার ন্যায়, বোধ করি, খ্রীষ্টজননী 'পৌরাণিক মেরী' ব্যতীত অন্য কেহ কখনও স্নেহ করেন নাই। বিশ্বপ্রসবিনী শক্তিকে জননী জ্ঞান করা অনেকটা স্বাভাবিক, কিন্তু আত্মস্থ বিশ্বস্রষ্টাকে স্বীয় গর্ভ বা ঔরসজাত সন্তান জ্ঞানপূর্ব্বক, বাৎসল্য রসাস্বাদন করা কিঞ্চিৎ মৌলিক ও স্বতন্ত্র বটে। মধুর ভাবের বিশেষত্ব এই যে, বৈষ্ণবগণের ন্যায় ভগবানকে ভর্ত্তারূপে, এবং কখনও বা পত্নীরূপে কল্পনা করিয়া, কেহ কখনও ভজনা করিয়াছেন কি না সন্দেহ। ইহার কারণ এই যে, বৈষ্ণবগণ হৃদয়ের আবেগে পরমেশ্বরেতে নিতান্তই মানবীয় ধর্ম্ম আরোপিত করিয়াছেন।

চৈতন্যপ্রতিভাপ্রচারিত প্রেম ও ধর্ম্মের মহাভাব সাধারণ ক্ষুদ্রচেতা জ্ঞানবিরোধী মানবগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, তাহাকে ইদানীন্তন্ কোন কোন

বৈড়ালব্রত সাধকনামধেয় ব্যক্তিগণ অতি পঙ্কিল ও জঘন্য ভাবেই গ্রহণ করিয়াছে এবং এই মধুর-রসান্তর্গত "পরকীয়া" রস আস্বাদন করিতে যাইয়া, চৈতন্যকল্পিত রাজ্যের বহির্দ্দেশে বহু দূরে উপনীত হইয়াছে। যিনি যোষিৎ-সঙ্গ-সঙ্গীকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার কোন কোন আধুনিক উপাসক-সম্প্রদায় "পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস", বলিয়া, উচ্ছৃঙ্খলরূপে ভাবানুশীলনার্থ দুর্গম ও সুদুর্লভ রাগমার্গ অবলম্বন করিয়া থাকেন। প্রাংশুলভ্য ফলপ্রতি বামনের করপ্রসারণ বৃথা। চৈতন্যদেব যে পরকীয়া ভাবের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ংই তাহার বিশদ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যোক্ত শ্লোক এই,—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নং॥"[২]

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্যভিচারিণী কুলবধূ রন্ধনাদি গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিলেও, যেমন দিবসশর্ব্বরী মনে মনে পরকীয় নবসঙ্গরস আস্বাদন করে, সংসারী মানব, তেমনি ভাবে সংসারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও, সর্ব্বদা

(১) চৈতন্যচরিতামৃত। আ, চ, প।

(২) ঐ। ম, প্র, প।

তদ্গতচিত্ত এবং তদর্পিতমনঃ হইয়া রহিবেক। এ কথাটি অলঙ্কারচ্ছলে উল্লিখিত হইয়াছে। নচেৎ পারমার্থিক ভাবে, উহা প্রযোজ্য হইতেই পারে না। ব্যভিচার-নিরয় মধ্য দিয়া রাগমার্গে উপনীত হইবার তাৎপর্য্য পশু-স্বভাব, জ্ঞানবিরোধী ব্যক্তিগণের মস্তিষ্ক হইতে বিনির্গত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। মহাপ্রভু তদুপদিষ্ট অতি উচ্চ এবং পবিত্র রাগমার্গের আধুনিক বিবর্ত্তিত অবস্থা অদ্য আসিয়া দর্শন করিলে, নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে,প্রচারকেরা "বেণাবনে মুক্তা ছড়াইয়া" কি গর্হিত কর্ম্মই করিয়াছিলেন! মন্দবুদ্ধি প্রাকৃত জনের হস্তে উপরি-উক্ত শ্লোকদ্বয় প্রদান করা, এবং শাখামৃগের কণ্ঠে হেমময় হার প্রদান করা, একই কথা। কিন্তু প্রকৃত সাধু বৈষ্ণবগণ ভগবানকে 'হৃদয়নাথ!' বলিয়া যে প্রেমরসাস্বাদন করেন, তাহা বড়ই বিমল-মধুর,—মধু হইতেও সুমধুর! সে প্রেমের বিন্দুমধ্যে কতই আনন্দ, কতই শান্তিসুধা! সে প্রেমের জন্য গোবিন্দদাসাদি প্রেমিকগণ,—"রোয়ত অনুক্ষণ বিন্দু কণা আধ লাগি।"

খ্রীষ্টীয়ান্ মিষ্টিক্ বা অধ্যাত্মযোগমার্গাবলম্বী সাধকগণও মধুর রসের আস্বাদন করিয়াছেন। গাঁও, কেম্পিস্, সালেস, মলিনস্, ফেঁনেলন্, এখার্ট, অগাষ্টীন্,

মেরায়া টেরেসা প্রভৃতির গ্রন্থে স্থানে স্থানে তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়।

প্রীতিই পরম ধর্ম্ম। প্রীতিই পরম সাধন। প্রীতি এবং প্রিয় কার্য্যসাধনই ঈশ্বরের উপাসনা,—"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"[১] যিনি জগন্নিধান,তিনি "পরিপূর্ণমানন্দম্।" তাঁহার কোন অভাব নাই। তিনি স্বয়ং কাহারও সেবার অপেক্ষা করেন না, —কাহারও সেবা চাহেন না,—"Verily God needeth not the service of any creature.[২]" তাঁহার প্রয়োজন কি? তাঁহার সেবা কে করিতে পারে? তিনি আমাদের হৃদয়কে,—জীবনকে নৈবেদ্য চাহেন। আমরা যে কেবল তাঁহাকে প্রীতি অর্পণ করিয়া ক্ষান্ত থাকি, তিনি তাহা চাহেন না। তিনি চাহেন যে, আমরা পরস্পরকে প্রীতি করি,—পরস্পরের সেবা করি এবং মঙ্গলবৰ্দ্ধন করি, কারণ,ঈশ্বর মঙ্গলকারিদিগকে ভালবাসেন—"For God loveth those who do good".[৩] তাঁহার জীব, তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহে। জীবাত্মা পরমাত্মার মন্দির।

(১) "ব্রাহ্মধর্ম্ম"।
(২) Koran. Sale's Translation. Ch I
(৩) Koran. Sale's Translation Ch. 11. Ch 111.

তাঁহার জীবের মধ্য দিয়া তাঁহাতে উপনীত হইতে হইবে। তাঁহাতে যেরূপ রুচি প্রয়োজন, তাঁহার জীবেও তদ্রূপ প্রেম প্রয়োজন,—"নামে রুচি ও জীবে দয়া" আবশ্যক। ঈশ্বর তাঁহার সেবকের প্রতি প্রসন্ন,—"God is gracious into His servants."(১) তাঁহারই প্রার্থনা আরাধনা ঈশ্বরের নিকট উপাদেয়। যিনি সর্ব্ব ভূতে সমদৃষ্টি এবং সর্ব্ব জীবে প্রীতি করেন, তিনিই ঈশ্বরের সমধিক প্রিয়পাত্র। কবি বলিয়াছেন,—

"He prayeth best, who loveth best,
All things, both great and small."(২)

—যিনি ছোট বড় সমুদায় বস্তুকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল প্রার্থনা করিতে পারেন। তিনিই ভগবানের মনের মত লোক,—

"A man after His own heart."(৩)

তিনি ব্যতীত ধর্ম্ম জানেই বা কে,—আচরণই বা করে কে? কেবল তিনিই প্রচারকের উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত। তাঁহার ধর্ম্ম, তাঁহার আধ্যাত্মিকতা

(১) Koran. Sale's Translation. Ch. 11,
(২) S. T. Coleridge. The ancient Mariner.
(৩) I. Samuel. XIII. 14.

বাক্যেতেই পর্য্যবসিত হয় না। সেণ্ট্ পল্ করিন্থনিবাসি-গণকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,—

"Though I speak with tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass or a tinkling cymbal."[১]

—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমি যতই উত্তম বাগ্মিতার সহিত বক্তৃতা করি না কেন, যদি প্রকৃত "জীবে দয়া",—উদার প্রেম না থাকে, তবে আমরা শব্দায়মান পিত্তল-সামগ্রী বা মুখরিত করতাল ব্যতীত আর কিছুই নহি। প্রেমিকের বাক্য শুনিয়াছি। তিনি চরিত্র দ্বারা উপদেশ দেন,—জিহ্বা দ্বারা নহে। তাঁহার পবিত্র মুখজ্যোতিঃ, তাঁহার চক্ষের নির্ম্মল কিরণ, অসংখ্য পুঁথি ও সহস্র [illegible] শ্লোক অপেক্ষা অধিক প্রামাণিক। ডেভিড্ লিভিংষ্টোনের ভাষা নিগ্রোগণের নিকট বিদিত ছিল না, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্ম ও অন্তরস্থ ধর্ম্ম, তাঁহার প্রসন্নবদনজ্যোতিঃ ও নয়নের সুধাংশুধারা হইতে নিরন্তর ক্ষরিত হইত এবং নিগ্রো নরনারী ও বালকবালিকাগণকে মুগ্ধ এবং বশীভূত

(১) I. Corinthian XIII. I.

করিয়াছিল। কিন্তু আজ সহস্র সহস্র খ্রীষ্টীয়ান্ বন্দুক, ব্যয়নেট্ এবং ব্রাণ্ডি সমভিব্যাহারে যাইয়া, কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া, বিদ্যালয় স্থাপন, ঔষধ বিতরণ ও দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বক্তৃতা করিয়াও, অসভ্যগণের প্রাণে আর সে আস্থা জন্মাইতে কৃতকার্য্য হইতেছেন না। যদি প্রসারে অল্প এবং গভীরতা ও মধুরতাতে অধিক হইত, তাহা হইলে উহাঁদিগের বাক্য হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিত এবং প্রচারের উদ্দেশ্যও সফল করিত। প্রচারকেরা যদি যোজনবিস্তৃত কথা ছাড়িয়া দিয়া, সেই ভাষা শিক্ষা করিতেন, যদ্দারা নীরবে জীব জন্তু, সভ্য অসভ্যগণের মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচার করা যায়, তাহা হইলে আজ পৃথিবীর কি হাসি-মুখই হইত!

যেরূপ,উপত্যকাকে ছাড়িয়া পর্ব্বতের চিন্তা করা হয় না,—"Because I can not conceive a mountain without a valley,[১]—" বহ্নিমান্ পর্ব্বতকে ছাড়িয়া ধূমের চিন্তা করা হয় না,—তদ্রূপ, প্রেম ব্যতীত ধর্ম্ম এবং প্রেমহীন প্রচার চিন্তার অতীত বিষয়। চিন্তা, প্রেম, কর্ম্ম এবং জীবন-দ্বারা প্রচারই প্রকৃত প্রচার।

যিনি যত প্রেমিক, তিনি প্রচার কার্য্যে ততই কৃত-

(১) Descartes.

কার্য্য। জগতের ধর্ম্মেতিহাস ইহার জীবন্ত প্রমাণ। আধুনিক সময়ে,ব্রীষ্টল্-নিবাসী জর্জ্জ মুলার এবং লণ্ডন-বাসী জেনারেল বুথের কৃতকার্য্যতার মূলমন্ত্র কি? প্রেম। তাঁহাদিগের ভাষার পারিপাট্য হৃদয়কে তত আকর্ষণ করে না, তাঁহাদিগের হৃদয়ের পারিপাট্যই মর্ম্মস্থানকে স্পর্শ করে।

প্রেমিক আস্তিক। কে বলিল যে, বুদ্ধ নিরীশ্বর ছিলেন? কোন্ সাধু প্রেমিক নিরীশ্বর হইতে পারেন? জ্ঞানী রোমান্ উত্তর করিতেছেন,—"No good mind is holy without God."[১] কোন চিত্রের মাধুরী দর্শন করিয়া নীরব এবং মুগ্ধভাবে কি তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায় না? স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহাস্য মুখমণ্ডল এখনও পর্য্যন্ত আমাদিগের নয়ন-তারার উপর প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। কে বলিবে যে, তিনি "নিরাকার চৈতন্যস্বরূপে" বিশ্বাস করিতেন না? কে তাঁহার আত্মার আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিয়াছেন যে, আত্মার অন্তরতম নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে, তাঁহার নগ্ন হৃদয় কখনও প্রেমময়ের সহবাস উপভোগ করিত না! প্রকৃত ধার্ম্মিকেরাই ভালবাসিতে পারেন,—"It is

(১) Seneca.

only the truly virtuous man who can love.[১]"

মহামতি কংফুচ্ উৎকৃষ্ট সাধুতার লক্ষণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে,—"গাম্ভীর্য্য, উদারতা, অকপটতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, এবং দয়া, এই পাঁচটীই তাহার লক্ষণ।" ইহার মধ্যে কোন্‌টীই বা প্রেমেতে অবিদ্যমান্? এক মাত্র জড়ীয় শক্তিই যেরূপ গতি, ধ্বনি, উত্তাপ, জ্যোতি, এবং তড়িদাদি বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া কার্য্য করে, প্রেমও তদ্রূপ আত্মাতে সরলতাদি রূপে প্রকাশিত হয়।

প্রেম কপটতা নষ্ট করে,—সরলতা আনয়ন করে। প্রেমিক কুটিল বা কপট হইতেই পারেন না,—"He can not help being sincere.[২]" যে হৃদয়ে স্তরের ভিতর স্তর আছে, সে হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম বাস করিতে পারে না। কপট ব্যক্তি প্রবঞ্চক। প্রেমিক প্রবঞ্চনা জানেন না। ভণ্ড ব্যক্তির প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া ব্যাসদেব বলিয়াছেন,—

(১) Confucius. Legge's Translation.

(২) Carlyle. Heroes and Hero-worship

"যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে।
কিন্তেন ন কৃতম্ পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা॥"[১]

—যে ব্যক্তি নিজে এক প্রকার হইয়া অন্যের নিকট ভিন্ন রূপ প্রদর্শন করিতে চাহে, সেই আত্মাপহারী চৌর কর্ত্তৃক কোন পাপ না অনুষ্ঠিত হইতে পারে ?

প্রেম অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া বিনয় আনয়ন করে। উহা মানবকে "অমানী মানদঃ[২]" করে। উন্নত-শির ব্যক্তি প্রেমভরে "ফল ভরে অবনত শাখারি আকার" ধারণ করেন। প্রেমিক আত্ম-শ্লাঘা পরিহার পূর্ব্বক, প্রিয়-জনের গৌরব করেন। প্রিয়জনের রূপে তিনি রূপ-বান্, প্রিয়জনের গুণে তিনি গুণবান্। প্রিয়জনের গৌরবে গর্ব্বিত-হৃদয় বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন,—
"পিয়াক গরবে হাম্ কাহুক ন গনলা।"[৩]

তিনি নিজ গৌরব ত্যাগ করিয়া, প্রিয়জনের গৌরব সম্বর্দ্ধন করেন এবং সর্ব্ব কার্য্য তাঁহারই গৌরবার্থে,— "Unto His glory.[৪]" সম্পাদন করেন। স্বীয় গৌর-বের হ্রাস হইলে যদি প্রিয়জনের গৌরব বর্দ্ধিত হয়, তাহাতেও প্রেমিক সুখী। সুকুমার শিশুদ্বয় কুশলবের

(১) মহাভারত। আদিপর্ব্ব। (২) ভাগবত। একাদশস্কন্ধ। (৩) গোবিন্দদাস ? পদকল্পতরু। (৪) Corinthians.

হস্তে পরাজিত এবং অবমানিত হওয়াও, রামচন্দ্রের পক্ষে পরমানন্দ এবং গৌরবের বিষয় হইয়াছিল। ভগবদ্ভক্তেরা নিরহঙ্কারী হইয়া, তাঁহাতেই গৌরব করেন।

প্রেম হৃদয়কে মার্জ্জিত এবং বন্ধুর করে ও স্বভাবকে কোমল করে। প্রেমের গুণে ভল্লুক ভল্লুকত্ব হারায়,—অসভ্য সভ্য হয়।

বৌদ্ধগ্রন্থ ধর্ম্মপদ বলিয়াছেন যে,—"প্রেমের দ্বারাই দ্বেষ ভাবের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।" এবং "প্রেমবলে ক্রোধ ও মঙ্গল দ্বারা অমঙ্গলকে পরাজয় করিতে চেষ্টা কর। স্বার্থশূন্যতা দ্বারা স্বার্থ এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় কর।" বুদ্ধদেব যে প্রেমের আভাস জগতে দিয়া গিয়াছেন, তাহা অতীব সুদুর্লভ, – "হেন প্রেম নৃলোকে না হয়।[১]" বোধিসত্ত্বের অনুশাসন শিরোধার্য্য করিয়া বৌদ্ধ শ্রমণগণ শত্রুর প্রতি অরি-ভাব বিস্মৃত হইতে,—নিত্য তাহাদের সদ্গুণ-স্মরণ এবং তাহাদের প্রতি প্রীতিবান্ হইতে, যত্ন করিতেন। উহা তাঁহাদের নিত্য-কর্ম্ম ছিল, – প্রধান দশ কর্ম্মের মধ্যে একটী ছিল। এই মহাভাব হইতেই ঈশা অনুজ্ঞা করিয়া-

(১) চরিতামৃত।

ছিলেন যে,—"কেহ তোমার দক্ষিণ কপোলে চপেটাঘাত করিলে, তাহার প্রতি অন্য কপোলও ফিরাইয়া দিবে!" এই মহাভাবে পূর্ণ না হইলে, কাহার সাধ্য বলে?—

"মেরেছ আমায় কলসির কানা,
তা বলে কি আর প্রেম বিলাব না?"

যে ভাব মানবকে এত উচ্চ করিতে পারে, তাহার সম্মুখে আমরা দূর হইতে মস্তক অবনত করি। আমরা সকলেই প্রেমিককে ভালবাসি,—তাঁহার সহিত আমরা হাস্য করি,—তাঁহার ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া আমরা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না।

প্রেম পরনিন্দাপ্রিয় নহে। তিনি নিন্দক নহেন। প্রেমিক পর-ছিদ্রান্বেষণ করেন না। মকরন্দপানপিপাসিত ভৃঙ্গের লক্ষ্য যেরূপ মকরন্দেরই দিকে, প্রেমিকের দৃষ্টি তদ্রূপ কেবল সৌন্দর্য্যেরই দিকে। মক্ষিকার ন্যায় ক্ষতের দিকে এবং গৃধ্রের ন্যায় পূতির বা শবের দিকে, তাঁহার লক্ষ্য নহে। তিনি মক্ষিকাধর্ম্মবর্জ্জিত, ভৃঙ্গধর্ম্মান্বিত। পরের গুণ, উন্নতি বা মঙ্গল দেখিলে, তাঁহার হর্ষ উৎপন্ন হয়, চক্ষে দরদ্ উৎপন্ন হয় না,—তাঁহার হৃৎপিণ্ড সম্প্রসারিত হয়, সঙ্কুচিত হয় না। তিনি

গুণগ্রাহী, প্রশংসা করিতে সক্ষম। "ইহার জন্য আবার প্রশংসা কেন?"—এই মন্ত্রে তাঁহার দীক্ষা নহে। তিনি সুন্দর, তিনি মহৎ। তিনি সৌন্দর্য্য ও মহত্বের আদর করিতে পারেন। অপ্রেমিকের সে ক্ষমতা কোথায়,—সে মহত্ত্ব,—সে বীরত্ব কোথায়? কোন এক স্থলে থিয়ডোর্ পার্কার বলিয়াছেন, যে মহত্ত্বের প্রশংসা করিতে হইলে, মহত্ত্ব থাকা প্রয়োজন, অর্থাৎ মহত্ত্বের প্রকৃত রূপ প্রশংসা করিতে হইলে, মহত্ত্ব-বোধ এবং মহত্ত্বানুভূতি থাকা প্রয়োজন। কিয়ৎ পরিমাণে মহত্ত্ব না থাকিলে, তাহার সৌন্দর্য্যানুভব ও প্রশংসা করা সম্ভব হয় না। শেলি না হইলে কি কেহ শেলিত্বের ভিতর প্রবেশ করিতে এবং শেলির উড্ডয়ন-শীল কবিত্বের সৌন্দর্য্য স্পষ্টরূপে দর্শন করিতে পারে? কবিত্বই কবিত্বানুভূতির অন্তরিন্দ্রিয়। মহত্ত্বই মহত্ত্বা-নুভূতির অন্তরিন্দ্রিয়। মহৎ ব্যক্তিই মহত্ত্ব-রসের রসিক। প্রেমিকও সেই রসের রসিক। প্রেম বক্রদৃষ্টি নহে। প্রেমিক নিকট-দৃষ্টি, বা দূর-দৃষ্টিও নহেন। তাঁহার চক্ষের কোন দোষ নাই। তিনি স্বাভাবিক চক্ষে,—স্বাভাবিক ভাবে,—প্রত্যেক বস্তুকেই দেখেন। তিনি বিকৃতি দেখেন না,—প্রকৃতি দেখেন।

প্রেম রসের মধ্যে মধু,—কুসুমের মধ্যে অরবিন্দ,—ভাষার মধ্যে সংস্কৃত,—বেদের মধ্যে সাম,—যজ্ঞের মধ্যে অশ্বমেধ,—এবং ধর্ম্মের মধ্যে একেশ্বরপূজা। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক বহ্নির ন্যায়, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে, জীবের প্রাণের মধ্যে, উহার শিখা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। প্রলয়পয়োধিজলে যখন পৃথিবী নিমজ্জিত হইবে এবং উত্তাপহীন হইয়া ধ্বংস পাইবে, তখনও উহা নির্ব্বাত হইবে না,—প্রাচীন-য়ীহুদী-পুরাণোল্লিখিত নোয়ার তরির ন্যায়, উহা প্রলয়বারিরাশির শিরোভাগে জাগ্রত রহিবে। পাপী তাপী, সাধু অসাধু সকলেই উহাকে আশ্রয় করিয়া, মহা বিনাশ হইতে রক্ষা পাইবে।

একদা ব্রাহ্মসমাজের প্রধানাচার্য্য পরম পূজনীয় শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লেখককে বলিয়াছিলেন,—"প্রেমই একমাত্র নিরাপদ স্থল। আমাদের সঙ্গীতে আছে,—

"প্রেম-মুখ দেখরে তাঁহার।
শুভ্র সত্য স্বরূপ সুন্দর, নাহি উপমা তাঁর।
যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয় ভার ;
সর্ব্বসম্পদ তাহে মিলে যখন থাকি তাঁর সাথ।"

নিরাপদ হইবার ইহাই এক মাত্র উপায়।" সেই আত্মা-

ধীবরের প্রেম-কণ্টক যিনি গলাধঃকরণ করিয়াছেন এবং যিনি তাঁহার প্রেম-জালে জড়িত হইয়াছেন, তাঁহার আর ভাবনা কি? আত্মা-মীন প্রেম কর্ত্তৃক বিদ্ধ ও জড়িত হইলে, সেই প্রাণ-ধীবর তদ্দণ্ডেই তাহাকে এই ভীষণতরঙ্গায়িত সংসার-বারিধি হইতে নিরাপদ বেলা-ভূমিতে আকর্ষণ পূর্ব্বক উত্তোলন করেন। প্রেমই সেই বন্দর, যাহার কূলে সংসারের ঝটিকা-তাড়িত, তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত, ভগ্নপ্রায় ক্ষীণ জীবনতরি শান্তিতে ও নিরাপদে বিশ্রাম লাভ করিতে পারে।

জনশূন্য চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের [illegible] যোগাসনে উপবিষ্ট ধ্যাননিরত শুভ্রকেশ জ্ঞানমার্গ-গামী ঋষিগণ আত্মার আকর হইতে অমূল্য তত্ত্বজ্ঞান উদ্ধার করিতে পারেন বটে, কিন্তু জ্ঞান-রাজ্য হইতে, যেন, অবতরণ করিয়া, নিম্নস্থ উপত্যকা প্রদেশে, হৃদয়-কাননে আসিয়া, উত্তপ্ত পুষ্পোদ্যানের বুল্ বুল্ (ক) হইয়া, প্রেম-কূজন দ্বারা স্বীয় সদ্ভাব-কুসুম-কলিকা-গুলিকে প্রস্ফুটিত করিতে না পারিলে, ব্রহ্মরসপান

(ক) পারশ্য দেশে প্রবাদ আছে যে, উষাকালে কুসুমোদ্যানে বুল্ বুল্ পক্ষীর প্রেম-গীতি শ্রবণ না করিলে গোলাব্ সুন্দরী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন না।

করিতে পারেন না,—যিনি "সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু," [১] সেই প্রেমঘন সচ্চিদানন্দ পুরুষপ্রধানকে আস্বাদন এবং উপভোগ করিতে পারেন না। তাঁহারা কেবল জ্ঞানযোগে ব্রাহ্ম কবির সহিত বলিতে পারেন যে, পরমাত্মা,—

"অতুল জ্যোতির জ্যোতি।

গ্রহ তারা চন্দ্র তপন জ্যোতিহীন সব তথা।" [২]

ইংরাজ কবি মিল্‌টন্ পেরেডাইস্‌লষ্ট নামকগ্রন্থে রূপকচ্ছলে ব্রহ্মের সিংহাসন বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার গৌরবান্বিত সিংহাসন হইতে কোটি সূর্য্যের জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে; তৎপ্রতি নেত্রপাত করিলে চক্ষু ঝল্‌সিয়া যায়,—দেবতাগণও উহা সভয়ে নিরীক্ষণ করেন,—ক্ষুদ্র মানবের কি সাধ্য যে, তাহার পুরোভাগে ক্ষণকাল অবস্থান করে,—মানব স্থির নেত্রে তাহার জ্যোতি দর্শন করিতে পারে না। কেবল প্রেমিকই নিরন্তর তাহা নির্ভয়ে প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম।

ঋষিগণ পরমাত্মাকে ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুৎব্যোমে বৃথা অনুসন্ধান করিয়া, ক্লান্ত হইয়া, বলিলেন,—"ন তত্র

(১) বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।
(২) শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং"[১]। কেবল জ্ঞানালোচনাদি-দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করিতে না পারিয়া, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বেদ সমূহ ও নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ প্রভৃতি সমুদায়ই অপরা বিদ্যা। যদ্দ্বারা তাঁহাকে জ্ঞাত হওয়া যায়, কেবল তাহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান,—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"[২] যিনি, "গূঢ়মনুপ্রবিষ্টম্, গুহাহিতম্ গহ্বরেষ্ঠম্,—"[১] যিনি "প্রাণস্য প্রাণং উত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোতস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো মনঃ,—"[৩] অথচ যাঁহাকে নয়ন মনের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না,—"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা",[১] তাঁহাকে কি ঋষিগণ লাভ করেন নাই, না মানবগণ লাভ করিতে পারে না? ঋষিগণ স্বয়ং এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিয়াছেন যে, "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্।"[১] উত্তম বচন, মেধা, বহু শ্রবণ, বা অন্য কোন উপায় দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না, কেবল তৎপ্রতি হৃদয়ের পিপাসা থাকিলেই, তিনি নিকটে আগমন করেন এবং আত্ম-

(১) কঠোপনিষৎ। (২) মুণ্ডকোপনিষৎ।
(৩) যজুর্বেদ।

গোপন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, "তিমিরে তিমিরহরা", হইয়া, আপনাকে প্রকাশ করেন। এই প্রাণের টান,—"ঘ্রাণে মুগ্ধ হইয়া ধাইবার,"২ প্রবৃত্তি যদি না থাকিত, তবে সে ধ্রুব-জ্যোতি আমাদিগের নয়নতারাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তাই বাইবেল্ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে,—অন্ধকারে আলোক জ্বলিতেছে, কিন্তু অন্ধকার তাহা জানিতেছে না।৩ যিনি দুর্দর্শ, জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে যিনি কেবল মাত্র বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হয়েন, তাঁহাকে কিরূপে নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় দর্শন করা যায়? প্রেমতঃ। সেই সংসারসাগরের ধ্রুব-নক্ষত্রের প্রতি প্রেমচক্ষু স্থির রাখিলে, আমরা অন্ধকারমধ্যে আলোক দেখিয়া, নির্ব্বিঘ্নে জীবনতরি টানিয়া আনিয়া, বন্দরতটে আসিয়া, উপনীত হইতে পারি, ইহাই সাধুবচন। তখন আর তরঙ্গতুফান দেখিয়া হৃদয় দমিয়া যায় না।

যিনি "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" হইয়া জীবের অন্তরস্থ হইয়া রহিয়াছেন,—কে তাঁহাকে জানে? যিনি পরাৎপর পুরুষকে পুত্র এবং বিত্ত হইতেও

(১) রামপ্রসাদ সেন। (২) শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।
(৩) St John. I.V.

প্রিয়তর জ্ঞান করিবেন,—তিনিই তাঁহাকে লাভ করিবেন,—কারণ তিনিই তাঁহাকে প্রকৃতরূপে জানেন।

"প্রেমতো ব্রহ্মপদং গোষ্পদতুল্যং হি ভবেৎ।" কোন্ প্রেমিক, তাঁহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন? অজ্ঞান শিশু ধ্রুব কিরূপে তাঁহাকে সহজে লাভ করিয়াছিলেন? ধ্রুবের হৃদয় নিরন্তর তাঁহার জন্য লালায়িত, ক্ষুধিত এবং পিপাসিত হইয়াছিল,—সেই অজ্ঞাত রূপতৃষ্ণায় তাহার নয়ন ঝুরিয়াছিল। নিষ্ঠুর,—অতি নিষ্ঠুর সেই দেবতা, যিনি দাউদের এই হৃদয়ভেদী বিরহ-সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াও বিরহীর প্রতি প্রসন্ন না হয়েন,—

"—হে ঈশ্বর! নির্ঝরের জন্য তৃষিত হরিণের ন্যায়, তোমার জন্য আমার আত্মা নিত্য পিপাসিত! আমার অশ্রুই দিবানিশি আমার অন্ন জল হইয়াছে।" যদি এই প্রকার অকৃত্রিম তৃষ্ণা, উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে পৃথিবী নিশ্চয়ই বালুকার উপর স্থাপিত,—আকাশমণ্ডল মস্তকের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে,—সাধু মহাজনগণের জীবন এবং উক্তির ভিতর দিয়া, মানব যে সমুদায় প্রতিশ্রুতি ভগবদ্বচন বলিয়া স্বীকার এবং মান্য করিয়া, আশায় বুক বাঁধিয়া চলিতেছে, তৎসমুদায়ই বৃথা বলিয়া জ্ঞান করিবে।

প্রেমযোগী ঈশ্বরকে কি রূপে আত্মস্থ দর্শন করিলেন ? না,—

"এক শাখী পরে,
দু'বিহগবরে, সুখে বস বাস করে রে ;
উভে উভয়ের সখা, প্রেমে মাখা মাখা,
দোঁহে দোঁহায় নিরখেরে। (তৃষিত ভাবে)
(এক জন) সুরস রসাল লইয়ে যতনে দিতেছে
আর সখারে ;
(আর জন) লভিয়ে সে ফল, প্রেমেতে বিহ্বল,
সুখেতে ভোজন করে।
(সখা দেখেন কেবল,—ফলদাতা ফল দিয়ে সুখী,
নিরশন থেকে।)"[১]

যাঁহার রূপেতে বিশ্বভুবন আলোকিত, তাঁহার প্রেমমুখ দেখিয়া প্রেমিক গাহিতেন,—

"কি দিয়ে তাঁর দিব পরিচয় ?
সে যে দয়ার চন্দ্র, প্রেম-জলধি দেখ্‌লে,
নয়ন শীতল হয়।
কোটী সূর্য্য এক করিলে তুলনা যাঁর নাহি হয়।
সে যে অনন্ত-মহিমাপূর্ণ আশ্চর্য্য-আলোকময়।"

(১) শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়। হৃদয়ের প্রতিধ্বনি।

জ্ঞানযোগ বল, কর্ম্ম-যোগ বল, প্রেম-যোগের তুল্য কোন যোগই সরল, সহজ, মধুর এবং শান্তিপ্রদ নহে। প্রেম-যোগীই জানেন যে, পরমাত্মা রসস্বরূপ,—তৃপ্তি-হেতু,—আনন্দরূপ,—অমৃতরূপ। তিনি যে রাজ্যে বাস করেন, সে স্থানে জরা মৃত্যু, দুঃখ তাপ, বিপদাপদ্ নাই। সেখানে বাসনার নির্ব্বাণ হয়,—সংসারের নির্ব্বাণ হয় এবং জীব সম্বুদ্ধ হয়।

গহ্বরপ্রবিষ্ট ভুজঙ্গকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া কে বহির্গত করিতে পারে ? প্রয়োজন হইলেই, বিবরলীন উরগ গহ্বর হইতে বিনির্গত হয়। গহ্বরই তাহার বিশ্রামস্থল। তদ্বহির্দ্দেশ তাহার বিচরণস্থল,—কার্য্যক্ষেত্র। সেইরূপ, প্রেমিকের অন্তর্ম্মুখী আত্মা, স্বর্গ অর্থাৎ পরমাত্মার মধ্যে প্রবেশ করিলে, সংসারের কি সাধ্য যে, তাঁহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে বা বহিরাকর্ষণ করে। কর্ত্তব্যানুরোধেই তিনি সংসারে ভ্রমণ করেন,—সংসারে বহির্গত হয়েন। পরমাত্মাই তাঁহার এক মাত্র বিশ্রামস্থল। তিনি কূর্ম্মের ন্যায় বহির্দ্দেশ হইতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আকর্ষণ করিয়া লয়েন।

চাতক ঘোর পিপাসায় কাতর হইলেও, মর্ত্ত্যের সাগরপূর্ণ বারিরাশির এক বিন্দুও স্পর্শ করে না,

তৎপ্রতি অধোদৃষ্টিপাত করিয়া এক বারও চাহে না। সে কেবল "স্ফটিক জল! স্ফটিক জল!!" বলিয়া ঊর্দ্ধ হইতে আরও ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে, নব নীরদের নিকট বারিবিন্দু ভিক্ষা করে। সেই প্রকার, ভগবানের প্রতি নিগূঢ় প্রেম যাঁহার, তিনি সংসারতীরে বাস করিয়াও, সংসারবারিতে তৃপ্তিলাভ না করিয়া, কেবল তাঁহারই প্রতি সতৃষ্ণ নেত্রপাত করেন এবং "এক বিন্দু প্রেম! এক বিন্দু প্রেম!!" বলিয়া চিদাকাশে উড্ডীয়মান হইয়া নিরন্তর সতৃষ্ণ নয়নে প্রেমঘন বারিদের দিকেই এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন।

তিনি "ঈশ্বরকে ছাড়িয়া অন্য বস্তুর শরণাশন্ন"[১] হয়েন না,—"ঊর্ণনাভের ন্যায় তন্তুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আপনাকে আপদশূন্য জ্ঞান করেন না"[১]; কারণ, "তন্তুগৃহের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর গৃহ আর কি আছে?"[১]

ঈশ্বরই তাঁহার প্রাণ-বায়ু,—হৃদয়ের শোণিত,—আত্মারথের রথী এবং দেহযন্ত্রের যন্ত্রী। প্রেমিক ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন,—

"আনের পরাণে, আনের অন্তরে, আমার পরাণ তুমি।
তিল আধ না হেরিলে, মরমে মরিয়ে থাকি আমি।"

(১) Koran,

—পরমেশ্বর অন্যের প্রাণে থাকেন, কিন্তু তিনি প্রেমিকের প্রাণ! উভয়ের মাঝের আকাশ রূপ আবরণ অপসৃত হয়—সব ব্যবধান ঘুচিয়া যায়,—আত্মা ও পরমাত্মা, পরস্পরকে পরস্পরের মধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া অপূর্ব্ব, অতুল আনন্দ রসে মগ্ন হয়েন।

ঈশ্বরই তাঁহার জ্ঞান,—তাঁহার প্রাণ। তিনিই তাঁহাকে জ্ঞান প্রদান করেন। ব্যাসপ্রমুখ ভগবদঙ্গীকার এই যে, "দদামি বুদ্ধিযোগং তং"।[১] ভগবানের সহিত যিনি সতত যুক্ত, তাঁহাকে যিনি প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করেন,—"'ভজন' প্রীতিপূর্ব্বকম্", তিনি স্বয়ং ভগবানের নিকট হইতে, প্রাণের ভিতর জ্ঞানলাভ করেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে, "গুরু অন্তর্যামী হয়ে শিখায় আপনে"[২]। জ্ঞানের আকর হইতে একায়েক্ যে টাট্‌কা জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাই সূর্য্যালোক। অন্য জ্ঞান দীপালোকমাত্র। ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক যে জ্ঞান প্রদান করেন, তাহাই মোক্ষলাভের পথ প্রদর্শন করিতে পারে। তিনি যাঁহাকে স্বয়ং শিক্ষা দেন, কেবল সেই ভাগ্যবানই প্রকৃত বিজ্ঞান লাভ করেন,—

"যিস্‌নে তু জানায়া, ওহি জন জানে।"[৩]

---

(১) গীতা। (২) চৈতন্যচরিতামৃত। (৩) গুরু নানক।

প্রেমিক মহম্মদ্ বলিয়াছেন,—"ঈশ্বর তাঁহাকে শাস্ত্র, জ্ঞান এবং বিধি শিক্ষা দিবেন।"[১]

পূর্ব্বে "নাহি ছিল এসব কিছু, আঁধার ছিল অতি"। তৎপর, অনাদি পুরুষের অনন্ত সৃষ্টির আরম্ভ হইল। স্রষ্টা এই শোভায় শোভায় উচ্ছ্বসিত জগতের সৃষ্টি করিলেন। প্রথমে, অনন্ত তিমিররাশির মধ্য হইতে জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। একে একে তারকাগণ, সুপ্তোত্থিতের ন্যায়, নয়ন মেলিয়া চাহিল। ব্রহ্মের এক ফুৎকারে ধূলিমুষ্টির মধ্যে জীবাত্মার সঞ্চার হইল। অনন্ত অখিল আনন্দ কোলাহল এবং গৌরব-গীতিতে পরিপূর্ণ হইল। "অন্ত কোথা তাঁর? অন্ত কোথা তাঁর?" এই রব গগনতল ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। পূর্ব্বে পরমেশ্বর আপনার মহিমাতে বিরাজিত ছিলেন। এখন তাঁহার "মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতি" রূপে বিশ্বকে আলোকিত করিল। প্রথমতঃ, "অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরীতে" বিশ্বপিতার অনুজ্ঞা ঘোষিত হইল,—"আত্মরক্ষা কর"।

প্রথমে, তাঁহার সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত স্বরূপ, যেন, ফুটিয়া উঠিল এবং অনন্ত আকাশকে শোভান্বিত

(১) Koran. Ch. II.

করিল। জীব প্রথমতঃ তাঁহাকে বিশ্বপ্রসবিতা জগৎ-পাতা বলিয়া জানিল।

সর্ব্বশেষে, অনাদি গগন ভেদ করিয়া বাণী হইল, "আত্মবিসর্জ্জন কর"। যখন স্থষ্টি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, তখনই এই শেষ, পূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিধি প্রচারিত হইল। ইহাই স্থষ্টির শেষ বিধি। অমনি "সকল-জীব-সুখকারী প্রেমপীয়ূষবারির" স্রোত, অনন্ত হইতে সান্তের দিকে এবং সান্ত হইতে অনন্তের দিকে, অবিরাম গতিতে ছুটিতে লাগিল।

তখনও পর্য্যন্ত, পরমাত্মার সর্ব্বাপেক্ষা মধুর অমৃত-স্বরূপ, —

"অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ যাহার মধুরিমা।
ত্রিজগতে যাহার কেহ নাহি পায় সীমা॥"

—সেই "প্রেমরসময় স্বরূপ", অপ্রকাশিত ছিল। এখন জীব দেখিল যে, তিনি "প্রেমের আকর-ভূমি" এবং "মঙ্গলের মূলাধার"। ঈশ্বর একাকী ছিলেন। পুরুষ প্রকৃতির অভাব অনুভব করিলেন। পরব্রহ্ম স্থষ্টিসৌন্দর্য্য এবং তাঁহার অপার মহিমা উপভোগ করিবার জন্য সঙ্গী স্থজন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তজ্জন্য তাঁহার অনুরূপ, ছায়াস্বরূপ জীবাত্মার স্থষ্টি হইল। জীব,

সৃষ্ট হইয়াই, স্তব্ধ এবং মুগ্ধ হইয়া, নাদ শ্রবণ করিল, “ভূমানন্দমহং।” অপরাপর জীব সকল ঈশ্বরের সেই ভূমানন্দের কণামাত্র আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। তিনি এত দিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, – আপনাকে পর্য্যন্ত জীবকে প্রদান করিলেন। ইহাই তাঁহার প্রেমের শ্রেষ্ঠ পরিচয়,—শেষ এবং পূর্ণাঙ্গ বিধান।

কেবল যে, আনন্দময়ের ভূমানন্দ হইতে জীব সৃষ্ট হইল, তাহা নহে। সেই প্রেমস্বরূপ, – আনন্দস্বরূপ কর্ত্তৃক জীবগণ জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহাতেই প্রবেশ করে। স্রষ্টা সকলকে আনন্দ বিতরণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অনন্ত-শক্তি-সমুদ্রের বুদ্‌বুদ্‌ স্বরূপ জীবকে অনুজ্ঞা করিলেন যে, “তোমরাও পরস্পরের সহিত প্রীতি-বন্ধন সংস্থাপন কর এবং পরস্পরের আনন্দ বর্দ্ধন কর।”

আদিতে যেমন তিমির ছিল এবং অন্তে আলোক হইল; তদ্রূপ, প্রথমে, আত্মরক্ষা এবং পরিশেষে আত্মোৎসর্গের বিধি ঘোষিত হইল।

বিশ্বের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া মহাত্মা জন্‌ বলিয়াছেন,—
“God is love; and he that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in Him.[১]”

(১) I. John. IV. 16,

—ঈশ্বর প্রেম-স্বরূপ। যিনি প্রেমেতে অবস্থান করেন, তিনি পরমাত্মার মধ্যে অবস্থিতি করেন এবং পরমাত্মা সেই প্রেমিকের অন্তরে বাস করেন।

সুদূর ইটালী হইতে জলদগম্ভীর স্বরে সেনেকা কহিতেছেন,—"তুমি কি ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হও যে, মানব দেবতাগণের নিকটে যাইতে পারে? ঈশ্বর স্বয়ং মানবগণের পার্শ্বে উপস্থিত হয়েন; কেবল তাহাই নহে, আরও নিকটে,—তাহাদিগের অন্তরে আগমন করেন!" প্রেমই এই যোগ এবং নৈকট্য সম্ভবপর করিয়াছে।

যিনি প্রেম লাভ করিয়াছেন, তিনি জ্ঞানসার লাভ করিয়াছেন। কারণ,জ্ঞান প্রভৃতি "সব তার পরিবার"। জ্ঞান উপায়,—উদ্দেশ্য নহে।

পার্থিব বস্তুতে কোন দিব্য সৌন্দর্য্য নাই। কিয়ৎ কাল চন্দ্রকে নিরীক্ষণ করণানন্তর, অন্য বস্তু দর্শন করিলে, উহা বড়ই মনোহর ও দিব্য-জ্যোতি-মণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। সেইরূপ, সংসারের কোন বস্তু ভগবৎ-প্রেমিকের চিত্তাকর্ষক না হইলেও, প্রেমিক তাহার প্রতি বীতরাগ নহেন। পরমাত্মার প্রতি যে দৃষ্টি স্থির, উহা সংসারের উপর পতিত হইলে, সংসারকে পবিত্র

ও মধুময় রূপে দর্শন করে। সংসার তাঁহারই প্রিয়তমের [illegible] বলিয়া, উহাকে তিনি বড়ই ভালবাসেন। ভগবৎ-প্রেম-প্রসূত পার্থিব প্রেম এক অলৌকিক রসে পূর্ণ। ভগবৎ-প্রেমিক সংসারকে ঘৃণা করেন না। তিনি তাহার মায়াতে মুগ্ধ হয়েন না, তিনি সাংসারিকতাকে ঘৃণা করেন এবং তাহাকে দূরে পরিহার করেন। যেমন, রজস্বলা ধরণীকে চুম্বন করিলেও জ্যোৎস্নালোকের পবিত্রতা নষ্ট হয় না,—সূর্য্য-রশ্মি মলিন স্থানে বিচরণ করিলেও, যেমন, তাহার শুভ্রতা বিনষ্ট হয় না; তেমনি, প্রেমিক সংসারে নির্লিপ্ত, অনাসক্ত এবং নিষ্কলঙ্ক ভাবে বিচরণ করেন।

নব-প্রসূতা গাভি, যেমন, মুখে তৃণ চণকাদি ভক্ষণ করে, অথচ চিত্তকে বৎসের প্রতি অর্পিত রাখে,—

"মুমে তৃণ চাণা টুটে, চেৎ রাখয়ে বাছাই,"[১]

তদ্রূপ, ঈশ্বর-প্রেমিক সংসারের ঐশ্বর্য্যাদি সুখবিলাসের মধ্যেও, ঈশ্বরেতে চক্ষু স্থির এবং হৃদয় অর্পিত রাখেন।

প্রেমিক সংসারের মধ্যে বাস করেন, কিন্তু সংসার তাঁহার অন্তরে বাস করে না। তাঁহার আত্মা, সংসারের

---

(১) তুলসীদাস।

ঊর্দ্ধদেশে, স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করে,—সংসারের ধূলী উত্থিত হইয়া, তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতে পারে না।

মুক্তি প্রীতির দাসী। মুক্তিতে প্রেমিকের অধিকার আছে। প্রেমিক মুক্ত-আত্মা; কারণ, তিনি প্রবৃত্তিশূন্য। প্রেমই সেই পুষ্পক-রথ, যদ্দ্বারা জীব সশরীরে স্বর্গারোহণ করে।

প্রেমেই মুক্তি। মুক্তি প্রেম-কল্পলতিকার একটী সুস্বাদু ফল। যিনি প্রেমিক, তাঁহার নরক নাই। প্রেমিকের হস্তে স্বয়ং ভগবান্ করতলন্যস্ত আমলকবৎ। সাধুগণ বলিয়াছেন যে, প্রেমদ্বারা তাঁহাকে লাভ করা গোস্পদলঙ্ঘণবৎ সহজ। যদি তদর্পিতচিত্ত ব্যক্তি অতি দীন ও দুর্ব্বল হয়েন এবং ভগবানের দর্‌বারে যাইবার উপযুক্ত সামর্থ্য, পবিত্রতা ও পরিচ্ছদ তাঁহার না থাকে, তবে ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া, তাঁহার ক্ষুদ্র, শূন্য পর্ণকুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইবেন।

পরম-ভক্তিভাজন প্রধানাচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এক দিবস প্রসঙ্গক্রমে লেখককে বলিয়াছিলেন,—"বহিরাকাশ ভগবানের 'সদর্'। অন্তরাকাশ তাঁহার 'অন্দর'। অন্দরে 'বেরাণা' লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। সেখানে কেবল প্রেমের লোক,—

ঘরের লোক,—আপনার লোক প্রবেশ করিতে পারে। সেই হৃদয়গুহাই ঈশ্বরের "খাশ্ দর্‌বার্"। প্রেমিকের হৃদয়ই তাঁহার "কায়েম্ মোকাম্"।

"উচ্চতম স্বর্গের জ্ঞানেতে উজ্জ্বল এবং ধর্ম্মেতে উন্নত দেবতাগণ ব্রহ্মের সন্দদর্শনলাভে বঞ্চিত, কিন্তু যে প্রেমিক তাঁহার আগমনের জন্য, নিজের হৃদয়কাননকে নির্ম্মল ও পবিত্র করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদাই তাঁহাকে তথায় দর্শন করিয়া ধন্য এবং কৃতার্থ হয়েন।

"যিনি প্রেম-ধনে ধনী, "তস্য তুচ্ছং সকলং।" প্রেমিকের হৃদয় পরমেশ্বরের প্রিয় বাসস্থান। 'প্রেম সূর্য্যো যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে সকলং হস্ততলং'।"

"যাঁহার জন্য "আর্শ্ (মুসলমান্‌দিগের উচ্চতমস্বর্গ) হায়রান্",—যাঁহার জন্য স্বর্গের শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানেতে উন্নত দেবতাগণ "কোথায় তুমি! কোথায় তুমি!" বলিয়া খুজিয়া বেড়ান, সেই ভগবানের "কায়েম্ মোকাম্" দীন দুঃখীর ছোট মলিন হৃদয়!"

কাঙ্গাল ব্যক্তি, যে স্থানটীর ধূলী দীর্ঘ নিশ্বাসের দ্বারা দূর করিয়া, এবং অবিরাম অশ্রুধারা-সিঞ্চন দ্বারা ধৌত করিয়া, যে স্থানটীকে মুক্ত এবং সুশীতল করিয়া রাখিয়াছে, তাহার তুল্য সুখের এবং আদরের বিলাস-

কুটীর ভগবান্ আর কোথায় পাইবেন? ভগবান্ সর্ব্ব-শক্তিমান্ বটেন, কিন্তু কাঙ্গালের অশ্রুকণার নিকট তাঁহার অনন্ত শক্তি পরাস্ত! কেবল তাঁহারই জন্য যে প্রাণ উৎকণ্ঠিত, সে প্রাণে ব্যথা দেওয়া,—আঘাত করা, তাঁহার সাধ্য নহে! সংসারের লোক যেমন,—"তারা সদাই খেলে নিঠুর খেলা, পদাঘাতে দীনহৃদি ভাঙ্গিয়া ফেলা,"[১]—ভগবান তাহা পারেন না। তিনি মরম-বেদনা বুঝেন। তিনি হয়তো, স্বয়ং (!) কখনও হৃদয়-বেদনা,—মরম-ব্যথা পাইয়া থাকিবেন; কারণ, তাঁহার জীবের নিকট সর্ব্বদা, "নাহি প্রেম-প্রতিদান"। এবং সেই কারণেই বুঝি, তিনি তদর্পিত দীনহৃদয়ের প্রতি পদাঘাত করিতে অক্ষম!

প্রেমরসজ্ঞ জন্ এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, "যিনি ভালবাসেন না, তিনি পরমাত্মাকে জানেন না, কারণ, তিনি প্রেমস্বরূপ।"[২]

ঈশ্বর-প্রেমিক মুক্তিও চাহেন না, তিনি মুক্তিদাতা-কেই চাহেন। কেবল ঈশ্বরের দিকেই তাঁহার চিত্ত ধাবিত হয়। সংসারের ঐশ্বর্য্য তাঁহার নিকট ধূলী। তিনি নিষ্কাম, স্বর্গস্পৃহাশূন্য। তাঁহার চক্ষে স্বর্গও

(১) শ্রীমতী মানকুমারী। (২) I. John. IV. 8.

তুচ্ছ। বেহেস্ত, নন্দন-কানন, ইডেন্ উদ্যান, ইলাইসিয়াম্ ক্ষেত্র, প্রভৃতির গৌরব তাঁহার হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে না। এতৎসমুদায় তাঁহার কাম্য বস্তু নহে,—তিনি চাহেন, স্বর্গোদ্যানের মালীকে,—যাঁহার আগমনে তাঁহার হৃদয়-কানন পুষ্পিত এবং বাসন্তী শোভায় পূর্ণ হয় এবং ভাবলতিকানিচয় মলয়মারুত-হিল্লোলে দোলায়মান হয়।

এক জন ভক্ত বলিয়াছিলেন যে, তিনি নরকেও যাইতে ভীত নহেন; কারণ সেখানেও তাঁহার প্রিয়তমের মুখচ্ছবি দেখিতে পাইবেন,—বিরহ-কালে ভগবানের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিলেও তিনি সুখী হইবেন। হাফেজের ন্যায় প্রেমিকই বলিতে পারেন যে, শেষ-বিচারের দিবস সকলেই পুণ্যের ছালা মস্তকে গ্রহণ করিয়া ভারাবনত মস্তকে বিচারকের সমীপে দ্রুতগতিতে গমন করিবে, কিন্তু আমি কেবল আমার প্রিয়তমের মুখের প্রতিকৃতি কক্ষদেশে লইয়াই, তাঁহার সকাশে উপনীত হইব। হাফেজের ন্যায় যাঁহার মস্তকে প্রেম-স্বাতীর বারিবিন্দু বর্ষিত হইয়াছে, সেই [illegible] ব্যক্তিই ধন্য!

সহস্র সহস্র জ্ঞানবান্ পণ্ডিত এবং প্রতাপশালী রাজাধিরাজ কাল-সমুদ্রের বক্ষে বুদ্‌বুদের ন্যায় প্রতিক্ষণ উদিত হইতেছে এবং নিমেষমধ্যে কোথায় পুন-

রায় মিলাইয়া যাইতেছে ; সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাশি তাহাদিগকে পদাঘাতপূর্ব্বক অতীতের গুহায় নিক্ষেপ করিয়া বিস্মৃতির কুজ্ঝটিকা দ্বারা আবৃত করিতেছে। কিন্তু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, এক জন প্রেমিক, নবদ্বীপ, পাটলীপুত্র বা বেথেলহাম নগরে, অভ্যুদিত হইয়াছিলেন বলিয়া, অগণ্য নরনারীর হৃদয়ে আজ পর্য্যন্তও কতই প্রেমের তরঙ্গ উঠিতেছে! একটী মহাপ্রাণ প্রেম-সাগরে ঝম্ফ প্রদান করিলেন, অমনি জনসমাজে তাহার ঢেউ উঠিল। উহা বহু শতাব্দী ক্রমে চলিয়া আসিতে লাগিল—এখনও পর্য্যন্ত তাহার বেগে মানবসমাজ তোল্‌পাড় হইতেছে! যত দিন মানুষ দেবত্বের আদর করিবে, তত দিন তাঁহাদিগের স্মৃতি জ্বলন্ত হীরকাক্ষরে মানবসমাজের বক্ষে অঙ্কিত রহিবে!

মনুষ্যের কি অপূর্ব্ব অধিকার! প্রেমের কি মহীয়সী শক্তি? কীটানুকীটকল্প মানব, প্রকাণ্ড, অপরিসীম, অনন্ত কারুকার্য্যখচিত বিশ্বসাম্রাজ্যের রাজরাজেশ্বরকে, ক্ষুদ্র হৃদয়কুটীরে, প্রেমরজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিতে পারে। নিবিড়ান্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথে অগণ্য তারকা-মণ্ডিত অসীম আকাশের অনির্ব্বচনীয় শোভার সহিত ক্ষুদ্র মানব-হৃদয়ের মলিনতার তুলনা কর,—কতই

প্রভেদ! যিনি নক্ষত্রে থাকিয়া তাহাদিগকে চালিত করিতেছেন,—আকাশ যাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না, তিনি অনন্ত-নক্ষত্র-জ্যোতিতেও সন্তুষ্ট নহেন,—তিনি জ্যোতিরিঙ্গণের ক্ষীণালোক স্বরূপ মানব-হৃদয়ের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত! মুক্ত নৈশ গগন কোটিকণ্ঠে আমাদিগের বিস্মৃতি দূর করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। তারকা-সমাজ, প্রেমময়ের প্রেমের জয় ঘোষণা করিয়া, মানবকে প্রতিনিশি বলিতেছে,—"তোমরা ভগবানের প্রেমের মেলায় হৃদয়ের ব্যাপার করিতে আইস। এখানে প্রেমময়ের সঙ্গে কার্‌বার্‌। কোন ব্যবসায়ী কখন ডুবে না! এ বাজারে একটী ক্ষুদ্র, ভগ্ন, মলিন হৃদয়ের বিনিময়ে অজস্র সুখ, প্রেম এবং অমৃত পাওয়া যায়!" মানব-প্রাণ কিছুতেই জাগ্রত হয় না,—তাহার মোহনিদ্রা সহস্র ডাকেও ভঙ্গ হয় না। তারকাগণ, বুঝি, আমাদিগের তাচ্ছিল্য এবং অবহেলাতে লজ্জিত হইয়া, প্রকাণ্ড মেঘখণ্ডের অন্তরালে তাহাদিগের সঙ্কুচিত মুখ লুক্কায়িত করে! আমাদিগের দুর্ম্মতির জন্যই, বুঝি, রজনীযোগে, শিশির বিন্দুর ছলে, তারকাগণ শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করে? তাহাদিগের সহিত আমাদিগের যে দেহ মনের টান্‌ আছে,—নিকট সম্বন্ধ আছে!

সমগ্র দিবা, মানবের অনমনীয় দুর্ম্মতি এবং দৃঢ়তায় লজ্জিত এবং ক্ষুব্ধ হইয়া, প্রভাকর, ক্লান্ত এবং পরিশ্রান্ত দেহে, বারিধিতলে নিমগ্ন হয়েন।

কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষলতা দর্শন করিয়া, কে অনুমান করিবে যে, উহা হইতেই আবার সুগন্ধী সুকোমল কুসুম জন্মিবে? সৃষ্টির আদিতে যখন এই পৃথিবী গলিত ধাতুপুঞ্জ মাত্র ছিল এবং তন্মধ্য হইতে হিমগিরি হইতেও বৃহত্তর অসংখ্য দ্রবীভূত ধাতু-স্ফুলিঙ্গ,—তাড়িতবেগে, শত-যোজন ঊর্দ্ধে, উঠিতেছিল ও নামিতেছিল এবং ধরণীবক্ষে কোনও প্রাণীর বাস সম্ভবপর ছিল না, সেই সময়ের সদ্যোজাত ধরণীর অতি ভীষণ দৃশ্য, যদি, কেহ দেখিত, তবে, কে আশা করিতে পারিত যে, উহাই পুনরায় সুশীতল হইয়া, বৃক্ষ-লতায় ভূষিত হইবে এবং এই শান্ত ও মনোহর বেশ ধারণ করিবে এবং জীবজন্তু, যে যেখানে ইচ্ছা, উহার উপরে সুখে বিচরণ করিবে? অমানিশার ভয়ঙ্কর তিমিরাচ্ছন্ন আকাশ দেখিয়া, কে ভরসা করিবে যে, পূর্ণেন্দুর শুভ্র হাসিতে শারদীয় আকাশ ভাসিয়া যাইবে? প্রস্তরময় অঙ্গারক দেখিয়া, কে বিবেচনা করিবে যে, যুগ যুগান্তরে, মৃত্তিকার রসবিশেষের স্পর্শে,

উহাই হীরকরাশিতে পরিণত হইবে? কিন্তু বিশ্ব-নিয়ন্তার প্রেমগুণে এতৎ সমুদায়ই সম্পূর্ণ সম্ভাবিত হইয়াছে! অতএব, আশাশিশিরপানে আমাদিগের ক্ষুদ্র মলিন হৃদয়ও জীবিত থাকুক! আমাদিগের হৃদয় কণ্টকময় এবং ভয়ানক রিপুগণের আবর্ত্ত ও অশান্তির স্থল হইলেও, এবং আমাদিগের অন্তরাকাশ ঘনতমসাচ্ছন্ন হইলেও, অনন্তকালে, এক দিন, না, এক দিনও, এই হৃদয়েই প্রেম-কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত হইবে,—শান্তিরাজ্য সংস্থাপিত হইবে,—চিরপৌর্ণমাসী রাজত্ব করিবে এবং তন্মধ্য হইতেই সুগভীর হীরকখনি প্রকাশিত হইবে!

প্রবন্ধশেষে প্রেম, প্রেমিক এবং প্রেমস্বরূপের পবিত্র চরণ-কমলে প্রণতি-পূর্ব্বক, অচল ঘন গহনাদি তাবৎ চরাচরকে, প্রেমময়ের গুণকীর্ত্তন এবং গৌরব-ঘোষণার্থ কবির ভাষাতে আহ্বান করিয়া, আমরা অদ্য সুহৃদয় পাঠকগণের নিকট, বিনীত ভাবে, বিদায় গ্রহণ করি,—

"অচল, ঘন, গহন গুণ গাও তাঁহারি।
গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা।
সকল তরুরাজি, সাজি ফুল ফলে গাও রে,
বিহঙ্গকুল গাও আজি মধুরতর তানে।

গাও জীব জন্তু আজি যে আছ যেখানে,
জগতপুরবাসী সবে গাও অনুরাগে।
মম হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে সব সাথে,
ডাক নাথ, ডাক নাথ বলি প্রাণ আমারি।"

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।